চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 122 Tuesday, 2 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২২ সংখ্যা ❋ ১৯ চৈত্র, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ২ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

গত কালের ঝড়ে জলপাইগুড়িতে এগারোটি বুথ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেগুলোর মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে আলিপুরদুয়ারে ঝড়ে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

কেউ গ্রুপ ডি কর্মী, কেউ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু অষ্টম শ্রেণী পাশ বা মাধ্যমিক পাশ করতে পারেননি। আবার অনেকেই হিন্দি ভাষি। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

''গত ভোটে শুভেন্দুও বলেছিলেন, আমাকে হারাতে না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। আমি বলেছিলেন, হেরে গেলে আমিই রাজনীতি ছেড়ে দেব।'' ...*বিস্তারিত পাতা ৭*

পাকিস্তান ক্রিকেটে অশান্তি লেগেই রয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অধিনায়ক পরিবর্তন নিয়ে নতুন করে জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

বাংলার স্কুলে এগিয়ে এল গরমের ছুটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ভোট বাজারে বেড়ে গেল গরমের ছুটি। এগিয়ে আনা হল স্কুলের গরমের ছুটি। ভোটের জন্যই মূলত গরমের ছুটি বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। এবার ২২ দিন থাকবে গরমে ছুটি। এবার ৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকবে। অর্থাৎ আগে ৯ মে থেকে গরমের ছুটি পড়ার কথা ছিল। কিন্তু এবার সেই গরমের ছুটি কিছুটা এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বাংলার সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা অনুসারে এই নয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জেরে স্কুলগুলিতে আগেই ছুটি পড়ে যাবে। অর্থাৎ ৬ মে থেকেই স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি পড়ে যাবে। আর সেটা টানা একেবারে ২২ দিন ছুটি পাওয়া যাবে। একে তো গরমের তীব্রতা শুরু হয়ে গিয়েছে। তার উপর ভোটের উত্তেজনাও ক্রমশ বাড়ছে বঙ্গে। সব মিলিয়ে গরমের ছুটি এগিয়ে এলে আখেরে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলেরই সুবিধা হবে। কিন্তু প্রশ্নটা হল উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে যদি আগাম গরমের ছুটি

পড়ল সেখানে আখেরে কতটা সুবিধা হবে। কারণ সেখানে ভোটও আগে। আর মে মাসে সেখানকার একাধিক জেলাতে বিরাট গরম পড়ে এমনটা নয়। সেক্ষেত্রে অসন্তোষটা থেকেই যেতে পারে। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এই গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসার জেরে স্বস্তি পাবেন বহু পড়ুয়া। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী জানিয়েছেন, ৬ই মে আজ থেকে এক মাস পাঁচ দিন পর। এখন থেকে এইভাবে নোটিশ দেওয়াটা বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে হয়। তেমন পরিস্থিতি হলে ছুটি আরো এগিয়ে আনতেও হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। এত তাড়াতাড়ি ঘোষণা না করে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে কয়েকদিন আগেই তা ঘোষণা করাই বাস্তব সম্মত ছিল। এদিকে ১৯ এপ্রিল থেকে রাজ্যে প্রথম দফার লোকসভা ভোট। প্রথম দফার জন্য ১৬ থেকে ২০ এপ্রিল কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে সব স্কুল বন্ধ থাকবে। ২৪-২৭ এপ্রিল দার্জিলিং, কালিম্পং, দুই দিনাজপুরে স্কুল বন্ধ থাকবে। তবে আগে গরমের ছুটি থাকত ১২ দিন। তবে এবার ভোটের জন্যও ব্যবহার করা হবে স্কুলগুলি। সেক্ষেত্রে সব মিলিয়ে ছুটির মেয়াদ বেড়ে ২২দিন হয়ে গেল। ৬ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত স্কুলগুলি বন্ধ থাকবে।

'এই জানোয়াররা জানে না, মানুষ ভিখিরি নয়'
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে অভিজিতের মন্তব্যে বিতর্ক, পাল্টা দিলেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১ এপ্রিলঃ বিচারব্যবস্থা থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন, এখনও এক মাসও পুরো হয়নি। রাজনৈতিক আক্রমণে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শব্দচয়ন নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে শুরু করল। সোমবার তমলুকের প্রচারে গিয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আমি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখছিলাম, ছোট ছোট কিছু বাড়ি হয়েছে। হয়তো ইটের গাঁথনি হয়েছে, বাইরে প্লাস্টারিং হয়নি। কবে হবে কেউ জানে না। মানুষের এই শ্রমের দ্বারা উপার্জিত অর্থে ছোট্র বাড়ি করা, একটা সংসার তৈরি করা, এসবের ওই চোর ছ্যাঁচোররা কোনও মূল্য দেয় না।'' এর পরই তিনি বলেন, ''শুধু আপনাদের বলবে হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, বারো'শ টাকা দিয়ে দিচ্ছি। এই জানোয়াররা এটা জানে না মানুষ ভিখিরি নয়। যে টাকা তোমরা দিচ্ছ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নামে তা তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা সরকারের উপার্জন করা করের টাকা যা সারা ভারত থেকে এসেছে। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টাকা নয়। তোমরা এজন্য কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারো না।'' লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাজ্য সরকারের প্রকল্প। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল এই নির্বাচনে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকে বড় হাতিয়ার করেছে। এখন 'জানোয়ার' বলতে অভিজিৎবাবু কাকে বোঝাতে চেয়েছেন উনিই তা বলতে পারবেন। অভিজিতের নাম না করেও সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''যখন চেয়ারে ছিল তখন ছিল কেউটে, এখন বাইরে বেরিয়ে গোখরো হয়ে গেছে।'' মমতা তাঁর নাম না করলেও অভিজিৎ হয়তো বুঝে যান যে তাঁকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। তিনি সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ''আমি খুব বিষাক্ত, চাইলে চন্দ্রবোড়াও হয়ে যেতে পারি।'' এ ব্যাপারে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''এতদিন যিনি ভদ্র মানুষের মুখোশ পরে বসেছিলেন, তাঁর কীসের মতো মুখটা দেখা যাচ্ছে সেটা বাংলার মানুষই বলতে পারবে।'' কুণাল ঘোষ বলেন, ''অভিজিৎ ঠিক কথা বলেছেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তৃণমূলের পৈতৃক টাকা নয়। কিন্তু এই একই প্রশ্ন তাঁর নরেন্দ্র মোদিকেও করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী বাংলায় প্রচারে এলে তাঁকে অভিজিতের প্রশ্ন করা উচিত, এই যে গরিব মানুষকে রেশনের চাল ডাল দেওয়ার ব্যাগে মোদির ছবি লাগানো হচ্ছে, সেটা কেন? রেশনের টাকা কি বিজেপির বাবার টাকা?'' কুণালের কথায়, ''শুধু তাই নয়, দেশের মানুষকে করোনার টীকা কি বিজেপির বাবার টাকায় দেওয়া হয়েছিল যে কোভিড পোর্টাল থেকে টীকার সার্টিফিকেটে মোদির ছবি লাগানো ছিল? বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী যে ৪ কোটি মানুষকে আবাসের টাকা দেওয়ার ঢপবাজি করে গেলেন, সেটাই বা কার পৈতৃক সম্পত্তি থেকে দেওয়া হয়েছে।''

বিচার ভবনের সামনে উঠল ফাঁসির দাবি
শাহজাহানের 'কীর্তিতে' লজ্জিত আইনজীবীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ইডির উপর হামলায় ঘটনায় ধৃত 'সন্দেশখালির বাঘ' শেখ শাহজাহানের ফাঁসির দাবি সরব আইনজীবীরা। বিশেষ ইডি আদালত থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শাহজাহানকে বসিরহাট জেল থেকে বিচার ভবনে পেশ করার জন্য। সোমবার শাহজাহানকে বিচার ভবনে পেশের আগে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সামিল আইনজীবী মহলের একাংশ। দাবি একটাই, 'শেখ শাহজাহানের ফাঁসি চাই'। এদিন কলকাতায় নগর দায়রা আদালতের সামনে এ ভাবেই অভিনব প্রতিবাদে সামিল হলেন তাঁরা। কিন্তু কেন হঠাৎ এমন বিক্ষোভ-প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন আইনজীবীরা? পোস্টার হাতে বিক্ষোভে সামিল আইনজীবীদের মধ্যে ছিলেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের আইনজীবী ভাস্কর দে। তাঁর বক্তব্য, ''বসিরহাটের শাহজাহানের মতো যারা নিকৃষ্ট কাজ করেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে ভারত তথা গোটা বিশ্বের কাছে আমরা লজ্জিত। ভারত তথা গোটা পৃথিবীর লোক দেখছে কী করেছে তারা। শুধু এই একজন শেখ শাহজাহান নয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় এমন আরও শেখ শাহজাহান আছে। সেই কারণে, আমরাও আইনজীবী হিসেবে বিচার ব্যবস্থার কাছে আমাদের আর্জি শেখ শাহজাহানের যেন সর্বোচ্চ সাজা পায়।'' উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি ইডির উপর হামলার ঘটনার পর দীর্ঘদিন বেপাত্তা ছিলেন শেখ শাহজাহান। শেষে রাজ্য পুলিশই তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে ইডির উপর হামলার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। শেখ শাহজাহানকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও। সম্প্রতি, ধৃত শেখ শাহজাহানকে পিএমএলএ-মামলায় শোন অ্যারেস্ট করে ইডিও। জেলে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডি সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় গ্রেফতার করে শাহজাহানকে। কিন্তু পিএমএলএ মামলায় ফাঁসির সাজা কতদূর সম্ভব? সেই বিষয়ে প্রতিবাদরত আইনজীবীদের কাছে প্রশ্ন করা হলে বলেন, আইনজীবী হিসেবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবেই তাঁরা ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছেন। এদিকে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানকে এবার নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় ইডি। জেলে গিয়ে জেরার সময় সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় শাহজাহানকে শোন অ্যারেস্ট করেছিল ইডি। সোমবার শাহজাহানকে বিশেষ ইডি আদালতে পেশ করার পর, ইডির আইনজীবীরা তুলে ধরেন কী কী চলত সন্দেশখালিতে। আদালতে ইডির আইনজীবী জানান, জমি ও মাছের ভেড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে দাবি করেন ইডির আইনজীবী। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী জানান, সেখানে একটি সিন্ডিকেট তৈরি করা হয়েছিল, যার কিংপিন বা মাস্টারমাইন্ড ছিলেন শাহাজাহান। সঙ্গে আরও অনেককে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও জানান ইডির আইনজীবী। কীভাবে কালো টাকা সাদা করা হত, সেই সংক্রান্ত তথ্যও এদিন আদালতে তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। ইডির তরফে আদালতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আইনজীবী সন্দেশখালির পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানান, নিজের লোকেদের ভেড়ির মালিক বানানো হত। তারপর তাদের থেকে চিংড়ি মাছ কেনাবেচা করা হত। গোটা বিষয়টাই নগদে হত বলে দাবি ইডির আইনজীবীর। একটি সংস্থার নামও এদিন আদালতে জানান কেন্দ্রীয় এজেন্সির আইনজীবী। সেই সংস্থার মাধ্যমেই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকানো হত। এইভাবেই কালো টাকা সাদা করা হত বলে জানান ইডির আইনজীবী। তিনি বলেন, ''শুধু সন্দেশখালি নয়, গোটা ভারতের স্বার্থে শাহজাহানকে ইডি হেফাজতে পাঠানো হোক।'' শেষে আদালত এদিন শেখ শাহাজাহানকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

মানুষ বিপদে পড়লে তাঁকে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ এপ্রিলঃ জলপাইগুড়ির পাশাপাশি রবিবারের ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছে আলিপুরদুয়ারেরও একাংশ। সোমবার জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এক রকম ঝুঁকি নিয়েই আলিপুরদুয়ারে এসেছেন। তিনি বলেন, ''হেলিকপ্টার দিনে তিন ঘণ্টার বেশি উড়তে পারে না। কিন্তু আমি কলকাতা থেকে যে কপ্টারে এসেছি, সেই কপ্টারেই আবার আলিপুরদুয়ারে আসতে হল। এক রকম ঝুঁকি নিয়ে আসতে হল আমাকে।'' রবিবার কয়েক মিনিটের ঝড়ে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের চকোয়াখেতি, তপসিখাতা এলাকাতেও ক্ষয়ক্ষতি হয় বহু বাড়িতে। আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের পাশাপাশি কুমারগ্রাম ব্লক, আলিপুরদুয়ার এক ব্লক-সহ একাধিক জায়গায় শিলাবৃষ্টির জেরে টোম্যাটোর পাশাপাশি একাধিক ক্ষেতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝড়ে বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে একাধিক এলাকা। অনেকেই আশ্রয়হীন। তাঁদের ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। সোমবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের ছ'মাইলের একটি

প্রাথমিক স্কুলের ত্রাণশিবিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, ''তপসিঘাটা গ্রামে রিলিফ ক্যাম্পে যাঁরা আছেন, সেই পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের বক্তব্য শুনেছি। চোখের সামনে যে ঘরগুলি দেখলাম, সেগুলি পুরোটাই টিনে চাপা গড়ে গিয়েছে, গাছে চাপা পড়ে গিয়েছে। একটা জিনিসও লোকে ঘর থেকে বার করতে পারেনি। এই তপসিঘাটা স্কুলে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন।'' মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ''এখন এমসিসি (নির্বাচনী আচরণবিধি) চালু আছে, কিন্তু বিপর্যয় জরুরি বিষয়। বিপর্যয় ব্যতিক্রমী বিষয়। আমাদের সরকার আছে, প্রশাসন আছে। আমি প্রশাসনকে বলব, সমীক্ষা করে দেখুক এবং নিজের মতো করুক। কার কতটা ঘর ভেঙেছে, কতটা আংশিক ভেঙেছে, কতটা পুরো ভেঙেছে। যাদের বাড়িতে কিচ্ছু নেই, প্রশাসন তাদের জন্য সাহায্যের হাত গতকাল থেকেই বাড়িয়েছে। মানুষ বিপদে পড়লে তাঁকে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ।'' ঝড়ে কোচবিহারের একাংশও তছনছ হয়েছে। কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের মরিচবাড়ি খোল্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুডুমারি, দলদলি, মরিচবাড়ি, খোচাবাড়ি এলাকায় ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মাথাভাঙাতেও কয়েক মিনিটের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি এলাকা। চিকিৎসাধীন অনেকে। মাথাভাঙা ১ ব্লকের কুর্শামারি পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাওয়ারডারা এলাকায় ব্যাপক ঝড়ের তাণ্ডব চলে। উড়ে যায় বহু বাড়ির ঘরের চাল। ঘরের উপর গাছ ভেঙে পড়েছে। উপড়ে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটি। আলিপুরদুয়ার থেকে মমতা জানান, মঙ্গলবার তিনি মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে কোচবিহারে পাঠাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কুমারগ্রামের ত্রাণশিবিরে যাবে অরূপ। কোচবিহারেও ক্ষতি হয়ে থাকলে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে। সেই মতোই নির্দেশ দেওয়া আছে।''

বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ভয়াবহ ঝড়ে বিধ্বস্ত বাংলা, মণিপুর, অসমের একটা অংশ। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স হ্যান্ডেলে সোমবার অমিত শাহ লেখেন, 'ঝড়ের কারণে পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং মণিপুরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।' রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝড়ের তাণ্ডব চলে। ৫ জনের মৃত্যু, শতাধিক আহতের ঘটনা ঘটে। রাতেই জলপাইগুড়ি পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি হাসপাতালে আহতদেরও দেখতে যান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ঘটনার খবর শোনার পরই এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বাংলার বিজেপি নেতাদের দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। বাংলার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য অসমেও দুর্যোগ মাথাচাড়া দেয়।

মহিলার সম্মানের অবমাননা করেছেন দিলীপ, স্বীকার করে নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্বীকার করল বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মহিলার সম্মানের অবমাননা করেছেন। দিলীপ ঘোষ নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করেছেন। দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জেপি নাড্ডাকে কড়া চিঠি পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। দিলীপ ঘোষের মন্তব্যের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, তার জন্য দলের সব স্তরের নেতাদের নির্দেশিকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনী প্রচারের সময়ে প্রার্থীরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে যেন নির্বাচনী বিধি মাথায় রাখেন। যাতে রাজনৈতিক কেরিয়ারের বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোনও প্রার্থী আক্রমণ না করেন। সেক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়াবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্বের তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কটাক্ষ নিম্নরুচির প্রমাণ। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই দিলীপ ঘোষ দুর্গাপুরে প্রচারে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক ছড়ায়। নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানায় তৃণমূল। সে সময়েই কুণাল ঘোষরা সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেন, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দিলীপ ঘোষকে যাতে শোকজ করা হয়, তার দাবি জানিয়েছেন। দিলীপ ঘোষকে নারীবিদ্বেষী তকমা দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এই মন্তব্যের জন্য দিলীপ ঘোষকে দলের তরফেও শোকজ করা হয়। দিলীপ ঘোষ এই মন্তব্যের জেরে ক্ষমাও চান। তিনি বলেছিলেন, তাঁর এই মন্তব্যে দলেরই অনেকের আপত্তি রয়েছে। কাউকে তিনি আঘাত করে থাকতে, তার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে দিলীপ ঘোষ মহিলার সম্মানের অবমাননা যে করেছেন, তা স্বীকার করে নেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

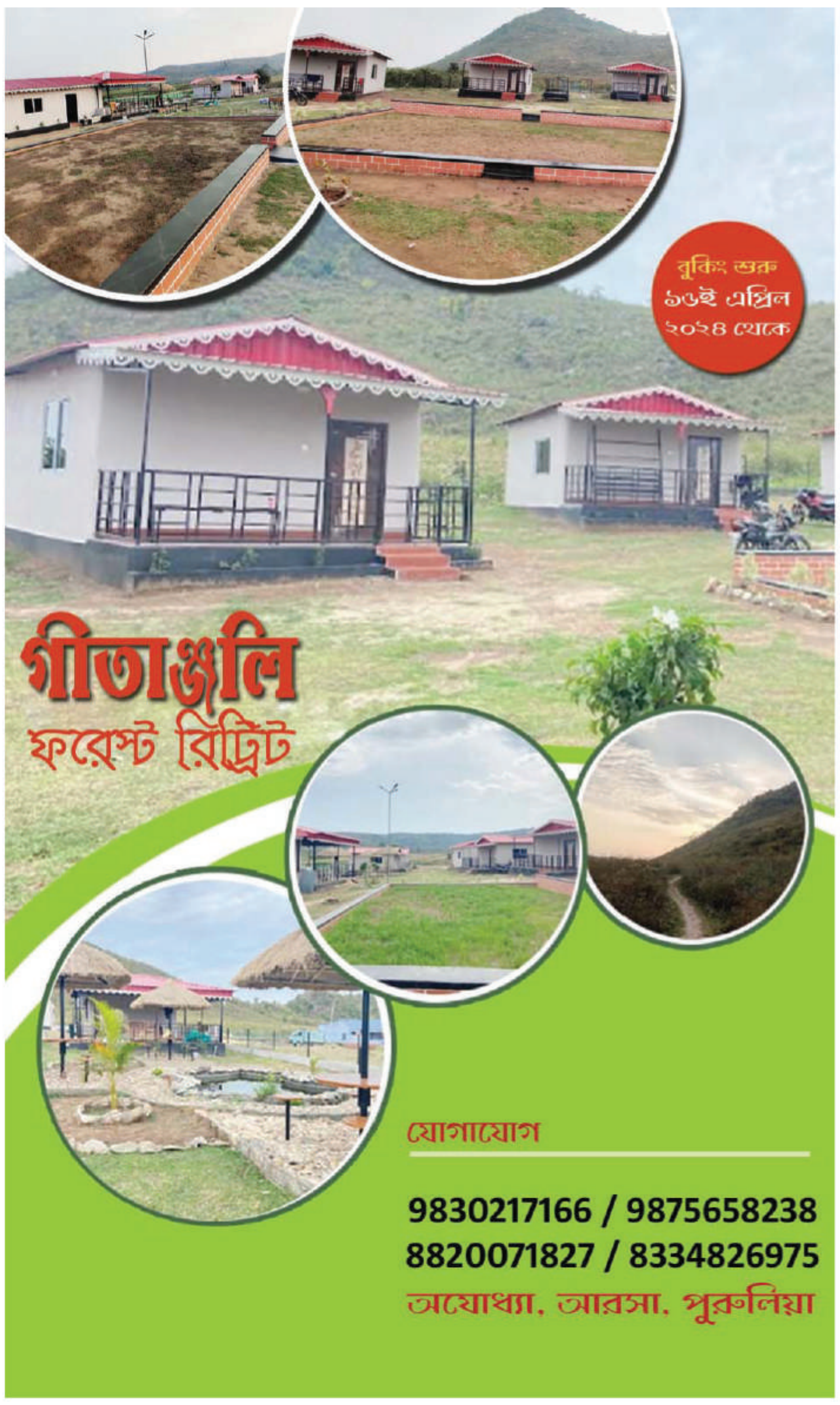

দিলীপ-সুকান্তকে তুলোধনা করলেন অভিষেক, বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে দিলেন বার্তা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিলঃ লোকসভা নির্বাচন এখন দুয়ারে। সুতরাং সব রাজনৈতিক দলগুলি এখন প্রস্তুতি নিয়ে ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু তার মধ্যেই ঘটে গিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আর তাই এখন উত্তরবঙ্গ নিয়ে বেজায় উদ্বিগ্ন সকলে। কারণ প্রথম দফায় নির্বাচন হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। তার আগে উত্তরবঙ্গে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছড়ে পড়েছে। তাই আজ, সেখানে ছুটে গিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানের তিন জেলা হল-কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার। সেখানে জলপাইগুড়িতে নেমে এসেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যা নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে বলে সরাসরি তোপ দাগলেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। এই বিপর্যয়ের পর সেখানে ভোট কেমন করে করানো হবে সেটা নিয়ে চাপে পড়েছেন সকলেই। ইতিমধ্যেই গতকাল রাতে সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, সোমবার সেখানেই আছেন তিনি। তারপর জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার যান মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েও মজা করেছেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আর তা নিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে অভিষেক সুর চড়িয়ে বলেন, ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারও হাতে থাকে না। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এখানে। মুখ্যমন্ত্রী রাতেই এখানে পৌঁছন। অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি পাশে ছিলেন মানুষের। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল। সাংসদ ছিল বিজেপির। তাঁরা মানুষের পাশে কোনও দিন থাকেনি। যাঁরা এসব নিয়ে ব্যঙ্গ করছে তাঁদের প্রকৃত চেহারা মানুষের সামনে খুলে গিয়েছে। বিজেপির ঝড় চলছে বলছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'' এই বিপর্যয়ের পর মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ ফোন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। বিপর্যয় নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কথা হয়েছে। এখানে সাতসকালে ছুটে এসেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এখানে এসেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার তুমুল ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে

জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। উড়ে গিয়েছে একের পর এক ঘরে চাল ও দোকানের টিনের শেড। ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে প্রচুর গাছকে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সম্পত্তির। ঝড়ের দাপটে মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের। আহতও বহু। তাই রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি নেতাদের তুলোধনা করে অভিষেকের বক্তব্য, ''এখানের যাঁরা মায়েরা, দিদিরা, বৌদিরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা দেখুন। কলকাতা থেকে ৬২০ কিমি দূরত্ব থাকলেও রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে পৌঁছেছেন। সেখানে বালুরঘাট থেকে জলপাইগুড়ির দূরত্ব ৩০০ কিমি। চার ঘণ্টার রাস্তা। সুকান্ত মজুমদার রাতে আসতে পারতেন না? আপনি চাইলে ৯টার মধ্যে পৌঁছতে পারতেন। বিজেপির নেতারা রাজনীতি করছে। কোনও কাজ করেনি। গত পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে? হয়নি। দেখাতে পারবেন না। দিল্লি থেকে কোনও প্যাকেজ নিয়ে এসেছে? আছে দিনের নাম করে ভোট নিয়েছিল। আজ মানুষ বুঝতে পারছে। তাই ব্যালটে জবাব দেবেন তাঁরা।'' এদিন শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে আহতদের দেখতে যান অভিষেক। সেখানে গিয়ে গুরুতর অভিযোগ তোলেন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বলেন, ''আবাস যোজনার যদি টাকা পেত,তাহলে এই মানুষগুলির মাথায় ছাদ থাকত। এই ভাবে বাড়ি ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হতে হতো না।'' শুধু তাই নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন, ''আশা করি ঠিক হয়ে ওরা বাড়ি ফিরবে। এরা দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। সবার উপর ভরসা রাখতে বলেছি।'' তিনি এও বলেছেন, ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ কারও হাতে থাকে না। নিউরো স্পেশাল হাসপাতাল বলে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এদের বাড়ি নেই। বাড়ি সংসার বিকল্প ব্যবস্থা হবে। প্রাণ চলে গেলে ফেরত আসে না। প্রাণে বাঁচলে আসতে আসতে সব হবে।'' এ প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, ''আবাস যোজনার টাকা যদি আসত তাহলে এই বিপর্যয় দেখতে হত না কোনও ভাবেই। এর উপর মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। গাছ উপড়ে গেছে। ওনারা বিপর্যয়ের মধ্যে রাজনীতি টেনে আনছেন। এখন মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তাঁদের বাঁচানো দরকার।''

পন্ডিত নেহরুর কাছে কাচাথিভু ছিল 'গুরুত্বহীন' একটি 'ছোট দ্বীপ'ঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ কাচাথিভু দ্বীপ ইস্যুতে সরব হলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি এই ইস্যুতে কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন। এস জয়শঙ্কর বলেছেন, পন্ডিত নেহরুর কাছে কাচাথিভু ছিল 'গুরুত্বহীন' একটি 'ছোট দ্বীপ'। তিনি কাচাথিভু ইস্যুটিকে একটি 'অসুবিধা' বলে মনে করেন। তিনি চাননি এই ইস্যুটি সংসদে বারবার উত্থাপিত হোক। কংগ্রেসের মতে সেই 'শিলা' ভারতের কাছে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না!সোমবার সকালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, গত ২০ বছরে ৬১৮৪ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে শ্রীলঙ্কা আটক করেছে এবং ১১৭৫টি ভারতীয় মাছ ধরার জাহাজ শ্রীলঙ্কা আটক করেছে। আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তার প্রেক্ষাপট এটি। গত পাঁচ বছরে, কাচাথিভু ইস্যু এবং মৎস্যজীবী ইস্যু বারবার সংসদে বিভিন্ন দল উত্থাপন করেছে। সংসদে প্রশ্ন, বিতর্ক ও পরামর্শক কমিটিতে তা উঠে এসেছে। তামিলনাড়ুর তকালীন মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বহুবার চিঠি লিখেছেন এবং আমার রেকর্ড দেখায় যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আমি এই বিষয়ে ২১ বার উত্তর দিয়েছি।

ভাঙন ধরল আরএলডি-তে, লোকসভা ভোটের আগে দল ছাড়লেন শাহিদ সিদ্দিকী

পাটনা, ১ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভাঙন ধরল রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)-এ, সোমবার আরএলডি-র সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন দলের জাতীয় সহ-সভাপতি শাহিদ সিদ্দিকী। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি।এক্স মাধ্যমে শাহিদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, আমি নিজের পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রীয় লোক দলের সভাপতির কাছে পাঠিয়েছি। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর অবসান আমি নীরবে দেখতে পারি না। আমি জয়ন্ত সিংজি এবং আরএলডি-তে আমার সহকর্মীদের কাছে কৃতজ্ঞ। জয়ন্ত সিংয়ের উদ্দেশ্যে তিনি জানান, শ্রদ্ধেয় জয়ন্তজী, আমরা দীর্ঘ ৬ বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করেছি এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমি, আপনাকে একজন সহকর্মীর চেয়ে ছোট ভাই হিসাবে বেশি দেখি। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরি করেছি। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কিন্তু, তবে এখন আরএলডি এনডিএ-র অংশ

শোভা জীবকল্যাণ ট্রাস্টের স্বাস্থ্যসচেতন শিবির

নিজস্বসংবাদদাতা,১এপ্রিলঃ রক্তদানজীবন দানমহা দান।এক সামাজিক সংগঠন শোভা জীব কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং চক্ষু পরীক্ষা শিবি। শিক্ষা ভবন কোচিং সেন্টারের সহযোগিতায়, রিষড়া বাঙ্গুর পার্কের সেবক সংঘ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মোট ৪২ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেছেন এরমধ্যে ১২ জন মহিলা এবং ৩০ জন পুরুষ ছিলেন।, ১২ জন মহিলা যার মধ্যে ১৫ জন নতুন রক্তদাতা এই মহতী কর্মে প্রথমবারের মতন রক্ত দান করেন । সমাজসেবা সংস্থার অনেক প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের সদস্য, স্থানীয় সমাজকর্মী এবং যারা উপস্থিত ছিলেন। , এদিনের রক্তদানে উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ দান, গোবিন্দ আগরওয়াল, সংস্থার প্রেসিডেন্ট সানি সিং, রবি রজক, বিনোদ পণ্ডিত, পঙ্কজ প্রসাদ, দিলীপ ভার্মা,রাজ চৌধুরী, রমেশ প্রসাদ, সাহিল সাউ, সুরজ যাদব, বিজয় যাদব, সন্ধ্যা তাঁতি, অঞ্জলি সিং এবং নিরুপমা সিং। এই রক্তদানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন শ্রমজীবী ব্লাড সেন্টার শ্রীরামপুর টিম এর অবদানের জন্য অনেক ধন্যবাদ, সকল মানুষকে এবং সর্বশক্তিমান নিরঙ্কর দাতারকেও ধন্যবাদ। এই রক্তদান শিবির ৩ বছরে ২৪ বার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নবনিযুক্ত ৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র বন্টনের

নয়াদিল্লি,১এপ্রিলঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনঃদন জানাই, অনেক অনেক শুভ ক া ম ন া ও জানাচ্ছি।বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছঃদের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্তঃ হবে আপনাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।

তামিলনাড়ুর স্বার্থে ডিএমকে কোনও কিছুই করেনিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ কাচাথিভু দ্বীপ ইস্যুতে ফের সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তীব্র সমালোচনা করলেন ডিএমকে-র। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে মন্তব্য করেছেন, তামিলনাড়ুর স্বার্থে ডিএমকে কোনও কিছুই করেনি। সোমবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেন, বক্তৃতা ছাড়া, ডিএমকে তামিলনাড়ুর স্বার্থ রক্ষার জন্য কিছুই করেনি। কাচাথিভুতে নতুন বিষয় প্রকাশ্যে আসা ডিএমকে-র মুখোশ পুরোপুরি উন্মোচন করেছে। কংগ্রেস এবং ডিএমকে পরিবারতান্ত্রিক। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের ছেলে-মেয়ের বেড়ে ওঠে নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা অন্য কাউকে গুরুত্ব দেয় না। কাচাথিভুর প্রতি তাঁদের নির্মমতা আমাদের দরিদ্র মৎস্যজীবী এবং বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের স্বার্থের ক্ষতি করেছে।

রাজৌরিতে দেখা মিলল পাকিস্তানি ড্রোনের

রাজৌরি, ১ এপ্রিল ঃ রাজৌরি জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর দুটি আলাদা স্থানে একটি পাকিস্তানি ড্রোন এবং কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করে জওয়ানরা গুলি চালায়। সেনা আধিকারিকরা সোমবার জানিয়েছেন, গত রবিবার রাতে সুন্দরবনী এলাকায.একটি ড্রোন দেখা যায়। সেইসঙ্গে কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধিও চোখে পড়ে। তারপরই গুলি চালায় জওয়ানরা।এক সেনা আধিকারিক জানান, ভারতীয় ভূখণ্ডে জওয়ানরা পাকিস্তানি ড্রোনটিকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। এরপরে ড্রোনটি নিয়ন্ত্রণ রেখার অপর প্রান্তে ফিরে আসে। কেরি সেক্টরে সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে কিছু ব্যক্তি। তাদের সন্দদহজনক কার্যকলাপ দেখে জওয়ানরা আরও কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। এরপর সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে যায়। সেনা আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে উভয় এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে ফের ভাঙন কংগ্রেসে, মোহন যাদবের হাত ধরে গেরুয়া শিবিরে সামিল বিক্রম আহাকে

ভোপাল, ১ এপ্রিল ঃলোকসভা নির্বাচনের আগে ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসে। এবার গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন কংগ্রেস নেতা বিক্রম আহাকে, সোমবার সকালে ভোপালে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ও মধ্যপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি ভি ডি শর্মার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বিক্রম আহাকে। উত্তরীয় পরিয়ে বিক্রমকে তাঁরা স্বাগত জানান।মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি ভি ডি শর্মা বলেছেন, মেয়র বিক্রম আহাকে এবং বিজেপিতে যোগদানকারী অন্যান্য নেতাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি। ছিন্দওয়াড়ায় কমলনাথ ফাঁস হয়ে গিয়েছেন। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের রিপোর্টে কংগ্রেস অফিসে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। ছিন্দওয়ারার মানুষ আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উপজাতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যের পর আসন্ন ভোটে জনগণ তাঁদের (কংগ্রেস) জবাব দেবে।মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেছেন, কমলনাথ ছিন্দওয়ারার অনেক ক্ষতি করেছেন। তাঁর ছেলে এবং কংগ্রেস নেতা নকুল নাথ আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। এতে মর্মাহত হয়ে তিনি (বিক্রম) কংগ্রেসে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি সবাইকে আশ্বস্ত করছি যে আমরা ছি ন্দওয়ারার উন্নযনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ফের স্বস্তি, এবার একধাক্কায় অনেকটাই কমল বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃএপ্রিল মাসের শুরুতেই সুখবর! ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার এবং পাঁচ কেজির ফ্রি-ট্রেড এলপিজি (এফটিএল) সিলিন্ডারের দাম কমল। দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক এবং এফটিএল গ্যাসের মূল্য হ্রাসের কথা জানিয়েছে। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৩০.৫০ টাকা কমানো হয়েছে। এ ছাড়া, পাঁচ কেজির এফটিএল সিলিন্ডারের দামও আগের চেয়ে সাড়ে ৭ টাকা কমানো হয়েছে।মূল্য হ্রাসের পর সোমবার দিল্লিতে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হয়েছে ১,৭৬৪.৫০ টাকা। মার্চ মাসে এই গ্যাসের দাম দিল্লিতে ছিল ১,৭৯৫ টাকা। দাম কমার ফলে কলকাতায় এখন ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের একটি সিলিন্ডারের দাম ১,৮৭৯ টাকা। মার্চে যা ছিল ১,৯১১

পাড়ার মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলেন বিপ্লব মিত্র

ক্ষিণ দিনাজপুর,১এপ্রিলঃপাড়ার কালীমন্দিরে নিষ্ঠা ভরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বালুরঘাটে গেলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা এবং জেলার ভূমিপুত্র গঙ্গারামপুর শহরের দূর্গাবাড়ি পাড়ার বাসিন্দা তথা রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তিনি বালুরঘাট ৬নং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। সোমবার সকালে তিনি পাড়ার কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে বালুরঘাটে উদ্দেশ্যে রওনা হন মনোনয়নপত্র জমা দেওযার জন্য। তার সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের শতাধিক কর্মী সমর্থকরা মন্ত্রী তথা প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সাথে বালুঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। রাজ্যে ৭ দফায় ভোট হতে চলেছে। দ্বিতীয় দফার ভোট হবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে। এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন হরিরামপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ও জেলার ভূমিপুত্র বিপ্লব মিত্র। অপরদিকে বিজেপি থেকে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। প্রার্থী বিপ্লব মিত্র ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে নির্বাচনী প্রচার পর্ব শুরু করেছেন দফায় দফায়। জেলার মানুষের কাছে অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছেন প্রার্থী বিপ্লব মিত্র বলে তিনি জানান। সোমবার পাড়ার কালীমন্দিরে পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে নিষ্ঠা ভরে পুজো দিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, আজ আমাদের পাড়ার কালীমন্দিরে পূজো দিয়ে বালুরঘাটে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের এই পাড়াতে যে কোন বিষয়ে মন্দিরে পুজো দেই। তাই আজকে শুভ কাজে যাওয়ার আগে কালীমন্দিরে নিষ্ঠা ভরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাচ্ছি। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে পুরো জেলার মানুষের আশীর্বাদে আমাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে তা নিয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদী, এবং জেলার মানুষ এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে মমতা ব্যানার্জির হাতে তুলে দিবে টা নিয়ে আমি বিশ্বাসী। এদিন প্রার্থী তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের সাথে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়।

আরবিআই-এর বিবর্তন ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িতঃশক্তিকান্ত দাস

মুম্বই, ১ এপ্রিল ঃএকটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরবিআই-এর বিবর্তন ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বললেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। সোমবার মুম্বইয়ে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৯০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেন, একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হওয়া থেকে প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনার সময় দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বরাদ্দ নিয়ে, আরবিআই বাজার অর্থনীতির জন্য একটি সক্ষমকারী হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে।আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত উদীয়মান প্রবণতাগুলিকে মূল্যায়ন করছে এবং পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সুসংগত থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। শক্তিকান্ত দাস বলেছেন, কোভিড -১৯ মহামারী এবং চলমান ভূ-রাজনীতির বৈরিতা ভারত-সহ বিশ্বের প্রতিটি অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করেছে। এটা সন্তুষ্টির বিষয.যে, এখন আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি শক্তিঃশালী, মুদ্রাস্ফীতি কমছে, আর্থিক সেক্টর স্থিতিশীল, বাহ্যিক সেক্টর স্থিতিস্থাপক এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের জন্য উচ্চ।

গাজিয়াবাদে চশমা তৈরির কারখানায় আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

গাজিয়াবাদ, ১ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের একটি চশমা তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লেগে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। সোমবার গাজিয়াবাদের ট্রনিকা সিটি ইন্ডাস্টিয়াল এলাকার একটি চশমা তৈরির কারখানায় আগুন লেগে যায় এরফলে লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। দমকল বিভাগের কর্মীদের কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।দমকল বিভাগের মুখ্য আধিকারিক রাহুল পাল জানান, সোমবার সকাল ৬টা ৫২ মিনিটে ট্রনিকা সিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার একটি চশমা তৈরির কারখানায় আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। তারপরই দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তিনি আরও জানান, আগুনটি প্রথমে ৪৫০ বর্গ মিটার জায়গায় নির্মিত তিন তলা আবাসনের নিচতলায় শুরু হয়ে

শ্রীলঙ্কাকে কাচাথিভু দিয়েছে কংগ্রেস, আমজনতার কাছে লুকিয়েছে ডিএমকে, কটাক্ষ বিজেপির শেহজাদের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে কাচাথিভু দ্বীপ বিতর্ক ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কাচাথিভু দ্বীপ প্রসঙ্গে এবার কংগ্রেস এবং ডিএমকের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা।তিনি অভিযোগ করেন, কাচাথিভু দ্বীপ শ্রীলঙ্কার হাতে তুলে দিয়েছে কংগ্রেস। আর ডিএমকে কংগ্রেসের সেই কাজকে লুকিয়েছে আমজনতার থেকে। কাচাথিভু দ্বীপের অধিকার যেভাবে শ্রীলঙ্কার হাতে গিয়েছে, তার জন্য কংগ্রেস এবং ডিএমকে উভয়ই দায়ী বলে অভিযোগ করেন শেহজাদ।উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে গিয়ে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী মোদী কাচাথিভু বিতর্কে মুখ খোলেন। এরপর থেকেই এই দ্বীপ নিয়ে প্রায় গোটা দেশ জুড়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যে তামিলনাড়ুতে। কাচাথিভু দ্বীপ প্রসঙ্গে মোদী মুখ খুলতেই এবার কংগ্রেস এবং ডিএমকের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে। বেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারে বেড়েছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬২ টাকা প্রতি লিটারে স্থিতিশীল রয়েছে। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকায়, যেখানে চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৩০ ডলার অর্থাৎ ০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৭.৩০ ডলারে প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩২ বা ০.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৮৩.৪৯ ডলারে লেনদেন করছে।

পুরাতন মালদার যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

মালদা, ১ এপ্রিল ঃ বছর ৩০-এর এক যুবকের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছা।াল পুরাতন মালদায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের কালীতলা বাজার এলাকায়। মৃতের নাম - তাপস দাস (৩০)। বাড়ি মণ্ডল পাড়ায়। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার দূরত্বে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়।পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে দাবি, ওই যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে এনে খুন করা হয়েছে। ঘটনায় অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। খবর

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২এপ্রিল ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৮চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅসীম জীবনের সমৃদ্ধশালী জাঁকজমক উপভোগ করে আপনার জীবনকে আরো মহিমান্বিত করে তুলুন। শুভ দিন **বৃষভ রাশিঃ**আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। সংসারে শান্তি হবে **মিথুন রাশিঃ**নিজেকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। শুভদিন। **কর্কট রাশিঃ**কাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। **সিংহরাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিন আইটেমটি ঠিক করার জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন। **মীন রাশিঃ**আপনি ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আপনার দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্তঃ তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের পরিবারের সদস্যের প্রয়োজন

পরপর দুটি মন্দির ও স্টোর রুমে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ এপ্রিল ঃ পরপর দুটি মন্দির ও স্টোর রুমে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার জগবল্লভপুরে। রবিবার গভীর রাতে জগবল্লভপুরের বাদেবেলিয়া মহিষগোট এলাকায় দুটি মন্দির ও সংলগ্ন একটি স্টোর রুমে ওই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। লক্ষাধিক টাকার সরঞ্জাম ও সোনার গহনা ও টাকা চুরি হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগ পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে আসে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই চুরির বিষয়ে পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ভোলানাথ বেরা বলেন, রবিবার রাতে একাধিক মন্দিরে তালা ভাঙা হয়। কালী মন্দির, শিব মন্দির, ভাঁড়ার ঘরের তালা ভাঙা হয়। ভাঁড়ার ঘরে স্টিলের আলমারিতে ঠাকুরের সোনার গয়না, নগদ টাকাপয়সা এবং দরকারি কাগজপত্র ছিল। সেই আলমারিও ভাঙা হয়। রবিবার বিকেলে আমাদের একটি বৈঠকে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারপরই রাতে এই ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে দেখবে ঘটনায় কারা যুক্ত রয়েছে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চালু রয়েছে জয়নগরের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ এপ্রিলঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে জলের পাইপ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। ঘটনাটি জয়নগর ২ নং ব্লকের নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য ১৯৯৪ সালের ১৯ শে আগস্ট বাম সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী প্রশান্ত কুমার শূর এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। এটি ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ে। এখান থেকে ব্লক হাসপাতাল নিমপীঠ অনেক খানি দূরে তাই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপরে বহু মানুষ নির্ভরশীল কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা খুবই খারাপ বলে অভিযোগ।এ ব্যাপারে স্থানীয় .বাসিন্দারা জানান, হাসপাতালের সামনে নোংরা জল নিকাশি নালা কোনদিন পরিষ্কার হয় না, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সুস্থ রোগী এলে অসুস্থ হয়ে পড়বে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে। তাঁর ওপরে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এলাকার ভেতরে প্রচুর জলের পাইপ ফেলে রাখা হয়েছে, যত্রতত্র ইমারতি দ্রব্য পড়ে আছে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আর এখানে নিয়মিত চিকিৎসক থাকেন না, কখনো থাকেন কখনো থাকেন না,নার্সরাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা সামলান। ওষুধ দেন। বছরের-পর-বছর হাসপাতাল চত্বরে জলের পাইপ পড়ে রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো নজর দেন না

বলে ও অভিযোগ।স্থানীয় .প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, কয়েক বছর আগে এই এলাকায় জলের পাইপের কাজের জন্য রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর মাত্র কয়েক দিনের জন্য এই জায়গাটা চেয়ে ছিলো।আর এখন জল প্রকল্পের কাজের সমস্তটাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এলাকার ভেতরে ফেলে রাখা হয়েছে ফলে বোঝা যাবে না এটা কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি জল প্রকল্পের গোডাউন।এ ব্যাপারে জয়নগর দু'নম্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, নয়পুকুরিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে রাখা জলের পাইপের ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে বারবার বলা সত্ত্বেও তাঁরা এখান থেকে কোন ভাবেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে না ফলে রোগী বা রোগীর পরিবারের অসুবিধা হচ্ছে আমরা তা বুঝতে পারছি।এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবার আমরা জানাবো। তবে সামনের জল নিকাশি নালা পরিষ্কারের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি স্থানীয় ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। এ ব্যাপারে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হলো।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্নীতি ধরে ফেলেছিলেন নন্দকুমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ কলকাতার খিদিরপুরের দিক থেকে হাওড়া যাওয়ার পথে টালি নালার উপরের ব্রীজ পার হলেই যে বাসস্টপটি পড়ে, সেটি হল হেস্টিংস মোড় বাসস্টপ। এই বাসস্টপের পাশেই চোখে পড়ে নোংরা আবর্জনায় ভরা একটি রেলিং ঘেরা জায়গা। এখানে রয়েছে ব্রিটিশ শাসনকালের একটি কুয়ো। আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ পরিত্যক্ত একটি কুয়ো বলে মনে হলেও এটি আসলে একটি ফাঁসির মঞ্চ। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট এখানে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছিল মহারাজ নন্দকুমারকে। ব্রিটিশ রাজশক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন হতভাগ্য নন্দকুমার। ওয়ারেন হেস্টিংসের চক্রান্তে অতি সাধারণ একটি জালিয়াতির মামলায় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রথম আইনি ফাঁসি ছিল এটি।১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্নীতি ধরে ফেলেছিলেন নন্দকুমার, তার জেরে কালেক্টরেটের পদ খোয়াতে হয়েছিল হেস্টিংসকে। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হয়। পরবর্তীতে হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হয়ে কলকাতায় আসেন এবং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করে আদালতে জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করেন। সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। একারণে নন্দকুমারকে ফাঁসির নির্দেশ দিতে তাঁর বিশেষ বিলম্ব হয়নি। নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজারে (বর্তমানে যা হেস্টিংস মোড় নামে পরিচিত) কূপ খনন করে ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়। কুলিবাজার অঞ্চল তখন ছিল জনবিরল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে যে নির্মাণকর্মীরা কাজ করেছিলেন, তাদের কয়েকটি বসতি এখানে ছিল। সেই কুলিদের বসতি থেকেই জায়গাটির নাম হয় কুলিবাজার। আদিগঙ্গা তখন এই অঞ্চলের অনেকটাই নিকটে প্রবাহিত হত। নন্দকুমারের অন্তিম ইচ্ছানুসারে আদি গঙ্গার তীরে তাঁর ফাঁসির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গঙ্গাতীরে কুয়ো খুঁড়ে তার মধ্যে কপিকল ও কাঠের পাটাতন লাগিয়ে উঁচু করে তৈরি করা হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চ। সাধারন জনগন যাতে অপরাধীর অন্তিম পরিণতি স্বচক্ষে দেখতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে খুব শান্ত সৌম্যভাবে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। তাঁকে শেষবার দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ সেখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন। অগনিত মানুষের সামনে নন্দকুমারকে ফাঁসিতে ঝোলানোর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। ব্রহ্মহত্যার সাক্ষী হওয়ায় দলে দলে ব্রাহ্মণেরা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন স্নান করে পাপমুক্ত হবার জন্য। ব্রহ্মহত্যার পাপে কলকাতা কলুষিত হয়েছে এই ধারণায় বহু অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবার কলকাতা পরিত্যাগ করে গঙ্গা পার হয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যান। অনেকেরই ধারনা ছিল শেষ পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ রদ করা হবে, কিন্তু নন্দকুমারের সত্যিই ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় কলকাতার অভিজাত সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তবে পরবর্তীতে নন্দকুমারকে আইনি প্যাঁচে ফেলে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার অভিযোগ ওঠায় মামলাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যায়। সেখানে হেস্টিংস ও এলাইজা ইম্পেকে দোষী সাব্যস্ত করে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু সঠিক বিচারের আর কোনও সুযোগ ছিল না, কারণ মহারাজ নন্দকুমার তার অনেকদিন আগেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়েছিলেন। কুলিবাজারের যে স্থানে নন্দকুমারকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক স্থানটি বর্তমানে চাপা পড়ে রয়েছে আবর্জনার স্তূপে। স্থানীয় মানুষেরা রেলিং ঘেরা জায়গাটি ফাঁসিঘর নামে চিনলেও এখানে কার ফাঁসি হয়েছিল সেই সম্পর্কে কারোরই বিশেষ কোনও ধারনা নেই। স্থানটির গুরুত্ব নির্দেশক সরকারী কোনও বোর্ডও চোখে পড়ে না। নোংরা-আবর্জনা, গাছের ডালপালা, পাতা পড়ে কূপটি অনেকটাই বুজে গিয়েছে। আপাতত মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির মঞ্চ পাবলিক টয়লেটে পরিণত হয়েছে। বাসস্টপের যাত্রী ও স্থানীয় হকারদের সম্মিলিত মূত্রপ্রবাহে সেখানে দাঁড়ানোই দুষ্কর। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ফাঁসির মঞ্চের ছবি তুলতে তুলতে ভাবছিলাম, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। যার ষড়যন্ত্রে হতভাগ্য পুরুষ নন্দকুমারের ফাঁসি হল, সেই হেস্টিংসের নামে এই জায়গাটির

নামকরণ করা হয়েছে হেস্টিংস মোড়। ফাঁসির মঞ্চ থেকে মাত্র ৩০-৪০ ফুট দূরত্বে পূর্তদপ্তরের সৌজন্যে হেস্টিংসের অশ্বারূঢ় মূর্তি বসেছে। মূর্তি ঘিরে রয়েছে যত্ন করে ছাঁটা ফুলগাছ আর পাতাবাহার গাছের শোভা। আর এদিকে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসিমঞ্চে জমছে আবর্জনা, শুকোচ্ছে পাগলের ছেঁড়া কাঁথা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কলকাতার অবোধ বাসিন্দারা তাঁর ফাঁসিমঞ্চ ভাসিয়ে দিচ্ছেন সফেন মূত্রস্রোতে।এসব দেখলেও খারাপ লাগে । মহারাজ নন্দকুমারের বিদেহী আত্মা কতটা কষ্ট পাচ্ছেন তাঁর প্রতি আমাদের এই তাচ্ছিল্য দেখে, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? তাঁর কি এটাই প্রাপ্য ছিল আমাদের কাছে?

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সর্বোচ্চ মালবাহী লোডিং কর্মক্ষমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ অসামান্য পারফরম্যান্স নিবন্ধনের ধারাবাহিক প্রবণতার সাথে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২১১.৫৯ মিলিয়ন টন রেকর্ড মালবাহী লোডিংয়ের সাথে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছর সম্পূর্ণ করেছে। এটি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ মাল লোডিং পারফরম্যান্স। আগের বছরের তুলনায়, এসইআর ৪.৪৩ মালবাহী লোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে।২০২৩-২৪ এর মধ্যে মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উৎপাদনও সর্বোচ্চ হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে, SER ২০২২-২৩ সালে ৪.৫৪ বৃদ্ধির নিবন্ধন করে ১৮,২২৫.৪৭ কোটি টাকার বিপরীতে মালবাহী ট্রাফিকের উপত্তি থেকে ১৯,০৫৩ কোটি আয় করেছে।২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কয়লা লোডিং হয়েছে ৫৩.৩৩ মিলিয়ন টন যা আগের বছরের তুলনায় ৩.২৮ বেশি। লৌহ আকরিক (৫.৭৩), সিমেন্ট (১.১৬), সার (২৭.৫), ধারক (১০.৭৪), ইস্পাত (৩.১৬) এবং POL (১০.৭৬) এর লোডিং যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেট্রোর ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ১৯.৯ বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ সদ্য সমাপ্ত ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে বিপুল পরিমাণ নন-ফেয়ার রেভিনিউ নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে আবারও অসামান্য পারফরম্যান্স করেছে। ১লা এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ৩১শে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত, কলকাতা মেট্রোর NFR আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩.৫৬ কোটি, ২০২২-২৩-এর অঙ্ককে ছাড়িয়ে গেছে ৩৬.৩৩ কোটি। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে মেট্রো এনএফআর হিসাবে ৩.৪৪ কোটি আয় করেছে। রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসরণ করে, মেট্রো রেলওয়ে, ভারতীয় রেলওয়ের ক্ষুদ্রতম অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এই ধরনের উন্নত পরিসংখ্যানের সাথে, কলকাতা মেট্রো আবার এই ফলাফল অর্জনের জন্য একটি প্রধান রেলওয়ে জোন হিসাবে নিজেকে নিবন্ধিত করেছে। কলকাতা মেট্রো, ভারতীয় রেলওয়ের সবচেয়ে ছোট অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি, মূলত যাত্রী উপার্জনের উপর নির্ভর করে। এর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য, এনএফআর আয়ের যথেষ্ট উন্নতির জন্য উদ্ভাবনী পন্থা এবং সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে, কর্পোরেট হাউসগুলিকে কলকাতা মেট্রো প্রাঙ্গনে ব্র্যান্ডিং করতে এবং

মেট্রো রেলওয়েতে ডিসপ্লে, স্টল, কিয়স্ক, ডিজিটাল উদ্যোগগুলি স্থাপন করা যেতে পারে। কর্পোরেট হাউসগুলির সহযোগিতার সাথে মিলিত মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে এই ধরনের অসাধারণ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। নতুন মেট্রো করিডোর খোলার সাথে সাথে এবং এই ধরনের আরও উদ্ভাবনী পরিকল্পনার ধারণা করা হচ্ছে, এটি প্রত্যাশিত যে বর্তমান আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২৪-২৫ সালেও, মেট্রো সমস্ত প্রত্যাশাকে অতিক্রম করতে এবং উড়ন্ত রঙের সাথে বছরের শেষ করতে সক্ষম হবে। আরও কর্পোরেট বিগউইগরা আরও উচ্চতা অর্জনের জন্য মেট্রো রেলওয়ের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কারণ মেট্রো এমন একটি কর্মক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে এই অর্থবছরেও মেট্রো রেলওয়ে বোর্ডের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

তুলিকা স্কুল ওফ আর্ট ও ড্যান্স এর ৪১ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কামারহাটি, ১ এপ্রিল ঃ তুলিকা স্কুল ওফ আর্ট ও ড্যান্স শুরু হয় ১৯৭১ সালে মাননীয় শ্রী সমীর চট্টোপাধ্যায় এর হাত দিয়ে, বর্তমানে এই স্কুলে অঙ্কন, নৃত্য, কবিতা ইত্যাদি শেখানো হয়। স্কুলের অঙ্কন শিক্ষা দেন সমীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক মাত্র কন্যা শ্রীমতি স্মিতা চ্যাটার্জি। কামারহাটির নজরুল মঞ্চে আগামী কাল অনুষ্ঠিত হলো স্কুলের ৪১ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সারা বছরের অঙ্কন, নৃত্য, আবৃতি, শিক্ষার মাঝে একটু বিনোদনের জন্য এই বার্ষিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ভারতীয় ফাইন আর্টস এর সচিব মাননীয় ইন্দ্রজি বসু, দিনোনাথ ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে স্কুলের ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা ও অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীরা।

আরামবাগে মারাত্মক দুর্ঘটনাতে প্রাণ গেল চালকের

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১ এপ্রিল ঃ সপ্তাহের শুরুতেই মারাত্মক দুর্ঘটনা, আর তাতেই প্রাণ গেল চালকের। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়নজুলিতে উল্টে গেল মাটি বোঝাই একটি ট্রাক্টর। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান চালক। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের উচালনের নন্দনপুর ট্রাক্টর ঢাল বাস স্ট্যান্ড এলাকায়। মৃত চালকের নাম বিশ্বজিৎ হেমব্রম। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উচানন এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন বিশ্বজিৎ। পেশায় গাড়ি চালক। সোমবার কাজ না থাকায় সকাল থেকে বাড়িতেই ছিলেন। পরে বন্ধুরা মাটি ফেলার কাজের জন্য তাঁকে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার সময় নন্দনপুর ট্রাক্টর ঢাল বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি লরি তাঁকে সামনে থেকে চেপে দেয়। তখনই ট্রাক্টরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসেন বিশ্বজিৎ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ফলে ট্রাক্টরটি রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। চালক বিশ্বজিতের বুকের মধ্যে চেপে যায় ট্রাক্টরের ইঞ্জিন। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয়দের থেকে ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই তড়িঘড়ি জেসিবি ডেকে ট্রাক্টর সরিয়ে আহত ওই চালককে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় ব্যাপক চঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ভোটের মুখে ভাই দাসের বই মোদি বিতর্কিত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ এপ্রিল ঃ চলন্ত ট্রেনে ট্রেনের কামরায় .হকাররা বিভিন্ন মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করে ! যেমন - বাদাম ভাজা, ঝালমুড়ি, চানা ,চটপটি , সোন পাপড়ি, জলের বোতল- এভাবে অভিনব কায়দায় আসন্ন লোকসভার ভোটবাজারে দেদার বিকচ্ছে হুগলী কৃষ্ণপুর এলাকার জনপ্রিয় লেখক ভাই দাসের মোদির বিতর্কিত বই। যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বেহাল অর্থনীতি, মোদির ঘনিষ্ঠ আদানি ও আম্বানি কোম্পানিকে ঢালাও সুযোগ করে দেওয়া , আবার দেশের রেল স্টেশন গুলিকে বেসরকারিকরণ করে চলেছে । হাওড়া -বর্ধমান রুটে নিজের লেখা পাতলা বই ছড়া কেটে নিজেই বিক্রি করছেন ভাই দাস । কিভাবে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সিবিআই, ই ডি লেলিয়ে দেওয়া, বন্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি কালো টাকা আত্মসা, বছরে ২ কোটি বেকারের মিথ্যা চাকরির প্রতিশ্রুতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৈরিকি করণের মতো অসংখ্য অভিযোগ সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক বইখানি। এই লাইনে নিত্যযাত্রীরা সকলেই চেনেন ভাইকে। বই খানি লোকাল ট্রেনের কামরায় যথেষ্ট সারা ফেলেছে। তাও আবার হিন্দি ও বাংলা দুটি ভাষাতেই লেখা এই বইয়ের দাম ১০ টাকা। যদিও এর আগে ভাই দাসের লেখা একাই একশো মমতা, উন্নয়নের প্রতীক নরেন্দ্র মোদি, তারপর মোদির ভয়ে কাঁপে দাউদ। তার ২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত খাস ছড়ার বই। সেখানে সুপারস্টার অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী থেকে অভিনেত্রী রানী মুখোপাধ্যায় নিয়ে মজার মজার ছড়ার গল্প রয়েছে।

চাষীদের মধ্যে আমের চারা বিতরণ করবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃরাজ্যে আমের ফলন বাড়াতে রাজ্য সরকার প্রতিবছরের মত এবারও চাষীদের মধ্যে আমের চারা বিতরণ করবে। বিভিন্ন প্রজাতির আমের উপাদন বাড়াতে উদ্যান পালন দফতর এবছর আট রকমের প্রজাতির আমের চারা বিতরণের সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আগামী জুন মাসে বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার আগে ১২ লক্ষ আমের চারা বিতরণ করা হবে। উদ্যান পালন দফতর সূত্রে জানা গেছে প্রতিবছর আম চাষীদের সাধারণত মল্লিকা এবং আম্রপালি আমের চারা দেওয়া হয়। অল্প জায়গায় অধিক ফলনশীল ওই সব আমের চারার পাশাপাশি এবার আম চাষীদের আরো ৬ রকমের আমের চারা দেওয়া হবে। যার মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়ার মত বিখ্যাত আমের সঙ্গে সঙ্গে আলফানসো, দোফলা, গোলাপখাসের মত আমের চারাও দেওয়া হবে।

সি ভিজিল অ্যাপ এর মাধ্যমে ২৫৪৬ টি অভিযোগ জমা পড়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ গত কালের ঝড়ে জলপাইগুড়িতে এগারো টি বুথ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেগুলোর মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে আলিপুরদুয়ার এই ঝড়ে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি বলে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী আজ জানিয়েছেন।তিনি আরো জানান দ্বিতীয় পর্বের নির্বাচনে মোট সাতটি মনোনয়ন পত্র জমা পড়েছে। এরমধ্যে দার্জিলিং এ তৃণমূল কংগ্রেস এক, অন্যান্য দুই, নির্দল দুই,রায়গঞ্জে এক এবং বালুরঘাটে এক। উল্লেখ্য এই পর্যায়ে মনোনয়ন পত্র দাখিল এর শেষ দিন ৪ এপ্রিল। এখানে উল্লেখ্য যে সমস্ত ভোটার বাড়িতে ভোট দেবেন তাদের আবেদন করার শেষ দিন আগামীকাল ২এপ্রিল। আগেই জানানো হয়েছে ৮৫ বছর বা তার বেশি ভোটের দের জন্য কমিশন এই ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়াও ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও সুবিধা নিতে পারবেন। শ্রী নিয়োগী আরো জানান সি ভিজিল অ্যাপ এর মাধ্যমে আজ পর্য্যন্ত ২৫৪৬ টি অভিযোগ জমা,পড়েছে। তার মধ্যে২১৪৬টির নিস্পত্তি হয়েছে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জনসভায় উপস্থিত রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, সাংসদ সাজদা আহমেদ, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র পরিষদের নেতা হাসিবুর রহমান প্রমুখ।

খুদে পড়ুয়াদের এক ঘন্টা ক্লাস ও নিলেন নিউবারাকপুর থানার ওসি

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১ এপ্রিল ঃ পুলিশ সমাজের বন্ধু। পুলিশ যখন আবার শিক্ষকের ভূমিকায়। সোমবার সকালে পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের মাসুন্দা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়াদের এক ঘন্টা ক্লাস ও নিলেন নববারাকপুর থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য। বিষয় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও। এছাড়াও শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন থানার ওসি। পাশাপাশি শিশু পাচার ও পথ নিরাপত্তা নিয়ে আলোকপাত করেন থানার পুলিশ। খুদে পড়ুয়ারা বেজায় খুশি ও আনন্দিত । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন থানার এসআই অর্নব মিস্ত্রি, লেডি এএসআই চুমকি সরকার, বাসুদেব রায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ রায় উপস্থিত থানার ওসি সহ পুলিশ আধিকারিক দের সংবর্ধিত করেন।

উত্তরপাড়ার মাখলায় মন্দিরে পূজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ১ এপ্রিল ঃ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বোস হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলায় এসে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুললেন। সোমবার সকালে তিনি মাখলা মানিকতলায় টি এন মুখার্জি রোডে মাতৃকা মন্দিরে মা কালীর মন্দির মা কালীর পুজো দিলেন তিনি মায়ের সামনে বসে হাত জোড় করে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন এবং মায়ের পুজো করেন পুরোহিত তাকে সাহায্য করলেন তারপর মন্দিরের পাশে শিবের পূজো দিলেন মন্দির থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বললেন তারপর শুরু হলো ঢাকের বাজনা সঙ্গে তার প্রচার। প্রার্থীর পাশে বড় করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর বড় কাট আউট ও বেশ কিছু গেরুয়া বেলুন স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী কবির শঙ্কর বসু হাত জোড় করে জনগণের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন চলছে পদযাত্রা চলছে স্লোগান চড়া রোদের মধ্যে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে টি এন মুখার্জি

রোড ধরে প্রার্থীর পদযাত্রা চলছে কখনো কখনো তিনি হাত নারছেন রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা। মাখলা এলাকা শেষ করে উত্তরপাড়ায় যাওয়ার পর প্রার্থীকে সাধারণ মানুষ দেখে হাত নাড়লেন চলছে প্রধানমন্ত্রীর নামে স্লোগান এইভাবে দুপুর পর্যন্ত উত্তরপাড়া হিন্দমাটর পরিক্রমা করলেন দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বেশ কিছু প্রবীণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে বিকাল থেকে শুরু হলো তার নির্বাচনী প্রচার। বিজেপি প্রার্থী কবির শংকর বসু জানালেন আমরা জিতবই পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ টি আসন পাব সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কে আশা করেন ভরসা করেন। ১০০ জিতবো। আমাদের ব্যবহারটাই সব আমি যেখানে বলবেন তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ডিবেটে বসতে রাজি এলাকায় কাকে সারা বছর দেখা যায়। সেটা সবাই জানে। এই পদযাত্রায় বিজেপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যৌথ উদ্যোগে ৭.৫ লক্ষ টাকার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ এপ্রিল ঃ হুগলীর জাঙ্গিপাড়ার দিলাকাশ থেকে আবগারি দপ্তর ও জাঙ্গিপাড়া থানার যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭.৫ লক্ষ টাকার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত হয়। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে আজ বিকালে জাঙ্গিপাড়া থানার দিলাকাশ এলাকায় মা কালি নামে একটি রেস্টুরেন্ট থেকে আবগারি দপ্তর এবং জাঙ্গিপাড়া থানা যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১লক্ষ ৫হাজার লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করলো, এবং মদ তৈরীর বেশ কিছু সামগ্রীও বাজেয়াপ্ত করা হয়, পুলিশ সূত্রে খবর দীর্ঘদিন ধরেই ওই হোটেলে গোপনে চোলাই মদের ব্যবসা চলছিল, এই নিয়ে পুলিশের কাছে বেশ কিছু অভিযোগও জমা পড়েছিল, আজ জাঙ্গিপাড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং আফগারী দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার হল প্রায় ৭.৫ লক্ষ টাকার চোলাই মদ। যেহেতু নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশিকা রয়েছে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এলাকায় অবৈধ মদ জুয়ার ঠেক অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, সেকারণেই পুলিশ এবং আবগারি দপ্তরের এই অভিযান।

পাহাড় ক্লাইম্বিং এর গ্রেডেশন সেরিমনি অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, ইছাপুর, ১ এপ্রিল ঃ নবাবগঞ্জ মাউন্টেন লাভার্স সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার বিকেলে গ্রেডেশন সেরিমনি নামাকৃত একটি অনুষ্ঠান ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালের সালে উত্তর ২৪ পরগণার ইছাপুরে স্থাপিত হয়। মূলত বিভিন্ন পাহাড়ে ক্লাইম্বিং এর জন্য শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং করানো শুরু হয়। সংস্থা সম্পাদক সত্যজি লালা বলেন এবারে পুরুলিয়ায় থালাইচণ্ডী পাহাড়ে ২৭ জন ছেলেমেয়ে প্রথম ধাপে ট্রেনিং এ নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সফলতা অর্জন প্রাপ্তির অগ্রগতির জন্য সম্মানিত করা হয়। এরই পাশাপাশি সংস্থার তরফে আট জন সাইকেল চালিয়ে মায়াপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে একজন মহিলাও ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সফল পর্বতারোহী হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনলাল বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট কৌশিক দাস, দেবরাজ দত্ত উত্তর মেরুর শেষ সীমান্ত নর্থ পোল জয়ী করুনা প্রসাদ মিত্র ও এভারেস্ট জয়ী পর্বত কন্যা পিয়ালী বসাক। যিনি ইতিমধ্যেই ছটি উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন দেশের বিভিন্ন খেলায় যেমন হার জিত আছে কিন্তু এই পাহাড়ে চড়ায় কোন প্রতিযোগিতা নেই,একবার ভুল হলেই মৃত্যু অনিবার্য। পড়াশোনা করেও খেলাধুলা সংস্পর্শে থাকতে হবে, তবেই নিজেদের জীবনে আরও উন্নতি ঘটবে। স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত জনপ্রিয় উক্তি 'গীতা পাঠের থেকে ফুটবল খেলা ভালো'।

নতুন দাঁ কিনে এনে মায়ের গলায় 'কোপ গ্রেফতার গুনধর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১ এপ্রিলঃ কুলতলিতে পারিবারিক অশান্তির জের। হাট থেকে নতুন দাঁ কিনে এনে মায়ের গলায় কোপ মারার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাটিকারি গ্রামে। ইতিমধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মরিয়ম লস্কর। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিঃদা রুহুল্লা লস্করের স্ত্রী মরিয়ম লস্করের সঙ্গে তাঁর ছেলে মোকারাম লস্কর ও বউমার বিবাদ লেগেই থাকত। বাড়ির ছোটখাটো বিষয়েই ছেলে-বউমার সঙ্গে অশান্তি হত মরিয়মের। প্রতিবেশীরা সে কথা জানতেন। কিন্তু দিন দিন সেই অশান্তি বেড়েই চলছিল। রবিবার সকাল থেকেই ওই বাড়িতে অশান্তি চলছিল। কিন্তু রোজকার বিষয় ভেবে খুব একটা আমল দেননি কেউ। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, অশান্তির মাঝেই একবার মোকারামকে বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেন তাঁরা। কিন্তু বিষয়টা বুঝতে পারেননি। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মরিয়মের আর্তনাদ শুনতে পান তাঁরা। জানা গিয়েছে, রবিবার নতুনহাট থেকে একটি ধারাল দাঁ কিনে আনে মরিয়ম। তারপর রবিবার সন্ধ্যায় আবার অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ প্রথমে বা।তিতে থাকা ঠাকুরমাকে আহত করে, তারপর মাকে পুকুরের ঘাটে গলায় কোপ বসিয়ে দেন মোকারম। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে রায়দিঘির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানে গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন মরিয়ম। ঘটনাটি কুলতলি থানায় জানানো হয়েছে। মোকারাম লস্করকে রাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১৯ চৈত্র, ১৪৩০

ভারতের ওপরে পশ্চিমী কূটনৈতিক চাপ

সম্পাদকীয়

ভারতের ওপরে পশ্চিমী চাপ যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে। কানাডায় খলিস্তানপন্থী নিজ্জরের নিহত হওয়ার ঘটনাটাকে ভারতের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কানাডার মাটতে বসে ভারত বিরোধিতা আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছ খলিস্তানপন্থীরা। তাদের সঙ্গে যোগ রয়েছে পাকিস্তানেকর আইএসআই গুপ্তচর সংস্থার। এদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে নিজ্জর একজন কানাডার নাগরিক। তাঁকে ভারতের গোয়েঃদা সংস্থা হত্যা করেছে সেই প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত সেই প্রমাণ কানাডা সরকার দেখাতে পারেনি। কানাডার পরে ইজরায়েল যুদ্ধে ভারত ইডরায়েলের পক্ষ নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলতেই মধ্য প্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলি ভারতের সিদ্ধান্তে একেবারে খুশি নয়। ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, তুরস্ক সবাই কিন্তু পাকিস্তানের পাশে গিয়ে উপস্থিত। পাকিস্তান জঙ্গিদের নিয়ে একটি কথা বলছে না তারা। এমনকী হামাস নিয়ে তারা কোনও কথা বলতে নারাজ। উল্টে তারা হামাসকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইজরায়েলকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করে ভারত বিবৃতি দিতে শুরু করলে প্যালেস্টাইন সমর্থকেরা ভারতের বিভিন্ন দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কাতার ভারতের আটজন প্রাক্তন নৌ অফিসারকে ইজরায়েলের হয়ে গুপচতর বৃত্তি করার দায়ে ফাঁসির সাজা দিলেও ভারতের চাপে তারা নৌ অফিসারদের মুক্তি দিয়েছে। আসলে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতেই ইসলামিক দেশগুলি ভারতকে জব্দ করার কৌশল নিতে শুরু করেছে। এদিকে পশ্চিমী দেশগুলি ভারতরে ওপরে চাপ দিচ্ছে তার কারণ ভারত যেন রাশিয়ার লবি থেকে বের হয়ে এসে পশ্চিমী দেশগুলিকে সমর্থন করে। ভারতের নিরপেক্ষতাকে তারা সুবিধাবাদী নীতি বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তারা ভারতের ওপরে পশ্চিমী চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে জব্দ করতে তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকা। এখন বহু দেশকে বাধ্য করছে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল না কিনতে। জাপান যদিও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনে না। কিন্তু তবুও জাপান কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধকে সমর্থন করছে না। জাপান এবং ভারত চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যেভাবে গোঁ ধরে বসে রয়েছে তাতে ইউক্রেন যুদ্ধ সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। ইউক্রেন যুদ্ধ চলতেই থাকবে। পাশাপাশি ইজরায়েল যুদ্ধ চলতে থাকবে। তার ফলে এখন বিশ্বে দুটো যুদ্ধ ফ্রঃট তৈরি হয়ে গেল। ওদিকে আর একটি যুদ্ধের ফ্রন্ট খুলতে চেষ্টা করছে যুদ্ধবাজরা। তার ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের সীমান্তকে উপলক্ষ্য করে চিনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে দক্ষিণ এশিয়াতে যদি একটি যুদ্ধ ফ্রঃট সৃষ্টি করা যায় তাহলে যুদ্ধ বাজদের বাজার গরম হয়ে উঠবে এবং কোটি কোটি ডলার আয় হতে থাকবে। করোনার পরই পরই যুদ্ধগুলি শুরু হয়েছিল। আফগানে তালিবান জঙ্গিরা গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে জঙ্গি রাজ স্থাপিত হল। আসলে আমেরিকার ওপরে কেউই ভরসা করতে পারছে না। আর আমেরিকাসহ ইউরোপের দেশগুলি ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকবে। ভারত আগে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনতো । তবে সেই পরিমান একেবারে অতি কম। এবারে ভারতকে রাশিয়ার কাছ থেকে বেশি পরিমানে তেল কিনতে হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে বন্ধুত্ব। ভারত রাশিয়া এখন মৈত্রী অটুট রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারত রাশিয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়নি বলে গোঁষা হয়েছে আমেরিকা এবং ইউক্রেনের। ইউক্রেনবাসীরা ভারতের নাম শুনতে চাইছে না। তারা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে রাশিয়াকে কেন এখনও বোঝাতে পারছে না। কিন্তু পুতিন যে কারোর কথা শোনার লোক নন সেটা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ভালো করেই জানেন। তিনি জানেন যে পুতিন কারোর কথায় কান দেবে না। তাঁকে শায়েস্তা করতে পারে একমাত্র অস্ত্র। অস্ত্র দিয়ে পুতিনকে জব্দ করতে হবে। সেই কারণে ইউক্রেন এখন আমেরিকার অস্ত্র নিতে শুরু করে দিয়েছে। জার্মান সরকার ইউক্রেনকে বুলেট সরবরাহ করতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটেন ইউক্রেনকে সেনা এবং অস্ত্র দুই দিয়ে সহযোগিতা করছে। এদিকে জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজে আবে নিহত হওয়ার ফলে ভারতের পাশে প্রকৃত বন্ধু বলে কেউ আর নেই। তবুও জাপনের নয়া প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সিনজে আবের সব প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন। বিশ্বের সকলেই এখন বন্ধুত্ব রাখতে চায় প্রতিশ্রুতি আদায় করে। প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বন্ধুত্ব রাখতে চাইছে আমেরিকা থেকে শুরু করে রাশিয়া পর্যন্ত। রাশিয়া বরাবর ভারতকে সতর্ক করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কালে ভারতের পাশে রাশিয়া এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হলেও রাশিয়া তাতে ভেটো দিয়ে বাতিল করেছিল।

আইন করে হিন্দু ভোটের এমন মেরুকরণ

নরেন্দ্র মোদি সরকারের সদ্য গৃহীত ক্যাবিনেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের মুখে ভারতের নানা রাজ্যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটাতে শুরু করেছে। অসন্তোষের আগুন বইছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম-সহ দক্ষিণ ভারতেরও বেশ কিছু এলাকায়। আইন করে হিন্দু ভোটের এমন মেরুকরণ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ভোটের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর উদ্দেশ্যটি ঘটানো হচ্ছে। ভোট আসলে বড় বালাই। উগ্রর-হিন্দুত্ববাদী সমর্থন আদায় করার জন্য মোদী সরকার এমন একটা কাণ্ড করে বসল যা আদতে শাঁখের করাত। বিজেপি সূত্রে জানতে পারছি, দলের মধ্যেই একটা বড় অংশ এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত। যে-মতুয়া সম্প্রদায়ের দাবিতে এই নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা উঠল, সেই মতুয়াদের মধ্যেই নানা সংশয়। প্রশ্ন, নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য যদি এই আইনের প্রয়োজন হয়, ভারতের আধার কার্ড যদি নাগরিকত্বের পরিচায়ক না হয়, তাহলে মতুয়া গোষ্ঠীর বিজেপি নেতা শান্তনু ঠাকুর- তিনি এতদিন ধরে কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়ে আছেন কী করে? তিনি নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশে পর্যন্ত গিয়েছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার জন্মভিটে প্রদর্শনে। সেই শান্তনু ঠাকুর কি তাহলে অ-নাগরিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী? তিনি কি তাহলে এখন নাগরিকত্ব অর্জন করবেন এই আইনের পর? আর সেটা যদি ওঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তাহলে অন্য মতুয়াদের এই নাগরিকত্ব আইন এখন হঠাৎ করে ২০২৪ সালে প্রয়োজন হল কেন?

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

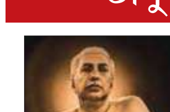

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

ভারত শান্তিকে বিঘ্নিত করে পরমাণু ব্যবহার করবে না

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারত কোনও সময়ে শান্তিকে বিঘ্নিত করে পরমাণু ব্যবহার করবে না। এদিকে জার্মান পরমাণু শক্তি ব্যবহার করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের সব পরমাণু চুল্লি নষ্ট করে দিয়েছে। ভারত সেই পথ ধরে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে পাকিস্তান এবং চিনকে ভারত ভরসা করতে পারছে না। পাকিস্তান যেভাবে ভারতের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে তাতে যে কোনও সময়ে তারা ফাঁক পেলে পরমাণু বোমা ফেলবে না ভারতের ওপরে প্রয়োগ করতে পারে। পাকিস্তানের প্রেসিডেঃটরা অতীতে ভারতের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করতে গিয়ে সীমান্তে বিশাল সেনা সমাবেশ করে সীমান্ত আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। প্রাক্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ে এই কাণ্ড ঘটিয়ে ছিল পাকিস্তান। সেই কথা ভারত ভুলে যায়নি। পাকিস্তানকে ভারত একেবারে বিশ্বাস করতে পারছে না। চিনকে দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পাকিয়ে দেওয়ার তাল খুঁজে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এই আইএসআই ইচ্ছা করেই ভারত পাকিস্তান সংঘাত লাগিয়ে রেখেছে। পাকিস্তানের নাগরিকেরা এখন ভারতের নাগরিক হতে চাইছে। আর সেটাকে ধামা চাপা দিয়ে দেশের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছে পাকিস্তানের সেনা প্রশাসন। পাকিস্তানের সেনা প্রশাসন ব্যরবার ভারতের দিকে তাক করে বলছে যে তাদের পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে তারা পরমাণু অস্ত্রের সাহায্য নেবে। এদিকে ভারত বারবার বিশ্বের কাছে একটি কথা বলে এসেছে ভারতের যে পরমানু রয়েছে তা কেবল শান্তিপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। কারোর ওপরে ভারত পরমাণু হামলা করবে না। এদিকে চিন পাকিস্তানকে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছিল তাপ্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের এখন মাথা ব্যথা হচ্ছে কাশ্মীর নিয়ে। সেখানে যে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে তাতে বেশ কোটি ডলার খরচ হয়ে যাবে। ভারত যেভাবে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন খুবই চিন্তিত। ভারত বরাবর চিনকে আর্থিক করিডর তৈরি করতে নিষেধ করেছে। এদিকে পাকিস্তান আবার চিনকে আর্থিক করিডর তৈরি করতে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। তাতে চিন উভয় সঙ্কটে পড়ে গিয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ব্যাপারটা ভারত পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে অন্য কোনও রাষ্ট্রের নাক গলাবে না বলে রাষ্ট্রপুঞ্জেপ্রস্তাব ঘোষিত হয়েছে। চিন তা মেনে নিয়েছে। এদিকে কাশ্মীর থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তি বাহিনী সীমান্ত থেকে চলে গিয়েছে। ম্যাকমোহন লাইন থেকেও রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী সরে যাওয়ার সিদ্ধানত গ্রহণ করেছে। চিন আবার ম্যাকমোহন লাইনকে স্বীকৃতি দেয় না। চিন বিশ্বাস করে ভারতকে সুবিধা করে দিতে পশ্চিমী শক্তিগুলি ম্যাকমোহন লাইন তৈরি করেছিল চিনকে জব্দ করে দিতে। কিন্তু চিন এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে কথাা বলে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়। এদিকে ভারত থেকে পরিস্কার করে চিনকে বলে দেওয়া হয়েছে তাদের পাকিস্তান নীতি ঠিক করতে হবে। চিনের পাকিস্তান নীতি ভারতের ক্ষতি সাধন করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান সন্ত্রাবাদীরা আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে। সেই সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিন বারবার পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র ঘোষা দিতে বাধা দিচ্ছে। ফলে পাকিস্তান এখন চিনকে পাশে পেয়ে আরও বেশি করে সন্ত্রাসদের পুষতে শুরু করেছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিতে শুরু করেছে।

এদিকে আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। তার ওপরে রয়েছে খাদ্য সঙ্কট। পাকিস্তানে এখন গম নেই। গম না থাকলে পাক জনগণ একেবারে অসুবিধায় পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গমের আকালের মূল কারণ হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। প্রায় একটি বছর হতে চললো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। তার ফলে গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। বিশ্বের গমের সঙ্কট মোচন করতো ইউক্রেন। কিন্তু আজকে সেই ইউক্রেন যুদ্ধের কবলে পড়ে তারা এখন আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে গম উৎপাদনের ওপরে আঘাত এসে

পড়তে শুরু করেছে। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের চুক্তি হয়েছে যে গমের কোনও জাহাজের ওপরে রাশিয়া আক্রমণ চালাবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি না পেলে সেখানকার নাগরিকেরা একেবারে অভুক্ত হয়ে থাকবে। মানবিক কারণে গামের জাহাজের ওপরে রুশ আক্রমণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এখন আর গমের জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করে চলেছে। ইউরোপ যাতে ইউক্রেনের গম না পায় তার কৌসল গ্রহণ করছে। গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে আফ্রিকার দেশগুলিতে। ইউরোপের গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জ্বালানি থেকে শুরু করে খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে সর্বত্র। পাকিস্তানের যে গমের অভাব দেখা দেবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি সেই কারণে তড়িঘড়ি করে রাশিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ যাতে থামানো যেতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেঃট পুতিন তাঁর কথায় কোনও রকমভাবে কর্ণপাত করেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের গমের অভাব দেখা দিয়েছে তার সমাধান করতে ভারতের সাহায্য নিত্থেত পারে পাকিস্তান। ভারতে যথেষ্ট পরিমানে গম উৎপাদন হয়ে থাকে। ভারত যদি পাকিস্তানকে গম দিয়ে সাহায্য করে তাহলে পাকিস্তানের নাগরিকদের কোনও রকম অসুবিধা হবে না। পাকপ্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাশিয়া থেকে ফিরে এসেই ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারত প্রশংসা কেন করছেন পাকপ্রাক্তনপ্রধানন্ত্রী ইমরান খান সেটাকে তলিয়ে দেখতে চাননি পাক সেনাদের কর্তারা। তারা পাক জঙ্গি এবং পাক গুপ্তচর সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে ভারত বঃদনাকারী ইমরান খানকেপ্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিল এবং শাহবাজ সরকার প্রতিষ্ঠা করলো।

পাকিস্তানের কপালে শনি নাচতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরান খান বহুবার চেষ্টা করেছিলেন বোঝাতে কেন তিনি ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন পার্শ্ববর্তী দেশগুলির সঙ্গে শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে কিন্তু পাকিস্তান আগামি দিনে গভীর সঙ্কটে পড়তে বাধ্য হবে। ইমরান খানের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে গদি ছাড়া করে দিল। এবং ইরমানকে ভারতের এজেঃট বলে দিল বিরোধী দলের নেতারা। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ক্রমশ ঘোরালো হতে শুরু করলো। ভারত বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান বহু আর্থিক সহায়তা লাভ করতে থাকে। কিন্তু ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে পরাস্ত করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের শিল্পপতিরা উদার মানসিকতা বহন করে বলে। উদার মানসিকতা বহণ করার ফলে সব দেশেই ভারতীয় শিল্পে প্রবেশাধিকার রয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারকে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। আজকে পাকিস্তানে ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। ভারত বঃদনাকারী ইমরান খান এখন সোচ্চার হতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কোনও কথা বলতে পারছেন না। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে তার কোনও উপায় খুঁজে বের করতে পারছেন না। বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো আন্তর্জাতিক সাহায্যের ওপরে বেশি করে জোর দিলেও এখন আর কোনও ইউরোপ দেশ পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে নারাজ। সব দেশেরই আর্থিক এবং খাদ্য অভাব রয়েছে। করোনা সংক্রমণ এবং রুশয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে একটি গভীর সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। তার হাত থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না পাকিস্তান। ইউক্রেন যুদ্ধ থামলে গম সরবরাহ স্বাভাবিক হতো। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে চিনও পাকিস্তানকে খাদ্য সরবরবাহ করতে পারছে না। কারণ চিন দেশের খাদ্যের অভাব রয়েছে। চিন দেশে এখন যে খাদ্য মজুত রয়েছে তাতে একটি বছর উৎপাদন না করলে তাদের চলবে। তারপরে কী হবে তা নিয়ে চিন যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে চিন এখন কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান কৃষি এবং শিল্প ব্যবস্থার দিকে না তাকিয়ে কেবল মাত্র ভারত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। আমেরিকা খাদ্য সাহায্য করতো। আফগানিস্তানেও আমেরিকা খাদ্য সাহায্য করতো। কিন্তু আমেরিকার খাদ্য সাহায্য গ্রহণ কালে পাকিস্তান নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোনও পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেনি। ভারত যা করতে পেরেছিল তা কিন্তু পাকিস্তান করতে একেবারে অক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল তলোয়ার এবং বঃদুককে সঙ্গী করে। তার ফলে ভারতের বিরুদ্ধে হিংসার রাজনীতির আবহে পাকিস্তানের প্রশাসন ৭৫ বছর অতিক্রম করেছে। কিন্তু ভারত বারবার তাদের নিজস্ব উৎপাদনের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। তার ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে শুরু করেপ্রায়প্রতিটি রাজ্য খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

পাকিস্তানে এত বেশি সঙ্কট তবুও তার মোকাবিলা করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। সেখান একটি শ্রেণি অত্যন্ত বড়লোক বা ধনী। এরাই পাকিস্তানেপ্রশাসনের হতাকর্তা হয়ে বসে রয়েছে। তাদের পরিবারের সদস্যরাই পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত করছে। গণতন্ত্র সেখানে নামে। বারবার পাকিস্তানের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেনারা অভ্যুত্থান করে পাক ক্ষমতা দখল করে। তার ফলে পাকিস্তানের গণতন্ত্র একটি জিজ্ঞাসার মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এখন পাকিস্তানে গম সঙ্কট থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এক প্যাকেট গম বিক্রি হচ্ছে তিন হাজার টাকায়। সরকারি গমের গাড়ি দেখলে তার পিছনে অজস্র লোক ছুটতে শুরু করে দিয়েছে।

অনেক যন্ত্রনা সহ্য করেছেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

কৌশিক দাস

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী তাঁর লেখা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ললিতা তথা মানস। যা অনেকেরই অজানা। নৈহাটির কাঁটালপাড়ার চাটুজ্জেবাড়ির জমিতে বঙ্কিম করলেন চার কামরার বৈঠকখানা। জমিটি বঙ্কিমের পরিবারের নিকটাত্মীয়া দিগম্বরী দেবীর। নিঃসন্তান দিগম্বরী অল্পবয়সে বিধবা হন। তাঁর দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির ভাগ পান বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্র। দিগম্বরীর জমিতে তৈরি এই বৈঠকখানা ঘর হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্য ও নবজাগরণের এক পীঠস্থান। এই ঐতিহাসিক কক্ষে বসেই লেখা হয় 'বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত। এখান থেকেই বেরিয়েছে 'বঙ্গদর্শন 'প্রচার ও 'ভ্রমর পত্রিকা। বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন আড্ডা'-র অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দামোদর মুখোপাধ্যায় নিয়মিত আসতেন এই ঘরে। এই ঘরের ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গীয় নবজাগরণ বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ পর্বের যোগ থাকলেও হারিয়ে গেছে সেই অসহায় বিধবা দিগম্বরী দেবীর নাম, যিনি গোটা চাটুজ্জে পরিবারে পরিচিত ছিলেন 'ছোটো ঠাকুরাণী দিদি' হিসেবে। পরিবারের জীর্ণ দলিল আর চিঠিপত্রে তাঁর নামটুকু কেবল মেলে। মেয়ে খুন, তবু পুলিশ ডাকেননি বঙ্কিমচন্দ্র, কী করে ডাকবেন? অপরাধী যে তাঁরই জামাই। ঘটনা যে আরও কত! বিধবা নাতবৌয়ের বিয়েও মেনে নিতে পারেননি সাহিত্যসম্রাট। বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে একগুচ্ছ অজানা তথ্য রয়েছে আপামর মানুষের অজানা। বঙ্কিমের মা দুর্গাসুন্দরী দেবী, দিদি নন্দরাণী দেবী, বৌদি নবকুমারী দেবী- সকলের ভূমিকাই বঙ্কিমের জীবনে গভীর। বঙ্কিমের মা দুর্গাসুন্দরী শিক্ষিতা ছিলেন না, কিন্তু পাকা গৃহিণী ছিলেন। বঙ্কিম তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের মায়ের চরিত্রটি দুর্গাসুন্দরীর আদলে লিখেছিলেন। বঙ্কিম বলেছিলেন, ছেলেবেলায় মায়ের কাছ থেকে তিনি একটুও নীতিশিক্ষা পাননি- 'কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশি হইয়াছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশি, কাজেই... নীতিশিক্ষা কখনো হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি বলা যায় না'।

বঙ্কিমের দিদি, অর্থা যাদবচন্দ্র-দুর্গাসুন্দরীর একমাত্র কন্যাসন্তান নন্দরাণী দেবী। দুই ভাই সঞ্জীবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে ইনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বিশেষত সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা একটু বেশিই ছিল। বেহিসেবি ও বাউন্ডুলে সঞ্জীবচন্দ্র প্রায়ই অতিরিক্ত দেনার দায়ে পালিয়ে যেতেন কর্মস্থল বিহারের বাঁকিপুরে। সেখানেই তিনি সম্পূর্ণ করেন তাঁর 'মাধবীলতা উপন্যাসটি। নন্দরাণীও মাঝে মাঝে বাঁকিপুরে

গিয়ে থাকতেন। এক বার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে সঞ্জীবচন্দ্রের স্ত্রী নবকুমারী দেবী রাগ করে কাশীধাম চলে যাওয়া মনস্থ করেন। সে যাত্রা নন্দরাণী সামলান। মৃত্যুর আগে কুলপ্রথা অনুযায়ী যাদবচন্দ্রকে অন্তর্জলি যাত্রা করানো হয়েছিল। তিন রাত তিনি নৈহাটির গঙ্গার ধারে একটি ঘরে ছিলেন। সেবার জন্য ছিলেন তাঁর আদরের মেয়ে নন্দরাণী, যাঁকে যাদবচন্দ্র উইল করে নিজের জমি ও বাড়ির একাংশ দিয়ে গিয়েছিলেন। সে দিনের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে যা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমের প্রিয়তম বৌদি, সঞ্জীবচন্দ্রের স্ত্রী নবকুমারী ছিলেন একান্ত দুঃখিনী। স্বামী তো বটেই, ছেলে জ্যোতিশ্চন্দ্রও তাঁকে আজীবন যন্ত্রণা দিয়েছেন। যথেষ্ট প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও সঞ্জীবচঃদ্র চাকরিজীবনে সফল হতে পারেননি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে যোগদান করলেও চাকরিক্ষেত্রে চূড়ান্ত অপমান ও অশান্তির জন্য সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দেন সঞ্জীব। তাঁর সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে পড়ে বঙ্কিমের উপর। খামখেয়ালি, শৌখিন, বেহিসেবি, ঋণগ্রস্ত সঞ্জীবকে নিয়ে স্ত্রী নবকুমারীর মানসিক যন্ত্রণা ছিল অপরিসীম। পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রও মা নবকুমারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন, কটু কথা শোনাতেন। বঙ্কিম এই দুঃখিনী বৌদিকে মায়ের মতো ভক্তি করতেন। ভাইপো জ্যোতিশ্চন্দ্রকে চিঠিতে লেখেন- 'তুমি মাতার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার করো, তাহা কানে শুনা যায় না... এরূপ নরাধমের যে সাহায্য বা তাহাকে যে স্নেহ করে, সেও তাহার ন্যায় নরাধম... তোমার মাতা আমার পূজনীয়া। আমি তাঁহাকে খাইতে অবশ্য দিব। কিন্তু তোমাকে দিব না'। এমনকি পুত্রবধূ মোতিরাণীর সঙ্গেও বনিবনা হত না নবকুমারীর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম স্ত্রী মোহিনী দেবী। বিয়ের সময় বঙ্কিমের বয়স ছিল দশ বছর আর মোহিনীর পাঁচ। মোহিনী ছিলেন গৌরবর্ণা ও তন্বী। ' উপন্যাসের তিলোত্তমা চরিত্রে মোহিনীর ছায়া রয়েছে। মোহিনীর প্রতি বাল্যপ্রণয় বঙ্কিম আজীবন তাঁর জীবন থেকে মুছতে পারেননি। বালিকাবধূ বাপের বাড়ি গেলে বঙ্কিমকে আটকে রাখা অসম্ভব হত। বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে পারতেন না বঙ্কিম। প্রায় প্রত্যেক রাতেই সকলে ঘুমোলে শ্বশুরবাড়িতে এসে গোপনে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতেন। আবার খুব ভোররাতে বাড়ি ফিরে পড়তে বসে যেতেন তিনি। দাদা সঞ্জীবচন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতেন- 'বঙ্কিম কি সারারাত ধরেই পড়ছিল?' মোহিনীকে বাপের বাড়ি থেকে প্রচুর গয়না দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিমের সাধ, নিজের টাকায় বৌকে গয়না গড়িয়ে দেবেন। স্কলারশিপের টাকায় মোহিনীর জন্য এক জোড়া সোনার কানের দুল ও চুলের কাঁটা গড়ে উপহার দিয়েছিলেন বঙ্কিম। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়ে বঙ্কিমের প্রথম পোস্টিং হয় যশোরে। সেখান থেকে কাঁটালপাড়ায় স্ত্রীকে চিঠিতে লিখলেন- 'তোমাকে শীঘ্রই আনাইব।' কিন্তু সেই সুযোগ আর আসেনি। মাত্র ষোলো বছর বয়সে অজানা জ্বরে মোহিনীর মৃত্যু হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন একুশ। মোহিনীর মৃত্যুশোক বঙ্কিম আজীবন অন্তরে বয়েছেন। এর পর দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন তিনি। বিয়ের পর অনেক অলঙ্কার দিলেও মোহিনী দেবীর দুটি কানের দুল ও সোনার কাঁটাটি বঙ্কিম স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীকে তখনই দেননি। বলেছিলেন- এ দুটি আমার কাছেই রইলো। যেদিন তোমায় ভালোবাসব সে দিন দিব। মেয়ে শরকুমারীর জন্মের পর, ১৮৬৪ সালে এক দিন নৌকোয় যেতে যেতে রাজলক্ষ্মী দেবীকে সেই অলঙ্কার স্বহস্তে পরিয়ে দেন বঙ্কিম। রাজলক্ষ্মী ছিলেন বঙ্কিমের যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী।

ভারত সতর্ক চিনের আচরণে

চিনের আচরণ নিয়ে ভারত সতর্ক। চিন যেভাবে অণাচলপ্রদেশকে তারে অংশ বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আমেরিকা বাধা দিতে শুরু করেছে। রাশিয়া এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। চিনের যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া নয়, ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আমেরিকা। সেই কথাও এখন আমেরিকা তুলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বেশি ভয় হচ্ছে চিনকে। চিন তার আগ্রাসী নীতি ত্যাগ করছে না। চিনের চেয়ারম্যান ভারত সফর করলেও চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা তাদের স্বার্থের দিতে তাকিয়ে কাজ করবে। সেখানে কোনও রকম আপোষ করা হবে না। ভারতকে আমেরিকার সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা বন্ধ করে দিলে চিন ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করার কথা ভাবতে পারে। ভারত কিন্তু চিনের এই কথাকে একেবারে বিশ্বাস করতে পারছে না। চিন বরাবরই চেষ্টা করছে ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার। সেটা করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের শিল্পপতিরা আন্তর্জাতিক জুড়ে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। তার ফলে ভারতের বিদেশি মুদ্রা জমতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের শিল্পপতিদের চিন দেশে শিল্প গড়তে এক সময়ে আহ্বান করেছিল চিন সরকার। তারপরে হঠাৎ করে চিন একেবারে এ ব্যাপারে চুপ হয়ে গেল। চিন সরকার থেকে বলা হয়েছে যে ভারত তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসা

করতে শুরু করে দিয়েছে। সে ব্যাপারে চিনের কাছ থেকে আগাম কোন অনুমতি গ্রহণ করেনি ভারত। তাইওয়ানের সঙ্গে যাদের ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে চিন তাদেরকে এড়িয়ে চলবে। তাদের সঙ্গে মৈত্রী রাখবে না। এদিকে চিনের রাশিয়ার মৈত্রী থাকলেও চিন কিন্তু পরোক্ষভাবে রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠুক এটা চায় না। তারণ রাশিয়া শক্তিশালী হলে চিনের বিপদ বৃদ্ধি পাবে। এশিয়ার ওপরে আদিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে চিন। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে আগামি দিনে বিশ্বের বড় দেশগুলি সারা পৃথিবীর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে। তার মধ্যে রয়েছে চিন, রাশিয়া এবং আমেরিকা। এই তিনটে দেশ সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে চিন চেষ্টা করছে এশিয়া ভূখণ্ডের ওপরে তাদের আধিপত্য বিস্তার রাখতে। সেখানে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছে জাপান এবং ভারত। জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে কোয়াড তৈরি করে চিনের অগ্রগতিকে একেবারে রুখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি কোয়াড তৈরি করতে সহযোগিতা করেছিলেন। সেখানে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান এবং আমেরিকা ছিল। এই কোয়াড ক্রমশ শক্তিশালী জোটে পরিণত হতে থাকে। এই জোটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে চিনের অগ্রগতিকে রুখে দাও যা চিন একেবারে অপচ্ছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন সাগরে চিনের আধিপত্যকে একেবারে অস্বীকার করতে থাকে জাপান। সেখানে সেনা মহড়ার আয়োজন করেছিল জাপান। সঙ্গে ছিল ভারত এবং আমেরিকা। চিন সরকার এটাকে ভালো নজরে দেখেনি। এদিকে শিনজো আবে নিহত হলে চিনের রাজনৈতিক সুবিধা পেয়ে গেল। তবে বর্তমান জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শিনজো আবের কথাকে মান্যতা দেওয়া হবে। শিনজো আবের পথ ধরে চলবে বর্তমান সরকার। চিন সরকার চুপ করে রয়েছে। তারা এই ব্যাপারে একটি কথাও বলতে চাইছে না। জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিয়েছেন।

অনুবাদ পত্রিকার 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান'
'সোনালী ঘোষাল সারস্বত সম্মান'

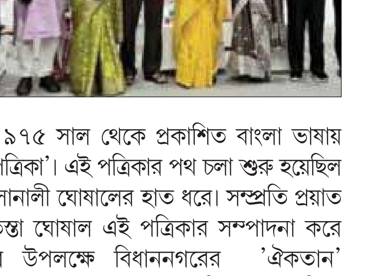

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য ধারার নাম অনুবাদ সাহিত্য। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ নিজের ভাষায় অনুবাদ করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় সেই 'অনুবাদ সাহিত্যের' কদর আজও সমান গুরুত্বের। এই ভিন্নধারার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এবার এ রাজ্যের অনুবাদকদের সম্মানিত করল ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র পত্রিকা 'অনুবাদ পত্রিকা'। এই পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল বৈশম্পায়ন ঘোষাল ও তাঁর স্ত্রী সোনালী ঘোষালের হাত ধরে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাঁরা। এখন কন্যা বিতস্তা ঘোষাল এই পত্রিকার সম্পাদনা করে চলেছেন। পত্রিকার ৫০ বছর উপলক্ষে বিধাননগরের 'ঐকতান' অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ভাষা সংসদ ও অনুবাদ পত্রিকা আয়োজিত 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' ও 'সোনালী ঘোষাল স্মৃতি সারস্বত সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান। 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট অনুবাদক নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব বিশ্বাস ও অনুরাধা মহাপাত্রকে। ' ঘোষাল স্মৃতি সারস্বত সম্মান' পান শ্যামল ভট্টাচার্য, নন্দিতা ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, মায়া সিদ্ধান্ত(পত্রিকা সম্পাদনা) ও সাহিত্যিক সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে।পত্রিকার সম্পাদক ও কর্ণধার বিতস্তা ঘোষাল বলেন অনুবাদ চর্চা ও অনুবাদকের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবার লক্ষেই তাঁদের এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য অকাদেমীর আঞ্চলিক অধিকর্তা দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ, সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক জয়ন্ত দে, মনোবিদ দেবাঞ্জন পান, আইনজীবী কল্লোল বসু,আইনজীবী রম্যানী ঘোষাল, রাপূর্ণা বুটিকের বিপাশা ঘোষাল, গ্রিন ফ্রাওয়ারের শেখ রেজাউল করিম, অনুবাদ পত্রিকা ও ভাষা সংসদের সহ-সম্পাদকবিবেক চট্টোপাধ্যায় সহ বিদগ্ধজনেরা। অনুষ্ঠানে মনোরম আলেখ্য পরিবেশন করেন শুভ্রা সেনগুপ্ত, বাসব বসাক,রাখী সরকার ও তাপস রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন বিবেক চট্টোপাধ্যায়।

মন্দা তাঁতশিল্পে, অধিকাংশ মানুষই যোগ দিয়েছেন অন্য কাজে

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১ এপ্রিল ঃ লকডাউনের পর থেকে তাঁতের ব্যবসায় মন্দা, আর তাই পেটের টানে তাঁতের কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন এলাকার অধিকাংশ তাঁতি, পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের কালেখাতলা এক পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাবুইডাঙ্গা এলাকায় প্রায় ৫ হাজার মানুষের বসবাস, অধিকাংশ মানুষই তাঁতের সাথে যুক্ত ছিলেন। লকডাউনের পর থেকে সেই তাঁতের ব্যবসায় মন্দা শুরু হওয়াতেই, অধিকাংশ লোকই তাঁতের ব্যবসা ছেড়ে কেউ ধরেছেন ফুলের ব্যবসা, কেউ করছেন চাষাবাদ, আবার কেউবা পাড়ি দিয়েছেন ভিন রাজ্যে। তবে সমস্ত ভোটেই রাজনৈতিক দলের নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। সামনেই লোকসভা ভোট আসন্ন, আর ইতিমধ্যেই আসা শুরু হয়েছে নেতাদের, মিলছে প্রতিশ্রুতিও কিন্তু স্থানীয় এলাকার তাঁত শিল্পীদের জন্য কোন ব্যবস্থাই নেই বলে জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল দেখা গেল তাঁতের ঘরে তাঁত বন্ধ করে সেখানে ঝুলানো রয়েছে পিঁয়াজ। যেই সাংসদ হোক না কেন স্থানীয় তাঁত শিল্পীদের জন্য কিছু একটা ভাবুক এমনই চাইছেন এলাকাবাসী।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১ এপ্রিল ঃ সোমবার ভোরে চালসার এক বেসরকারি হোটেলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালে পাদ্রী কুঠির বাসিন্দারা পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য ওই হোটেলের সামনে জড়ো হন। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকী, তৃণমূলের নেতা দীপক ভুজেল। তাঁরা এসে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা ফের সেখান থেকে চলে যান। জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকী বলেন, এদিন এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জলের স্থায়ী সমাধানের আবেদন করতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের বিষয়টি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রায় বছর চারেক আগে এলাকাবাসীকে পানীয় জলের পরিষেবা দেওয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের তরফে কাজ শুরু হয়। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর হঠাৎ করেই সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

সিএ লাগু হবার পর মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে গান বাঁধলেন বিজেপি প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ সিএ লাগু হবার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কালনায় প্রচারে এসে গান বাঁধলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার। গানের সুরে তিনি বলেন শোনো মমতা জানটি সিএ লাঘু করা আমার মোদীজির গ্যারান্টি, যাতে ৫ কোটি উদ্বাস্তু পাবে নাগরিকত্বের শান্তি, সিএ লাগু করা আমার মোদীজির গ্যারান্টি। পাশাপাশি দুর্নীতি করলে সিবিআই ইডির কেউ ছাড়বে না, তারা কোর্টের নির্দেশেই কাজ করছে। পাশাপাশি রোদ থেকে বাঁচতে এবং দেহের কোলেস্টেরল কমাতে মোদী কেয়ারের ঘি খেতেও বিরোধী প্রার্থীদের পরামর্শ দেন এই দিন তিনি। পাশাপাশি নিজের দলের পূর্বস্থলী উত্তরের ভোটের বিজেপি প্রার্থী গোবর্ধন দাসের তার প্রতি মন্তব্য নিয়েও মুখ খোলেন এদিন তিনি, এদিন বলেন, বিহারে যদি রাব্বি দেবী ফোর পাস করে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, সেই নিয়ে তো গোবর্ধন বাবু প্রশ্ন তোলেন না। ভোটের টিকিট না পাওয়ায় গোবর্ধনবাবুর ব্যথাটা বেরিয়ে পড়েছে।

"কোনো মাইকা লাল নেই সি.এ. কে আটকায়" এগরায় বলেন অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১ এপ্রিল ঃ এগরা শহরে নির্বাচনী প্রচারে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। বিজেপির কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে প্রচারে করেন তিনি। রবিবার রাত্রি ৮ টা নাগাদ এগরা পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাজারে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন। তারপর এগরা শহরের দিঘা মোড়ে কর্মীদের সঙ্গে চা চক্রে অংশগ্রহণ করেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কোন মাইকা লাল নেই যে সিএকে আটকায়। মতুয়া ভাই বোনের জন্য এই আইন তৈরি করা হয়েছে। এত মিথ্যা কথা কেন বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। এত পাপ করবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পাপের ঘরা পূর্ণ হয়ে এসেছে আপনার, এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী আক্রমণ করলেন অগ্নিমিত্র পল। পাশাপাশি যে সমস্ত বিডিও এসডিওরা নিরপেক্ষ কাজ করছেন না তাদের উদ্দেশ্যে সাবধানতা অবলম্বন করতে বললেন মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্র পল।

রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক গৃহবধূ, সন্ধান পেতে ভাগীরথী নদীতে নামানো হয় দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের। রবিবার রাতে কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা পল্লবী ঘোষ ব্যানার্জি নামক এক বছর ৩০ - এর গৃহবধূ গৌরাঙ্গ সেতুর কাছ থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ওই গৃহবধূর মোবাইল এবং একটি ব্যাগ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে ভাগীরথীর পাড়ে মোবাইল ও ব্যাগ রেখে সম্ভবত গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে পারে ওই গৃহবধূ। সোমবার দুপুর থেকে গৃহবধূর খোঁজে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন ভাগীরথী নদীতে স্প্রিড বোট নিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু নিখোঁজ গৃহবধূর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর ওই গৃহবধূ ও তার স্বামী অভিজিত ঘোষ কৃষ্ণনগরের একটি রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে কাজ করতেন। জানা যায়, রবিবার ধুবুলিয়ার বিধানপল্লীর সাব সেন্টারে গিয়েছিলেন টাইপ করতে। বিকেল ৪ টা নাগাদ কৃষ্ণনগরের বাড়ির পথে রওনা দিলেও বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়েন বধূর স্বামী অভিজিত ঘোষ। রবিবার রাত ৮.৩০ টা নাগাদ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনের মাধ্যমে জানতে পারেন গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে রয়েছে মোবাইল। সেই মতো রবিবার রাতেই রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের অন্যান্যরা কর্মীরা ছুটে আসেন নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে। সেখানে বধূর মোবাইল ও ব্যাগ টি উদ্ধারের পাশাপাশি কোতোয়ালি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অপরদিকে নিখোঁজ বধূর খোঁজ পেতে সোমবার দুপুর থেকে নবদ্বীপ থানার পুলিশের উপস্থিতিতে ভাগীরথী নদীতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা।

টোটো দুর্ঘটনায় মৃত্যু স্কুল ছাত্রীর, গুরুতর আহত বাবা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ টোটোতে করে বাবা স্কুল ছাত্রী তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াভহ দুর্ঘটনার কবলে পরে। বেরুবাড়ি সংলগ্ন হাড়গিলা পুকুর এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য। গুরুতর আহত অবস্থায় বাবা ও মেয়ে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে ছাত্রটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। স্কুল ছাত্রী তনবির রবিদাস ও বাবা বিনোদ রবিদাস, জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ি এলাকায় বাসিন্দা বলে জানা যায়।

লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিধিভঙ্গের অভিযোগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারিত করার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের মুখে বিধিভঙ্গের অভিযোগে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজত কিশোর দে'কে অপসারিত করার নির্দেশ হলো রাজ্যপালের তরফ থেকে। রবিবার রাতেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আচার্য তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি.বি. আনন্দ চিঠি পাঠিয়েই এই নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার বিষয়টি জানাজানি হতেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে। তৃণমূল পরিচালিত সংশ্লিষ্ট ছাত্র ও শিক্ষা সংগঠনের একাংশ কর্মকর্তারা রাজ্যপালের এই ভূমিকা নিয়েও ধিক্কার জানিয়েছেন। নির্বাচন চলাকালীন বিধি বঙ্গের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা সেই ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ওয়েবকুপার কর্মকর্তারা। তৃণমূল পরিচালিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার রাজ্যের সহ-সভাপতি তথা বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. মনিশংকর মন্ডল জানিয়েছেন, সম্প্রতি তৃণমূলের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের এই সংগঠনের কনভেনশনকে ঘিরেই নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল। যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । কোনরকম নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করা হয়নি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠটুকু ব্যবহার করা হয়েছিল। তাও আচার্য তথা রাজ্যপাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি কমিটির নির্দেশ মেনে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের পোর্টালেও এই সম্মেলন করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ওয়েবকুপার কনভেনশনের অজুহাত দেখিয়েই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারিত করা হলো। এই ঘটনায় আমরা রাজ্যপালের ভূমিকায় ধিক্কার জানাচ্ছি। উল্লেখ্য, গত শনিবার (৩০ মার্চ) তৃণমূল পরিচালিত অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার একদিনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১৭০০ জন প্রতিনিধি সামিল নিয়েছিলেন। আর এই ঘটনায় নির্বাচন বৃদ্ধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস ও বিজেপি। তারপরেই সরিয়ে দেওয়া হল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রজত কিশোর দে'কে। যদিও উপাচার্যের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো পর্যন্ত মোট সাতজন উপাচার্যর বদলি হলো। যার মধ্যে প্রথম থেকে রয়েছেন উপাচার্য গোপা দত্ত, এরপর অচিন্ত্য বিশ্বাস, গোপাল মিশ্র, স্বাগত সেন, চঞ্চল চৌধুরী, শান্তি ছেত্রী এবং পরবর্তীতে রজত কিশোর দে। গত ১৬ বছরের ব্যবধানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনো পর্যন্ত মোট সাতজন উপাচার্যের বদলি হলো। যদিও এই ব্যাপারে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উপাচার্য অপসারিত হওয়ার পর নতুনভাবে সেই জায়গায় কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিয়েও চলছে বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন।

শ্রীখোল বাজিয়ে চমক সুজাতার, 'পুতনা রাক্ষসী-সূর্পনখা' কটাক্ষ বিজেপি-র

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ১ এপ্রিল ঃ দোল মেলায় কীর্তনের আসরে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে শ্রীখোল বাজিয়ে আসর মাতিয়ে নিজেকে রাধিকার সাথে তুলনা করলেন সুজাতা। এই ঘটনায় কটাক্ষ বিজেপির। দোল মেলায় কীর্তনের আসরে দর্শকদের মন ভরালেন বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। দু'হাত তুলে কীর্তনের তালে তালে নাচলেন আবার শ্রীখোল বাজিয়ে চমক দিলেন সুজাতা। শেষে নিজেকে রাধিকার সাথে তুলনা করলেন সুজাতা। তাঁর কথায় যেন বৃন্দাবনে রাধিকা তাঁর মতই নেচেছিল। বিষ্ণুপুর লোকসভার ওন্দার দোলমেলার অনুষ্ঠানে এসে এমন মন্তব্য করলেন তিনি। 'মহিলা পাগল হয়ে গিয়েছে। কোনদিন নিজেকে পুতনা রাক্ষসী না সূর্পনখা বলে ফেলে', কটাক্ষ বিজেপির। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিষ্ণুপুর লোকসভার মাটি কাঁপিয়ে নানান চমকপ্রদ অভিনব প্রচার করে প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁকে জিতিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতে বিষ্ণুপুর লোকসভা তুলে দিয়েছিল সুজাতা মন্ডল। সেই সুজাতা এবার তৃণমূলের প্রার্থী। লড়াই বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন স্বামী বিজেপির সৌমিত্রর সঙ্গে। এবারও মানুষের কাছে গ্রহন যোগ্যতা বাড়াতে সেই পথ অনুসরণ করে সকলের নজরে আসতে প্রচারে নেমে নানান চমক দেওয়া শুরু করে ভোটারদের মন জয় করতে মরিয়া বিষ্ণুপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী। তার প্রচারের চমক অনেকটা পিছনে ফেলেছে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্রকে বলছেন অনেকেই। রবিবার রাতে ওন্দা দোলমেলায় কীর্তনের আসর কাঁপিয়ে দিলেন সুজাতা। দলের নেতা কর্মীদের নিয়ে দোলমেলায় ঘুরে কখনও চপ বিক্রি করলেন। আবার কখনও কাঠের জ্বালে গরম কড়াই তেলে পাঁপড় ছাঁকলেন আবার বিক্রিও করলেন। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ের মেলায় সুজাতার এই জনসংযোগ রীতিমত হিট। এখানেই শেষ নয় দোলমেলার নাম সংকীর্তনের আসরেও নেমে দু'হাত তুলে কীর্তনের তালে তালে নেচে উঠলেন। দর্শকদের উৎসাহিত করলেন। দু'হাত তুলে ঘুরে ঘুরে কীর্তনের তালে তালে নাচতে নাচতে কাঁধে তুলে নেন শ্রীখোল। সেই শ্রীখোল বাজিয়ে ভক্তদের আরও বেশী করে উৎসাহিত করলেন সুজাতা। এদিন সুজাতা বলেন নাম সংকীর্তনের আসরে তিনি যখন নাচছিলেন রাধিকাও এইভাবেই তার মত বৃন্দাবনে নেচেছিলেন। নিজেকে রাধিকার সঙ্গে তুলনা করে ফের যেন সুজাতা বিতর্কে জড়ালেন। তাঁর এই বক্তব্যের পরে সুজাতার দাবি, রাধা যেমন কৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পন করেছিল আমিও বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি। রাধার মত সকল কিছু ত্যাগ করে বিষ্ণুপুরের জন্য কাজ করতে এসেছেন। সুজাতার এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। এই বিষয়ে সৌমিত্র খাঁ - এর বক্তব্য পাওয়া না গেলেও বিজেপি জেলা সভাপতি তথা ওন্দার বিজেপি বিধায়ক অমর নাথ শাখার প্রতিক্রিয়া, 'আজ নিজেকে রাধা ভাবছেন কাল নিজেকে শ্রীদেবী- হেমা মালিনী ভাববেন। কোনদিন আবার নিজেকে পুতনা রাক্ষসী আর সূর্পনখা না ভেবে বসেন। আসলে মহিলা পাগলামি শুরু করেছেন'।

ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি পরিদর্শনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি পরিদর্শনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার সকালে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখান থেকে সড়কপথে জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। জলপাইগুড়িতে পৌঁছে তিনি ঝড়ে মৃতদের পরিবার ও আহতদের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করবেন। যদিও এদিন ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারকাজে সন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাকে। বিপর্যয়ের খবর পেয়েই রাজ্যপালের তরফে রাজভবনে ২৪ ঘন্টার কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়। রাজভবনের তরফে কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে রাতেই তারা যোগাযোগ করা হয়। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় গতকালের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হযেছে এলাকার অনেক কৃষকের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা ভুট্টা নষ্ট হয়েছে। প্রচুর বাসিন্দার ঘড়বাড়ি ক্ষতি হয়েছে অনেকে বর্তমান গৃহহীন। বর্তমানে কোথায় থাকবে এই নিয়ে চিন্তায় বাসিন্দারা। কয়েকশো বাসিন্দা বর্তমানে গৃহহীন। বর্তমানে তারা নিঃস্ব। অনেকে জানান কাল থেকে খাওয়া নেই।

ছাত্রীদের কুপ্রস্তাবে অভিযুক্ত অধ্যাপককে বের করে বিভাগীয় দফতরে তালা দিল সহপাঠীরা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১ এপ্রিল ঃ সোমবার বিদ্যা ভবনের বিভাগীয় দফতরে তালা মেরে দিলেন নির্যাতিতের সহপাঠীরা। এর আগে শান্তিনিকেতন মহিলা থানায় অভিযোগ করেছেন ছাত্রীরা। পাশাপাশি, আই সি সিতেও অভিযোগ জানিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাদের বক্তব্য শোনার জন্য নির্দিষ্ট তারিখও দিয়েছে। এই ব্যাপারে সদ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত জন সংযোগ আধিকারিক মলয় সূত্রধর বলেন, তিনি এব্যাপারে কিছুই জানেন না। সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান ওয়াসিফ আহমেদ ফোন ধরেন নি। এদিন কয়েকজন ছাত্রী মুখ ঢেকে প্রতিবাদে সামিল হন বিনয় ভবনে। পাশাপাশি, তাঁদের সহপাঠীরা বিভাগ থেকে অভিযুক্ত অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লা মোল্লাকে বের করে তালা মেরে দেন। সংবাদ মাধ্যমকে নির্যাতিতা ছাত্রীরা বলেন, আমাদের কেউ কেউ এই বিভাগে ছয় বছর ধরে আছি। আমরা আজকে কয়েকজন এসেছি। আগামীতে আরও ছাত্রী আসবেন। আমরা এই অধ্যাপকের বহিস্কার চাই। এই অধ্যাপক কুইঙ্গিত করা মেসেজ ছাড়াও বাজে ভাবে আমাদের শরীরে স্পর্শ করতেন। মেসেজ করে পরীক্ষায় ব্যাক ক্লিয়ার করার জন্য কু ইঙ্গিত দিতেন। আমরা উনার বহিস্কার চাই। ভবিষ্যতে যেন কেউ এরকম পরিস্থিতির শিকার না হয়। যদিও অভিযুক্ত অধ্যাপক আবদুল্লা মোল্লা হাতে মেসেজের প্রিন্ট আউট নিয়ে বলেন, দেখুন। কী খারাপ আছে? আমি বুঝতে পারছি না। এরা আমার বিরুদ্ধে কেন এমন অভিযোগ করছে। আমার মনে হয়, এদের পরীক্ষার গার্ড ছিলাম আমি। ওদের রাগ, এই বিভাগের কমপালসরি পেপারে ওরা ফেল করেছে। এই পেপারের প্রশ্ন পত্র ডিপার্টমেন্ট বানায় না এবং খাতাও দেখে না। ওরা সাজিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

ব্রিজের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ মালদার হবিবপুর গাজোল ব্লকের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে টাঙ্গন নদী। দীর্ঘদিন ধরে গাজলের রানীগঞ্জ ও হবিবপুর ব্লকের জগন্নাথপুর, রাধাকান্তপুর এলাকার মানুষের দাবি এখানে একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হোক। ব্রিজ না থাকার কারণে হয় নৌপথে না হলে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পূরণ হয়নি। এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিব এর দ্বারস্থ হয়েছেন ব্রিজের দাবিতে গ্রামবাসীরা। গত পঞ্চায়েত ভোটে ফ্রিজ ও রাস্তার দাবিতে গ্রামবাসীরা ভোট বয়কট করেছিল। দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই তার দামামা বেজে গেছে। তারা ভোট দিতে নারাজ। আগে ব্রিজ রাস্তা হবে তারপর ভোট। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা। অপরের উপর দোষারোপের পালা বিজেপি ও তৃণমূল। এরই মধ্যে গ্রামবাসীরা পুরস্কার জানাচ্ছে যতক্ষণ রাস্তা ও ব্রিজের কাজ না হবে ততক্ষণ তারা ভোট দেবে না।

অগ্নিকান্ড, পুড়ে ছাই জমির ফসল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হলো ৩০ থেকে ৩৫ বিঘা গমের জমি। মালদা জেলার গাজোল ব্লকের বাবুপুর অঞ্চলের কালবৈশাখী আবহাওয়ায় একাধিক কৃষকের গমের জমি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হলো, ঘটনা তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে এলাকায়। কৃষক সূত্রে এমনটাই জানা যায় যে বাবুপুর জলঙ্গা গ্রামে দীপ কল সংলগ্ন কৃষকের গমের জমিতে কে বা কাহারা সিগারেট বা বিড়ি খেয়ে ফেলে দেয়। তা থেকে আগুন লেগে কৃষকের জমি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ বিঘা জমি ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। এরপর গ্রামবাসী ও কৃষকরা গমের জমিতে আগুন লাগা চোখে পড়তেই, তড়িঘড়ি দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। আতঙ্কে গ্রামবাসী মিলে জল দিয়েই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বড়সড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেল আর সকল কৃষকেরা। গম চাষি কৃষকরা আরও জানান তারা ঋণের বোঝা মাথায় করে গম লাগিয়েছিলেন লাভের আশায়। কৃষকদের এখন মাথায় হাত। গমচাষিরা জানান তাদের এই ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে সরকারি আর্থিক সহায়তা করলে কিছুটা রক্ষা পেতেন তারা।

লন্ডভন্ড কোচবিহার, ঝড় কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ কয়েক মিনিটের ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। ঝড়ে কবলিতদের পাশে দাঁড়াতে ঝড় কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা। সোমবার ঝড়ে কবলিত মরিচবাড়ি খোলটা এলাকা পরিদর্শন করলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। তৃণমূলের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়, বিজেপি জেলা সভাপতি সুকুমার রায় সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরাও সেখানে পৌঁছায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি প্রশাসনিকভাবে তারা যাতে দ্রুত সহযোগিতা পায় সেই বিষয়ে ঝড়ে কবলিত মানুষদের আসক্ত করেন তারা। গত রবিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যায় ঘূর্ণিঝড়। সেই ঝড়ে মাথাভাঙ্গা এক নম্বর ব্লক এবং কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকশো বাড়িঘর সহ ভেঙ্গে যায় বহু গাছ। ঝড়ের তাণ্ডবে আহত হয়েছে অনেকে। অনেকে মাথা গুজোর ঠাঁই টুকুও হারিয়েছে। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, গতকাল রাতেই ঝড়ে কবলিত এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা এবং কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকে সব থেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যাদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ত্রিপল দেওয়া হয়েছে এবং টেম্পোরারি কিচেন তৈরি করে তাদের খাওয়া- দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেহেতু রোজার মাস চলছে তাই সকাল হওয়ার আগে ভোররাতে যারা রোজা করছে তাদের খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে টেম্পোরারি কিচেন চলবে। এছাড়াও বেশ কিছু এলাকায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফসলের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১ এপ্রিল ঃ মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। প্রাক্তন দুই সভাপতি মৃণাল সরকার ও গৌতম দাস সহ তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর তিন ভাই, ইটাহারের বিধায়ক মোসারফ হোসেন, কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল। এছাড়াও ছিলেন জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার দুপুরে বালুরঘাটে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন বিপ্লব মিত্র। সব নথি খতিয়ে দেখার পর জেলাশাসকের হাতে মনোনয়নপত্র তুলে দেন বিপ্লব মিত্র। এরপর বালুরঘাট শহরে মিছিল করেন তিনি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিপ্লব মিত্র। তিনি বলেন, 'সবাই আমরা একসঙ্গে আছি। একসঙ্গেই কাজ করছি। এটাই তৃণমূল কংগ্রেস। যখন লড়াই হয় তখন সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকে। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না।' এদিন তৃণমূলের মনোনয়নকে ঘিরে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী।

সোমবারও আবার উত্তপ্ত কোচবিহার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১ এপ্রিল ঃ রবিবার সন্ধ্যেবেলা দিনহাটা থেকে কোচবিহার ফেরার পথে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা তোপ দেগেছেন কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকে। সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে সোমবারও ফের উত্তপ্ত কোচবিহার। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জেলার কিছু অংশে বাড়তি নিরাপত্তাব্যবস্থা করা হয়েছে। উদয়নবাবুর অভিযোগ, তাঁর গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়েছে। তাতে তিনি নিজে, তাঁর আপ্ত সহায়কও অল্প জখম হয়েছেন। এনিয়ে ঘুঘুমারি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। তৃণমূলের অভিযোগ, নিশীথ প্রামাণিকের মিছিল থেকে এই হামলা ঘটেছে। প্রতিবাদে পথে বসে অবরোধে শামিল হলেন তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কোচবিহারের বিজেপি প্রার্থী একটি ভিডিওতে এ নিয়ে সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন উদয়নবাবু ও তৃণমূলের ওপর। ৬ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে নিশীথ প্রামাণিক অভিযোগ করেছেন, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর ও ঘনিষ্ঠদের ওপর তৃণমূল লাগাতার হেনস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটে। এদিন সকালে খড়িবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-237/ 2023-24 (3 rd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT-238/2023-24 (2 nd Call), WBMAD/ DKM/CP/ e-NIT-239/2023-24 (2 nd Call), WBMAD/DKM/ CP/e NIT-242/2023-24(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/ e-NIT-246/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-248/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-250/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-251/2023-24, WBMAD/DKM/ CP/e-NIT-252/2023-24, WBMAD/DKM/CP/ e-NIT- 253/ 2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-254/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 255/ 2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-256/ 2023-24 (2 nd Call), WBMAD/ DKM/CP-NIT-257/2023-24(2 nd Call), WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 268/ 2023-24 (2 nd Call) & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-274/2023-24(2 nd Call). Bid Submission closing date (Online):-15/04/2024 instated of 30/03/2024 and Bid Submission opening date (Online) 18/04/2024 instated of 02/04/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড

(পূর্বে বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN: L34202WB1986PLC040542
রেজি. অফিসঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
ওয়েবসাইট ঃ www.qcml.in । ইমেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in
। টেলিফোন ঃ ০৩৩-৬৬২৫ ১০০০

অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভা (EGM) বৃহস্পতিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ১১.০০ এ ডাকা হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ (SEBI LODR) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য সময়ে সময়ে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং SEBI দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি পড়ে। ইজিএম-এর জন্য প্রক্সি নিয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে না এবং তাই, প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেনডেন্স স্লিপ সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং ইজিএমের বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।

ইজিএম-এ যোগদানের লগইন বিশদ সহ ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সোমবার, ১ এপ্রিল, ২০২৪ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা এর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন। MCA সার্কুলার এবং SEBI সার্কুলার অনুসারে তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে। সভায় যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ইজিএম চলাকালীন ই- ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা কাস্টিং ভোটে অংশগ্রহণের পদ্ধতি সভার বিজ্ঞপ্তিতে সরবরাহ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি বা ওএভিএম- এর মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। ইজিএমের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.qcml.in- এও পাওয়া যাবে। এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https://www.evotingindia.com

এই বিষয়ে, সদস্যদের অবগত করা হচ্ছে যেঃ

ক) কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০২৪, সোমবার ইজিএম-এর নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।

খ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ৯ টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ বিকাল ৫ টায় শেষ হবে।

গ) ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ হবে বৃহস্পতিবার, ১৮ এপ্রিল, ২০২৩।

ঘ) যে সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ইজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।

ঙ) যদি ইজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা কোনও ভোট দেওয়া হয় এবং একই শেয়ারহোল্ডাররা যদি ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশ না নেন, তবে এই ধরনের শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া ভোটগুলি এর সুবিধা হিসাবে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। মিটিং চলাকালীন ই-ভোটিং শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডারদের জন্য উপলব্ধ সভায় যোগদান।

চ) সদস্যরা নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সভা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে ভিসি/ ওএভিএম মোডে EGM-এ যোগ দিতে পারেন। ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে ইজিএম-এ অংশগ্রহণের সুবিধা কমপক্ষে ১০০০ সদস্যকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে উপলব্ধ করা হবে। এর মধ্যে বড় শেয়ারহোল্ডার (২ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ারহোল্ডিং ধারণকারী শেয়ারহোল্ডার), প্রবর্তক, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, পরিচালক, মূল ব্যবস্থাপক কর্মী এবং অন্যান্য পরিচালকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না যারা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতা ছাড়াই এজিএমে যোগদান করতে পারবেন।

ছ) আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে যা এর বিধিগুলির সাথে পঠিত হয়েছে। শ্রী তরুন গোয়াল, একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং A ২৫২৫৫) কে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য এবং ভোট যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সভা চলাকালীন একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ই-ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা হয়।

জ) ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগ মিঃ রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল,) সেঃট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডের কাছে সম্বোধন করা যেতে পারে। এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পার্ল (পূর্ব), মুম্বই- -৪০০০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com বা টোল ফ্রি নম্বরে একটি ইমেল পাঠান ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
স্বা /- ভাবনা আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১ এপ্রিল, ২০২৪

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী লেজার রশ্মি উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা

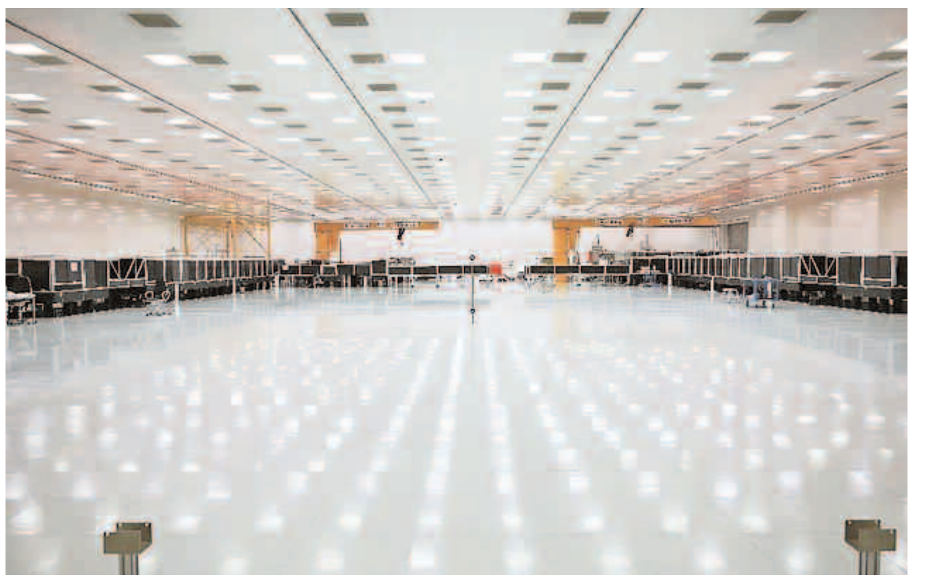

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী লেজার রশ্মি উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এরই মধ্যে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের একটি গবেষণাকেন্দ্রে লেজার রশ্মিটির সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। শক্তিশালী এই লেজার রশ্মির মাধ্যমে চোখের সার্জারি থেকে শুরু করে মহাকাশের নানা বিষয়ে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই লেজার রশ্মি চার্পড পালস অ্যামপ্লিফিকেশন (সিপিএ) প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করেছেন ২০১৮ সালে পদার্থে নোবেলজয়ী ফ্রান্সের বিজ্ঞানী জেরার্ড মুরো ও কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। ২০০০ সালের দিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইএলআই প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই লেজার রশ্মি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী লেজার রশ্মি উদ্ভাবনের পর বিজ্ঞানী মুরো বলেন, আমরা একটি ছোট বীজ থেকে শুরু করেছিলাম। বিন্দু পরিমাণ শক্তি থেকে সেই শক্তি এখন লাখ গুণ বেড়েছে। বর্তমানে শক্তিশালী এই লেজার রশ্মির মাধ্যমে পারমাণবিক বর্জ্যের তেজস্ক্রিয়তার সময় কমাতে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। এ ছাড়াও মহাকাশে জমে থাকা বর্জ্য ধ্বংসের কৌশল নিয়েও কাজ চলছে। জানা গেছে, শক্তিশালী এই লেজার রশ্মিতে এক ফেমটোসেকেন্ডে ১০ পেটাওয়াট শক্তিমাত্রায় পৌঁছাতে সক্ষম লেজার রশ্মি রয়েছে। ১০ সংখ্যার পর ১৫টি শূন্য বসলে ১০ পেটাওয়াট শক্তি মেলে। আর ১ ফেমটো সেকেন্ড মানে ১ সেকেন্ডের ১০০ কোটি ভাগের ১০ লাখ ভাগ। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এই লেজার রশ্মি পরিচালনা করছে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠান থ্যালেস। প্রতিষ্ঠানটির লেজার সলিউশনের ব্যবস্থাপক ফ্রাঙ্ক লেইব্রেইচ বলেন, অসাধারণ মাত্রায় শক্তি পেতে ৪৫০ টন ওজনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এই গবেষণাকেন্দ্রে হাই-টেক ভবনের জন্য ৩৫ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সব সময় শক্তিশালী লেজার তৈরি করার জন্য আগ্রহী। ১৯৮০-এর দশকে লেজার রশ্মির মাধ্যমে দেয়াল ধ্বংস করা যেত না। শক্তির মাত্রা বাড়াতে বিজ্ঞানী মুরো ও গবেষক স্ট্রিকল্যান্ড চার্পড পালস অ্যামপ্লিফিকেশন নামের একটি কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। এই কৌশলে লেজারের আলোর তীব্রতা নিরাপদ থাকে, কিন্তু শক্তি বৃদ্ধি হয় অনেক গুণ বেশি। এই কৌশল কাজে লাগিয়েই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী লেজার রশ্মি তৈরি করা হয়েছে।

কুকুর কি মানুষের ভাষা বোঝে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা

কুকুর কি মানুষের ভাষা বোঝে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। তবে নতুন এক গবেষণায় জানা গেছে, মানুষ যেসব শব্দ করে, তার অনেক কিছুর অর্থই কুকুর বুঝতে পারে। এত দিন ধারণা করা হতো, কুকুর শুধু আদেশধর্মী শব্দ, যেমন যাও, ওঠো, বসো ইত্যাদি শব্দ বুঝতে পারে। কিন্তু নতুন এক গবেষণায় কুকুরের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য পেয়েছেন গবেষকেরা। তাদের মতে, কুকুরের জগৎ অন্যরকম। মানুষের ব্যবহার করা অনেক শব্দের অর্থ খুব সহজেই বুঝতে পারে কুকুর। কুকুরের মস্তিষ্ক আদেশমূলক শব্দের বাইরেও অনেক শব্দের সারমর্ম বুঝতে পারে।

হাঙ্গেরির ইওটভস লোরান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী মারিয়ানা বোরোস বলেন, আমি মনে করি সব কুকুরের মধ্যেই ভিন্ন ধরনের ক্ষমতা আছে। গবেষণার ফলাফল আমাদের ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে আরও বুঝতে সহায়তা করবে। বিজ্ঞানীরা অনেক বছর ধরেই কুকুর শব্দের অর্থ শিখতে পারে কি না, তা জানতে আগ্রহী। ২০২২ সালের একটি গবেষণায় জানা যায়, কুকুরের মালিকেরা মনে করেন তাঁদের সঙ্গী প্রাণী ১৫ থেকে ২১৫ শব্দের অর্থ বুঝে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। নতুন এ গবেষণায় মানুষের কথা কুকুরের মস্তিষ্কে কী প্রভাব রাখে, তা নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। নতুন এ গবেষণায় ১৮টি কুকুরের মালিক তাঁর পোষা প্রাণী নিয়ে অংশ নেন। গবেষণা চলাকালে প্রতিটি কুকুরকে বল, স্যান্ডেল, ফ্রিসবি, রবারের খেলনাসহ পাঁচটি পরিচিত বস্তুর ছবি দেখানো হয়। এরপর কুকুরদের বিভ্রান্ত করার জন্য হাতে ফ্রিসবি বা অন্য পরিচিত বস্তু নিয়ে বলা হয় 'এই যে বল'। পরীক্ষার সময় গবেষকেরা নন-ইনভেসিভ ইলেক্ট্রো এনসেফালোগ্রাফি বা ইইজির মাধ্যমে কুকুরের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। যখন বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে মানুষের কথা মিলে যায়, তখন কুকুরের মস্তিষ্কে ভিন্ন আলোড়ন দেখা গেছে।

কারেন্ট বায়োলজিতে কুকুরের মানুষের ভাষা বোঝার ক্ষমতা নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যে শব্দজ্ঞানের স্নায়বিক প্রমাণ পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

বিজ্ঞানী বোরোস বলেন, আমরা বলতে চাই না, কুকুরেরা মানুষের মতো শব্দ বোঝে। এ বিষয়ে আরও কাজ করতে হবে। কুকুর নির্দিষ্ট বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু চিনতে পারে না। কুকুর যে বল দিয়ে খেলে, তা চিনতে পারে। কিন্তু অন্য বল বা ফ্রিসবি সামনে আনলে কুকুর তেমন গুরুত্ব দেয় না।

শ্রীলঙ্কায় আটকে থাকা তামিলদের ফেরাতেই কাচাথিভু দেওয়া হয় শ্রীলঙ্কাকে ঃ চিদাম্বরম

শিবগঙ্গা, ১ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে কাচাথিভু দ্বীপ নিয়ে সরগরম জাতীয় রাজনীতি। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এই দ্বীপ চলে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার হাতে। এই অভিযোগ তুলে কংগ্রেস ও ডিএমকে-কে তুলোধনা করছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে এবার সাফাই দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম। চিদাম্বরমের দাবি, বিজেপির পুরো অভিযোগই ভিত্তিহীন। প্রধানমন্ত্রী মোদী যে অভিযোগ তুলছেন তা সাম্প্রতিকতম আরটিআই-এ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ২০১৫ সালের ২৭ জানুয়ারি তথ্যের অধিকার আইনে বলা হয়েছিল কেন ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে এই চুক্তি হয়েছিল। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সীমানা অনুযায়ী দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার পাশে ছিল। চুক্তি অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধী ওই দ্বীপটিকে শ্রীলঙ্কার অন্তর্গত করান, কারণ ৬ লক্ষের বেশি তামিল মানুষ তখন শ্রীলঙ্কায় আটকে ছিলেন। এই চুক্তির মাধ্যমে তাঁরা এই দেশে আসতে পেরেছিলেন। এখন তাঁরা

স্বাধীনভাবে এই দেশে বাঁচতে পারছে। প্রসঙ্গত, এই চুক্তির মাধ্যমে রাতারাতি কাচাথিভু দ্বীপটি শ্রীলঙ্কার হয়ে যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কাচাথিভু দ্বীপ নিয়ে বাকযুদ্ধের পিছনে রয়েছে দক্ষিণের ভোট রাজনীতি। যদিও এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম বলেন, কাচাথিভু দ্বীপ বিতর্ক লোকসভা নির্বাচনে আইএনডিআই জোটকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করবে না।

বহিঃরাজ্যে পাচারের পথে চুরাইবাড়িতে বাস থেকে উদ্ধার প্রায় ৪ লক্ষ টাকার গাঁজা, ধৃত সহ বিহারের পাঁচ যুবক

চুরাইবাড়ি (ত্রিপুরা), ১ এপ্রিল ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানার রুটিন তল্লাশিতে ফের গাঁজা উদ্ধার। সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ ধর্মনগর থেকে অসমের করিমগঞ্জগামী দুটি মিনি বাস থেকে গাঁজা সহ ৫ পাচারকারীকে আটক করল চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। তাদের সাথে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এ বিষয়ে থানার ওসি সমরেশ দাস জানিয়েছেন, চুরাইবাড়ি থানার রুটিন তল্লাশিতে এএস ০১ এফসি ২৫৩৫ এবং এএস ২৪ সি ৬১৭১ নম্বরের দুটি বাস থেকে মোট ৫ জন সন্দেহভাজন লোককে আটক করে পুলিশ। তাদের তল্লাশি চালিয়ে প্রথম বাস থেকে দুই এবং দ্বিতীয় বাস থেকে তিনজনের কাছ থেকে মোট ১৯ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। দ্বিতীয় বাসের তিন যাত্রীর শরীরে বাঁধা অবস্থায় ছিল গাঁজা। ধৃতরা হল সুভাষ কুমার (২৭), রাঘব কুমার (১৮), গোলু কুমার (১৯), শিব কুমার (২৫) ও জিতেন কুমার (২৭)। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি বিহারে। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য ৪ লক্ষ টাকা হবে বলে থানার ওসি জানিয়েছেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ধৃতদের আগামীকাল মঙ্গলবার জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বিলোনিয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী আশিস সাহার নির্বাচনী প্রচারে শামিল বাম নেতারাও

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ১ এপ্রিল ঃ শাসক বিজেপি দলের সাথে টক্কর দিতে নির্বাচনী ময়দানে ইন্ডি জোট মনোনীত প্রার্থী আশিসকুমার সাহা। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইন্ডি জোট প্রার্থী আশিসকুমার সাহা। ইন্ডি জোট প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বিজেপি,আইপিএফটি ও তিপ্রা মথা দলের জোট প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব। ইন্ডি জোট প্রার্থীর সমর্থনে ভোটারদের কাছে গিয়ে ভোটের আবেদন করতেও দেখা গিয়েছে বামপন্থী সহ কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের। ইন্ডি জোট প্রার্থীর সমর্থনে বাম কংগ্রেস একসাথে নির্বাচনী প্রচারের মিছিল মিটিং সভা চলছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায়। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী আশিসকুমার সাহা বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী প্রচারে নেমে ভোটের আবেদন জানান বিলোনিয়াবাসীর কাছে। সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় নির্বাচনী প্রচার। সাথে ছিলেন বাম কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। এদিন প্রথমে সকাল ৮টায় বনকর নদীর উত্তর পারে পথসভা দিয়ে শুরু হয় এই দিনে নির্বাচনে কর্মসূচি,এরপর হুটখোলা গাড়িতে রোড শো করে বিলোনিয়া শহর পরিক্রমা করেন এক নং টিলাতে হয় পথসভা। পরে সেখান থেকে রোড শো করে আর্য কলোনীতে হয় পুনরায় অনুরূপ পথসভা। এদিনের পথ সভা এবং রোড শোতে প্রার্থী আশিসকুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমএর বিলোনিয়ার দুই বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ও অশোক মিত্র। তাছাড়া সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশিস মজুমদার সহ সিপিআইএম ও কংগ্রেসের নেতা এবং কর্মী সমর্থকরা।

ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতা দেখে রাগে অগ্নিশর্মা বাঘবাসার বিধায়ক

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১ এপ্রিল ঃ এলাকার অসুস্থ রোগীদের খোঁজখবর নিতে জেলা হাসপাতালে এসে হাসপাতালের অব্যবস্থা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাঘবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ। ঘটনা রবিবার রাতে ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালের।

এ বিষয়ে বিধায়ক বলেন, তিনি জেলা হাসপাতালে রোগী দেখতে এসে বিভিন্ন ওয়ার্ডে যান। সেখানে তিনি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ও আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখেন। এইগুলি পরিস্কার করার কোন লোক নেই।

তিনি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য হাসপাতালের নার্সদের কাছে মেডিক্যাল সুপারের ফোন নম্বর চান। কিন্তু তাঁরা ফোন নম্বর দিতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি এক চিকিৎসকের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলেন। তিনি আগরতলায় থাকায় ফোনে বিধায়ককে জানিয়েছেন হাসপাতাল পরিষ্কার করার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা এই কাজ করে দেবেন। এর পর তিনি দাঁড়িয়ে থেকে জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিষ্কার করান।

বিধাযক বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের দায়িত্ব ঠিকঠাক মতো পালন করলেও জেলা হাসপাতালকে পরিস্কার রাখার উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করছেন না। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন।

যা এর আগে কখনও হয়নি। বিগত সরকারের আমলে ২৫ বছর শুধু মিছিল মিটিং করে সময় কাটানো হয়েছে। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এখন থেকে দিনে তিন বার হাসপাতাল পরিষ্কার রাখতে হবে। অন্যথায় তিনি এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের সঙ্গে কথা বলে এর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাজেয়াপ্ত ১৯ কেজি গাঁজা, আটক দুই মহিলা অটোযাত্রী

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১ এপ্রিল ঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের সাফল্য পেল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। রবিবারের পর সোমবার আবারো নাকা পয়েন্টে গাড়ি তল্লাশি করে উদ্ধার হল গাঁজা। সোমবার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় জাতীয় সড়কের হাওয়াইবাড়িতে পুলিশি নাকা পয়েন্টে অটো রিকশা থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৯ কেজি শুকনো গাঁজা। নাকা পয়েন্টে অটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায়, চম্পকনগর থেকে দুই মহিলা তেলিয়ামুড়া আসবেন বলে গাড়িতে উঠেন। পুলিশ গাঁজা সহ দুই মহিলাকে আটক করে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত গতকাল রবিবার তৃষাবাড়ি নাকা পয়েন্ট এবং রাতে হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টেও গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শিক্ষক স্বল্পতায় পঠনপাঠন লাটে বাঘন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১ এপ্রিলঃ কয়েকমাস ধরে শিক্ষকশিক্ষিকা বিহীন অচল অবস্থায় চলছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত বাঘন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাতর্বিভাগ।

জানা গেছে, এই বিদ্যালয়ের প্রাতর্বিভাগের ইনচার্জ সঞ্জয় পুরকায়স্থ বর্তমানে দুমাস ধরে শিলচরের (অসম) একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন। শিক্ষিকা মুর্শিদা পারভিন মেডিক্যাল লিভে আছেন এবং তৃতীয় শিক্ষক জয়দ্বীপ চক্রবর্তী যিনি স্কুলে না গিয়ে প্রতিদিন কদমতলা এলাকায় মদমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতিতে স্কুলের প্রাতর্বিভাগে পঠনপাঠন সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ। জানা গেছে, প্রতিদিন সকালে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসলেও তারা শিক্ষকশিক্ষিকাদের না পেয়ে স্কুল সংলগ্ন এলাকায় যে যার মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৃষি জমির জলে খেলা করছে শিশুরা। এরপর স্কুলের সময় পার হয়ে গেলে তারা প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরছে। অভিভাবকহীন অবস্থায় এই সকল ছাত্রছাত্রীর কোনও অঘটন ঘটলে এর দায় কে নেবে? এ বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক জানিয়েছেন, এই বিদ্যালয়ে দুপুরের বিভাগ ঠিক থাকলেও প্রাতর্বিভাগ সম্পূর্ণ অচল। তিনি বলেন, শিক্ষকশিক্ষিকা থাকা সত্ত্বে তাঁরা নেই।

মাঝেমধ্যে তিনি সহ অন্য এক শিক্ষক গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন আগে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল তিনি দিয়ে গেছেন।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের এই বেহাল অবস্থা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

Name Change
I RAMESH HELDER, S/O PASHUPATI HALDER, R/O UTTAR DEOYARAK PASCHIM PARA, DIAMOND HARBOUR, PIN-743375, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH HALDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT RAMESH HALDER AND RAMESH HELDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Basanta Dujari (old name) S/O Late Gokul Nath Dujari, residing at 27/2, Sri Hariram Goenka Road, P.O.- Burrabazar, P.S.- Posta, Kolkata-700007, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Basant Kumar Dujari (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Basant Kumar Dujari (new name) and Basanta Dujari (old name) both are same identical person.

Name Change
I GAUTAM GANGULY, S/O LATE SHYAMAKANTA GANGULY, R/O FA PURBA ABASAN, G-3, 1582/3, RAJDANGA MAIN ROAD, RUBY, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOUTAM GANGULY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT GOUTAM GANGULY AND GAUTAM GANGULY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Kurban Qureishi & Kurban Kureshi (old name) S/O Ajimulla Kureshi, residing at Radhadasi, Panchpara, P.S.- Sankrail, Dist- Howrah, Pin- 711317, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kurban Ali Kureshi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Kurban Ali Kureshi (new name) and Kurban Qureishi & Kurban Kureshi (old name) both are same identical person.

Name Change
I DIPANWITA MANDAL, S/O DAYAL CHANDRA HORE, R/O 25/1, KHUDIRAM BASU SARANI, NEAR ELEMENT COMPLEX, PS NIMTA, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPANWITA HORE MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT DIPANWITA MANDAL AND DIPANWITA HORE MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Alimuddin Qureishi (old name) S/O Kurban Ali Kureshi, residing at Radhadasi, Panchpara, P.S.- Sankrail, Dist- Howrah, Pin-711317, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Alimuddin Kureshi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Alimuddin Kureshi (new name) and Alimuddin Qureishi (old name) both are same identical person.

Name Change
I SANGEETA KUMARI SINGH, D/O SURENDRA PRASAD SINGH, R/O Q NO -3K/87, BARIATU HOUSING COLONY, BARIATU, RANCHI, JHARKHAND, PIN- 83400, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGEETA SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT SANGEETA SINGH AND SANGEETA KUMARI SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Vikash Kumar Pandey (old name) S/O Late Binoy Kumar Pandey, residing at AE- 638, Sector-1, Salt Lake, P.S.- Bidhannagar (North), Bidhannagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700064, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Vikash Pandey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Vikash Pandey (new name) and Vikash Kumar Pandey (old name) both are same identical person.

Name Change
I MUSTAFA BHILWARAWALA, SON OF ZAKIUDDIN BHILWARAWALA, RESIDING AT EKTA FLORAL BLOCK-2, FLAT-6A, 27 CHRISTOPHER ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSTAFA Z BHILWARAWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024.THAT MUSTAFA BHILWARAWALA AND MUSTAFA Z BHILWARAWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Pravakar Mallik (old name) S/O Kanai Mallik, residing at Vill- Sonatikri, P.O.- Baburchak, Kultali, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743349, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Provakar Mallik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Provakar Mallik (new name) and Pravakar Mallik (old name) both are same identical person.

Name Change
I MONISHA ROY, WIFE OF ANIRBAN ROY, RESIDING AT DEBALAYA, BERCHAMPA, NORTH 24 PARGANAS - 743424,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONISHA SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024.THAT MONISHA ROY AND MONISHA SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I Nazibul (OLD NAME), Son of Md Aftar Ali, Residing at Vill & P.O.- Deganga, ps- Deganga, North 24 Parganas - 743423, West Bengal.Shall henceforth be known as Nazibul Rahaman (NEW NAME) vide an affidavit sworn before the notary public at Alipore Court on 29/03/2024.That Nazibul and Nazibul Rahaman both are the same and one identical person.

Name Change
I MADHU VISHWAKARMA,WIFE OF RAM PRASAD VISHWAKARMA, RESIDING AT 304 GARIA STATION ROAD, BARHANS, PO-GARIA, SOUTH24 PARGANAS - 700084, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MODHU VISHWAKARMA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024.THAT MADHU VISHWAKARMA AND MODHU VISHWAKARMA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I DEBALINA DE SAHA, W/O NARESH SAHA, R/O 261, NEW TOWN ACTION AREA-II, TATA EDEN COURT, TOWER -A, FLAT -10D, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBALINA DE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT DEBALINA DE AND DEBALINA DE SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANJANEE KUMAR, S/O SUBHAS CHANDRA ARORA, R/O MADGUL ANANTRAA, BLOCK -C, FLAT -902, 24, DIAMOND HARBOUR ROAD, KOLKATA -700104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL ARORA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT ANJANEE KUMAR AND RAHUL ARORA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Koushalya Mallik (old name) W/O Provakar Mallik, residing at Vill-Sonatikri, P.O.- Baburchak Kultali, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743349, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kaushalla Mallik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Kaushalla Mallik (new name) and Koushalya Mallik (old name) both are same identical person.

Name Change
I MADHURIMA & MADHURIMA CHAKRABORTI, W/O NILAY CHAKRABORTI, R/O 8/3/24, JESSORE ROAD, NEAR ORDNANCE FACTORY, DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHURIMA CHAKRABORTI BANERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT MADHURIMA CHAKRABORTI BANERJEE AND MADHURIMA & MADHURIMA CHAKRABORTI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Neharul Haque Mallik (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Haque Mallik ঠিকানা Vill. & P.O. Kanutia, P.S. Mayureswar, Dist. Birbhum, Pin-731213, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Neherul Mallik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Neherul Mallik (নতুন নাম) ও Neharul Haque Mallik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I PRERNA DHELIA, RESIDING AT SANTANA NIWAS, FLAT-4C, 38/53/1 S.K.DEB ROAD, NORTH24PARGANAS - 700048, WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER VANI SONTHALIA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VANI DHELIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024.THAT VANI SONTHALIA AND VANI DHELIA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Basil Wang (old name) S/o Sung Thong Wang Presently residing at 5, Damzen Lane, Chittaranjan Avenue, Kolkata- 700073, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chan Choi Wang Alias Basil Wang (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 01/04/2024. Chan Choi Wang Alias Basil Wang (new name) and Basil Wang (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Fahim (Old Name) S/o. Mohammad Abbas Residing at 19-20, New Meredith Street, Chandni-Chowk, VTC+ P.O.- Princep Street, Dist- Kolkata, W.B- 700072, India shall henceforth be known as Mohammad Fahim (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-04-2024. Md Fahim (Old Name) and Mohammad Fahim (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Madhabi Das (পুরাতন নাম) স্বামী - Late Bhagirath Das ঠিকানা- Manashi Para Gorui, Rabindra Nagar, South Dumdum (M), P.S.- Dumdum, Dist:- North 24 Parganas, Pin- 700065, West Bengal, India, কলকাতায় ফাস্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ,আলিপুর কোর্ট, Dated 22.02.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ranojita Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ranojita Das (নতুন নাম) এবং Madhabi Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Atanu Debnath (old name) S/O Shanti Ranjan Nath, residing at Vill-Bhabla Mahamaya Colony, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Atanu Nath (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Atanu Nath (new name) and Atanu Debnath (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sk Ajmatulla alias Ajmatullah Sk S/o Aspiar Ali Sk R/o Vill. - Banharishpur Layekpara, P.O.- Banharishpur, P.S.- Panchla, Dist.- Howrah, Pin-711322 shall henceforth be known as Sk Azmatullah. I declare that Sk Azmatullah, Sk Ajmatulla and Ajmatullah Sk is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-04-2024.

Name Change
I SHABNAM KHATOON, W/O MD CHAND, R/O 31/3, DR HEMANTA CHATTERJEE STREET, BALLY, HOWRAH -711207, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABNAM KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT SABNAM KHATOON AND SHABNAM KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Santi Ranjan Debnath (old name) S/O Tarapada Nath, residing at Vill-Bhabla Mahamaya Colony, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shanti Ranjan Nath (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 01/04/2024. Shanti Ranjan Nath (new name) and Santi Ranjan Debnath (old name) both are same identical person.

Notification
I, Dhanapati Chakraborty son of Late Kartick Chakraborty of E14/5, Sree Durga Pally, South Behala Road, PS- Sarsuna, Kolkata – 700061, W.B. My actual date of birth 03/03/1975 in my Madhyamik Passed Certificate/Pan/Passport also I.T. File but wrongly printed in Aadhar Card 8646 8552 0420 as 01.04.1976 instead of 03.03.1975.

বিজেপিকে ''ভারতীয় ঝুটা পার্টি '' বললেন কীর্তি আজাদ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ ভাতারে নির্বাচনী প্রচারের শেষ বেলায় আবার বিজেপিকে আক্রমণ শানালেন কীর্তি আজাদ। তিনি বলেন, বছরে দু কোটি চাকরি ১০ বছরে। কুড়ি কোটি চাকরি মিলা ? শো-দিন মে কালা ধন লায়েঙ্গে। হার একাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেঙ্গে। মিলা? ১৫ টাকা নেহি মিলা। ২০২২ মে ঘর ঘর মে পাইপ হোগা। পাইপ মে জল হোগা। ২০২৪ মে নেহি হুয়া। আব বোল রাহে ২০৪৭ মে হোগা। ইয়ে হ্যায় মোদী কা গ্যারান্টি। বিজেপিকে মতলব ''ভারতীয় ঝুটা পার্টি '' ভাতারে নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। সোমবার পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের বড়বেলুন গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বড়মার কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে দিনভর প্রচার সারেন তৃণমূল প্রার্থী। ভাতার বাজারে জনসংযোগ যাত্রা, ভাতারের নাসিগ্রামে বুড়ো শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মী সম্মেলন ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্ব সেরে ভাতারের খেরুর গ্রামে পেপিমার মন্দিরে পুজো দিয়ে ভাতারের কুবাজপুর মোড়ে কর্মী বৈঠক করেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। সঙ্গে ছিলেন ভাতার বিধানসভার বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী , ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বাসুদেব যশ , রাজ্য যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শান্তনু কোনার, ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালী সাহা সহ অন্যান্যরা।

প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পেয়ে চিন্তায় মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্রুপ ডি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল ঃ কেউ গ্রুপ ডি কর্মী, কেউ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট কিন্তু অষ্টম শ্রেণী পাশ বা মাধ্যমিক পাশ করতে পারেননি। আবার অনেকেই আছেন হিন্দি ভাষি। বাংলা লিখতে পড়তে জানেন না। অথচ এদেরকে ই প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এইসব কর্মীদের ভোট কর্মী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করে আগামী ৬ ও ৭ এপ্রিল ট্রেনিং নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানেই গোল বেঁধেছে। কারণ এদেরকে প্রিসাইডিং অফিসারের ট্রেনিং নিতে বলেছে জেলা নির্বাচন দফতর। ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৩২৯ জন কর্মীর নাম ডিভিসির এমটিপিএস প্রকল্পে পাঠিয়েছে জেলা নির্বাচন কমিশন। মাঝে রবিবার ছুটি থাকায় কর্মীরা চুপ ছিলেন। সোমবার অফিস খুলতেই এই সব প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে আমন্ত্রণ পাওয়া ডিভিসি কর্মীরা প্রকল্পের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান সুশান্ত ষন্নীগ্রাহীকে ঘিরে ধরে তাঁদের সমস্যা তুলে ধরেন। প্রকল্প প্রধান তাঁদের কথা শুনে বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। তিনি বাঁকুড়ার জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলবেন। অনুরোধ করবেন আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের যেন প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই আশ্বাস পাওয়ার পরই কর্মীরা নিজেদের কর্মস্থলে ফিরে যান।

'তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মতো!' রাজনীতিতে রচনার সিরিয়ালের ছোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১ এপ্রিল ঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। জোর কদমে চলছে ভোটের প্রচার। কখনও প্রচারে গিয়ে তিনি চেখে দেখছেন ঘুগনি, কখনও আবার খাচ্ছেন টক দই। এমনকী তাঁর নানা মন্তব্যের কারণে তিনি থাকছেন খবরের শিরোনামে। সোমবার বলাগড় বিধানসভার চন্দ্রহাটিতে ভোটের প্রচারে যান হুগলির তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সাংবাদিকরা তাকে জীবনদায়ী ওষুধের দাম বৃদ্ধি নিয়ে জানতে চাইলে রচনা বলেন, 'শুধু ওষুধ না প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে। আগে ৫০০ টাকার এক ব্যাগ বাজার করা যেত এখন একটা ছোট প্যাকেটে হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবন চালানো সমস্যা হয়ে গেছে। কত কিছুর দাম বাড়ছে এরপর আরও কত বাড়বে'। বাজার দর সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। রচনা বলেন, 'আগে ডালের দাম ছিল ৪০ টাকা এখন ১৩০ টাকা, আদার দাম ছিল ৫০ টাকা এখন ১৫০ টাকা, পেট্রোল আগে বিক্রি হত ৭০ টাকায় এখন ১২০ টাকা, কেরোসিন ৪০ টাকা ছিল এখন ১০০ টাকা'। হুগলিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কতটা চাপে রাখবে প্রার্থীকে? এ প্রশ্নে রচনা বলেন, 'কোন জায়গায় নেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সব জায়গায় কিছু না কিছু সমস্যা আছে। পরিবারের মধ্যেও কত সমস্যা থাকে।স্বামী স্ত্রীতে সমস্যা, ননদ বৌদিতে সমস্যা। সমস্যা সব জায়গায় থাকে। তার মধ্যে এতব। একটা দল। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। প্রত্যেকের চিন্তা ভাবনা সব আলাদা। সেই আঙুল গুলো হয় তখন একটা মুঠি তৈরী হয়। আর সেটা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতের চেটোটা হল তৃণমূল কংগ্রেস'। বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করে নিয়ে দাবি করেন 'দ্বন্দ্ব থাকবে। সব দলেই আছে। আমাদের দলেও আছে। তবে আমাদের লক্ষ বিজেপিকে পরাস্ত করা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এক হয়ে লড়াই করব। যদি কিছু ঝগড়া ঝাটি থাকে তা মিটিয়ে নেব'।

দম থাকলে আমাকে আটকে দেখান, হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ১ এপ্রিল ঃ আমি সব এলাকায় যাব। মেদিনীপুরে মাফিয়া রাজ শেষ করেছি । বর্ধমান-দুর্গাপুরেও শেষ করব। দিলীপ ঘোষকে আটকাবার দম থাকলে আটকে দেখান। সোমবার এরকম ভাষাতেই হুঁশিয়ারি দিলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। অভিযোগ, ভাতার, মন্তেশ্বরে বিজেপির দেওয়াল মুছে দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে লিখতে দেওয়া হচ্ছে না। মন্দিরে গেলে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার বিধায়কের এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ বিজেপির। সেই বিষয়েই দিলীপবাবু ওপরের কথাগুলো বলেন। সাতসকালে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সোমবার দুর্গাপুরের মাঠে প্রাতঃভ্রমণ সেরে বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে তীব্র ভাষায় বলেন, দলের লোকেরা এমন তাড়া করল যে মন্দিরের ভিতর ঢুকতে হলো তাঁকে।

মাজুলিতে মেগা সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার হিমন্তবিশ্ব শর্মার

অসম, ১ এপ্রিল ঃ মাজুলিতে মেগা সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার করেছেন বিজেপি নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। দলীয় কার্যকর্তা, সদস্য সহ সমুদ্র-সদৃশ সমর্থকদের অগ্রভাগে বাই-সাইকেল চড়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রথ 'বিজয় সংকল্প যাত্রা' করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। 'বিজয় সংকল্প যাত্রা'র পর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মাজুলির মানুষ আজ ১৫ কিলোমিটার বিজয় সংকল্প সাইকেল যাত্রাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছেন। অসমের প্রতিটি গ্রামের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সম্মান জানিয়ে এ ধরনের যাত্রা সংগঠিত করবেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হিমন্তবিশ্ব শর্মা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, অসমে ১৯ এপ্রিল থেকে তিন দফার লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এবার ১৪-এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে ১১ প্লাস আসনে জয়লাভ করবে।

দাদাকে খুন ভাইয়ের, দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১ এপ্রিল ঃ ঝাড়গ্রামে দাদাকে খুন করে জঙ্গলে দেহ ফেলে দিল ভাই। অভিযুক্ত ভাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে গোপীবল্লভপুর থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে সোমবার গোপীবল্লভপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা অমর সাউকে দাদাকে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার করে, তারপর তাকে আদালতে তোলে। রবিবার রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর থানার বিল্লি এলাকার একটি জঙ্গলে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পুলিশ পর দিন ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারে। মৃতের নাম সমর সাউ (৩৫)। বাড়ি রঘুনাথপুর গ্রামে। ওই ব্যক্তিকে খুন করে দেহ জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিল নিজের ভাই। গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ এরপর খুনের তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তে পুলিশ জানতে পারে যে নিহত সমর সাউয়ের বছর ছয়েক আগে স্ত্রী মারা গিয়েছে। বর্তমানে সে তেমন কিছুই করত না। প্রায় দিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যেত। হঠাৎ করে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসত। পুলিশ জানতে পারে সে মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে বাবা- মাকে মারধোর করত এবং চরম অশান্তি করত। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে এমনই কোনও পারিবারিক অশান্তি চলাকালীন ছোট ভাইয়ের হাতে খুন হয় সে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে খুনের নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে তদন্ত করা হবে।

রেখার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে আনার অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের বিরুদ্ধে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে আনার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সোমবার রাজ্য বিজেপির প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যায়। সেখানে অভিযোগ জানানোর পর বাইরে বেরিয়ে এসে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া বলেন, ''আমাদের বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রের ব্যক্তিগত তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে এসেছে তৃণমূল। রাজ্য সরকারের থেকে ওই তথ্য পেয়েছে তারা। এমনকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও বাইরে আনা হয়েছে। একই ভাবে অন্য মহিলাদের গিয়েও ভয় দেখাতে পারে শাসকদল। তাই এ নিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'' শিশিরবাবুর আরও অভিযোগ, কয়েক জন সরকারি আধিকারিক তৃণমূলের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা না হলে নিরপেক্ষ ভোট আশা করা যাবে না। বিজেপি নেতার দাবি, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের আইসি এবং হবিবপুরের বিডিও তৃণমূলের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে তাঁদের ছবি রয়েছে। তাঁরা নিরপেক্ষ হতে পারেন না।

মৃদু ভূমিকম্প উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ ঝড়ের পর এবার ভূমিকম্প। সোমবার ভূমিকম্প হল আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, ফালাকাটার কিছু অংশ। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ২.৮। এদিন বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে কেঁপে ওঠে ওই এলাকা। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল আলিপুরদুয়ার বলেই জানা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। সতর্ক রয়েছে প্রশাসনও। প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ির পাশাপাশি রবিবারের ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়েছে আলিপুরদুয়ারেরও একাংশ। সোমবার জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি একরকম ঝুঁকি নিয়েই আলিপুরদুয়ারে এসেছেন। তিনি বলেন, ''হেলিকপ্টার দিনে তিন ঘণ্টার বেশি উড়তে পারে না। কিন্তু আমি কলকাতা থেকে যে কপ্টারে এসেছি, সেই কপ্টারেই আবার আলিপুরদুয়ারে আসতে হল। এক রকম ঝুঁকি নিয়ে আসতে হল আমাকে।

অধীরের বড় চ্যালেঞ্জ, বহরমপুরে তৃণমূল জিতলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১ এপ্রিল ঃ উনিশের লোকসভা ভোটে বহরমপুরে অধীর চৌধুরীকে পরাস্ত করতে আদাজল খেয়ে সেখানে পড়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু তখনও তৃণমূলে এবং মুর্শিদাবাদের পর্যবেক্ষক। কিন্তু শেষমেশ ৮১ হাজারের বেশি ব্যবধানে বহরমপুরে জিতে যান অধীর। শুভেন্দু এখন বিজেপিতে। স্থানীয় চিকিৎসক নির্মল সাহাকে প্রার্থী করে অধীরকে পরাস্ত করার নতুন উদ্যম দেখাচ্ছেন তিনি। আর তৃণমূল বহরমপুরে অধীরের বিরুদ্ধে উড়িয়ে এনেছে ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই দুই প্রতিপক্ষ প্রার্থী যুগলের ব্যাপারে অধীর কোনও শব্দই খরচ করছেন না। তবে সোমবার অধীর বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের দিকে। বহরমপুরের টানা পাঁচ বারের এই সাংসদ এদিন বলেন, ''আমার দুটো স্পষ্ট কথা রয়েছে। বহরমপুর লোকসভা আসনে তৃণমূল হেরে গেলে সেই হার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পরাজয় বলে মেনে নেবেন কি? হ্যাঁ বা না-তে বলুন। আর দুই, বহরমপুরে যদি তৃণমূল জিতে যায়, তাহলে রাজনীতি থেকেই অবসর নিয়ে নেব।'' অধীর চৌধুরী বরাবরই জেদি। একদা বামেদের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। পরে তৃণমূল জমানাতেও একরোখা। বাংলায় তৃণমূল সরকার গঠনের পর প্রথম লোকসভা ভোটে বহরমপুরে সাড়ে তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন তিনি। সর্বভারতীয় স্তরে সেই ভোটে কংগ্রেসের খুবই করুণদশা ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবধানে জিতেছিলেন অধীর। বহরমপুর লোকসভা আসনে অধীর চৌধুরীকে পরাস্ত করতে এর পরের ভোটে মমতা দায়িত্ব দেন শুভেন্দুকে। শুভেন্দু মুর্শিদাবাদের দায়িত্ব নিয়েই সেখানে কংগ্রেসকে ভাঙাতে নেমে পড়েন। কান্দির তৎকালীন বিধায়ক তথা একদা অধীরের অনুগামী বলে পরিচিত অপূর্ব সরকার তথা ডেভিডকে তৃণমূলে সামিল করান শুভেন্দু। তাঁর পরামর্শেই মমতা উনিশের ভোটে বহরমপুরে ডেভিডকে প্রার্থী করেন। ভোটের দিন ডেভিড বাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্তর ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছিল। আর দেখা যায়, বহরমপুরের বুথে বুথে ছুটে বেড়াচ্ছেন অধীর। বিকেল ৫টায় ভোট শেষ হতেই তিনি জানিয়ে দেন, ''জিতে যাব, এখন এই মুহূর্তেই বলে রাখলাম।'' শুভেন্দুও দলের মধ্যে দাবি করেছিলেন, তৃণমূল জিতে যাবে। দেখা যায়, শেষ হাসি হাসেন অধীরই। এদিন অধীর বলেন, ''গত ভোটে শুভেন্দুও বলেছিলেন, আমাকে হারাতে না পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। আমি তখন বলেছিলেন, তুমি রাজনীতি ছাড়বে আবার কি! তুমি তো বাচ্চা ছেলে। হেরে গেলে আমিই রাজনীতি ছেড়ে দেব।'' তাঁর কথায়, আমি তো খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করছি। লুকিয়ে চুরিয়ে বলছি না। মিডিয়ায় সামনে খোলাখুলি বলছি। দম থাকে তৃণমূল এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুক।''

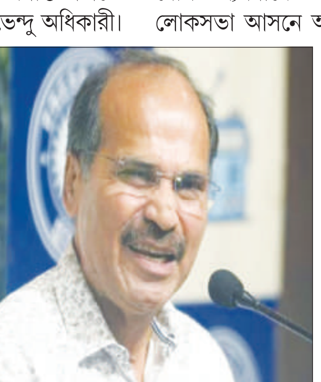

সর্বধর্ম সমন্বয়ে ইফতার পার্টিতে সম্প্রীতির আবহ, নেতাদের উপস্থিতিতে চাঁদের হাট থানা প্রাঙ্গনে, সম্প্রীতির বার্তা আইসির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১ এপ্রিল ঃ চলছে পবিত্র রমজান মাস। সেই রমজান মাসেই থানার আইসির উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গনে কালীমন্দিরের সামনে ইফতার পার্টিতে সম্প্রীতির আবহ। যেখানে উপস্থিত থাকলেন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সব দলের নেতারাই। উপস্থিত থাকলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মীরাও। সকলেই সম্প্রীতির বার্তা দিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা প্রাঙ্গণে আইসি মনোজিত সরকারের উদ্যোগে একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। থানা চত্বরের ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দিরের সামনে হয় এই ইফতার পার্টি। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য তথা হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মর্জিনা খাতুন, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (এ) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমান, জেলা পরিষদ কর্মাদক্ষ রবিউল ইসলাম, সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রণব দাস, বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য রুপেশ আগরওয়াল প্রমুখ। সর্বদল এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ে আইসির উদ্যোগে এই ইফতার পার্টি সম্প্রীতির বার্তা দিল সমাজকে। একদিকে সামনে লোকসভা নির্বাচন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লড়াইয়ে উত্তপ্ত হচ্ছে রাজনীতির ময়দান। বিভিন্ন সময় জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভিযোগ উঠছে। ঠিক সেই আবহে থানার এই ইফতার পার্টি যেন তপ্ত ময়দানে এক টুকরো শীতল হাওয়া নিয়ে এলো। জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুনের মতে বাংলার এই সম্প্রীতি দেখে অন্য রাজ্যকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। মন্ত্রীর দাবি হিন্দু- মুসলিম সকলে মিলে থাকবো এটাই তো ঐতিহ্য। বাম নেতার গলাতেও সেই সম্প্রীতির সুর। আর বিজেপি নেতার মতে রাজনীতির বাইরেও তিনি আগে হরিশ্চন্দ্রপুর নাগকরিক। তাই আইসির আমন্ত্রণে রাজনীতি বাদ দিয়ে আজ উপস্থিত হয়েছেন। হয়তো এই রাজনৈতিক সহাবস্থান যদি ভোটের ময়দানেও থাকে তবে রাজনৈতিক হিংসার সাক্ষী থাকতে হবে না এলাকাকে। আইসি মনোজিত সরকার জানান, এখানে যেমন বড়ো করে কালী পুজো হয়। তেমন ভাবে ইফতারও হয়। আজকের সমাজে সম্প্রীতির বড়ো অভাব। সেই সম্প্রীতির বার্তায় দিলাম। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, আইসির আমন্ত্রণে এসে খুব ভালো লাগলো। খুব সুন্দর এক সম্প্রীতির পরিবেশ। জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুনের বক্তব্য, এই সম্প্রীতি তো প্রয়োজন। এটাই আমাদের বাংলা। যেখানে সকলে মিলেমিশে একসঙ্গে থাকবো। সিপিএম নেতা প্রণব দাসের মতে, হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার এটাই ঐতিহ্য। এটাই হল আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর। বিজেপি নেতা রূপেশ আগরওয়াল জানান, আমি সব থেকে আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের একজন সহ নাগরিক। আইসির আমন্ত্রণে আজ ইফতার পার্টিতে উপস্থিত হয়েছি।

বিপাকে মিল্টন, জোট প্রার্থীর হয়ে প্রচার করব না, বেঁকে বসল বীরভূমে কংগ্রেসের একাংশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ এপ্রিল ঃ জোট প্রার্থী মিল্টন রশিদকে কোনও রকম সাহায্য নয়। সিদ্ধান্ত নিলেন জেলা কংগ্রেস একাংশের নেতারা। এর ফলে বিপাকে পড়তে পারেন বাম সমর্থিত বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী। সিউড়িতে জেলা ও রাজ্য কংগ্রেসের ৪০ জন নেতা বৈঠক করে এই অঙ্গীকার নেন শনিবার। যার নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা রাজ্য কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সঞ্জয় অধিকারী। তিনি জানান, আমাদের বৈঠকে জেলার কংগ্রেস নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে যিনি কংগ্রসের প্রতীকে প্রার্থী হয়েছেন তাঁকে আমরা সমর্থন করব না। বীরভূম কেন্দ্রের প্রার্থী নিয়ে প্রথম থেকেই জট দু'দলের মধ্যে। সিপিএমের সূর্যকান্ত মিশ্র জেলায় এসে জানিয়ে যান, আমাদের চাহিদা ছিল বীরভূম কেন্দ্র। কিন্তু তার আগেই কংগ্রেসের তরফ থেকে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিল। এখন আসন সমঝোতার সূত্র হিসাবে আমরা জোট বেঁধে লড়ব। স্বভাবতই সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের এই মনোভাব কতটা জেলা সিপিএমের নিচু তলার কর্মীরা মেনে নেবে সেটা প্রচারের তীব্রতা বাড়লেই বোঝা যাবে। কিন্তু নিজের দলের প্রমুখ কার্যকর্তারা বেঁকে বসায় বেশ কিছুটা বেগ পেতে হবে মিল্টন রশিদকে। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শনিবার সিউড়িতে জেলা আইএনটিইউসির কার্যালয়ে ৪০ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। যেখানে হাজির ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মৃণাল বসু, মিলটন রশিদের নিজের গ্রাম মা।গ্রাম থেকে কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটির সদস্য অপূর্ব চৌধুরি, রামপুরহাটের সত্য ভট্টাচার্য্য, বোলপুরের দেবকুমার দত্ত, সাঁইথিয়ার রথীন সেন, সিউড়ির বিবেকানন্দ সাউ সহ জেলার বহু নেতা। খয়রাশোল, রাজনগর, ইলামবাজার, নানুরের ব্লক সভাপতিরা। সেই নিয়েই শুরু হয়েছে জটিলতা। যদিও মিল্টন রসিদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। ওঁরা আমার বন্ধুর মত। মিটে যাবে।

অ্যালেন কলকাতার মেগা ওরিয়েন্টেশনে ৫০০০ ছাত্র ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন

কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল এন্টান্স পরীক্ষার জন্য সারাদেশে বিখ্যাত অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট প্রাইভেট লিমিটেডের মেগা ওরিয়েন্টেন সেশন রবিবার দুই প্রধান একাডেমিক অফিসার সি আর চৌধুরী। এ অধিবেশনে প্রায় ৫০০০ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও অ্যালেন প্রার্থনার মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এর সাথে অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের ৩৫ বছরের যাত্রার চিত্র কে তুলে ধরতে একটি উপস্থাপনা দেওয়া হয়। এতে অ্যালেনের ফলাফল এবং তার সামাজিক উদ্দেশ্যের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়ে। অধিবেশনে, অ্যালেনের সিএও সি আর চৌধুরী বলেন যে অ্যালেন তার ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গড়তে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। অ্যালেনের জন্য, শিক্ষার্থী হল তার প্রতিটি কাজের কেন্দ্রে, যা কিছু পরিবর্তন করা হয় তা ছাত্রের উন্নতির জন্য করা হয়। অ্যালেন গ্যারান্টি দেয় যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার যোগ্যতা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো শিক্ষক পাবে। যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন, তাদের ক্লাস কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে, ক্লাস শুরু হওয়ার পর কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা জানা জরুরি। এই লক্ষ্যেই ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। অ্যালেনের লক্ষ্য মূল্যবোধের সাথে শিক্ষা প্রদান করা। অ্যালেনের নামের সাথে কেরিয়ার শব্দটি যুক্ত রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মজীবনের উন্নযনের পাশাপাশি তাদের আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তারা পরিবার, সমাজ ও দেশের সেবা করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই অনুষ্ঠানে জোনাল হেড রজনীশ শ্রীবাস্তব বলেন, অ্যালেন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ক্যারিযার গঠনের জন্য একটি নতুন মাত্রা হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে ও খুব অল্প সময়ে ভালো অর্জন হচ্ছে। একটি গাছের বেড়ে ওঠার জন্য যেমন সার, আলো এবং জলের প্রয়োজন, তেমনি একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক পরিবেশ এবং সেরা শিক্ষা আমরা প্রদান করব। এই অনুষ্ঠানে অ্যাডমিন হেড দেবাশীষ সান্যাল বলেন, শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি অ্যালেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে এবং যতক্ষণ না সে তার ক্যারিয়ার গড়ে তোলে ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে নিরাপদ পরিবেশ প্রদানের জন্যে কাজ করে। ক্লাসের পর শিক্ষার্থীর কোনো প্রয়োজন থাকলে তাও পূরণ করা হয়। একজন শিক্ষার্থীর প্রতিটি প্রয়োজনই অ্যালেনের প্রয়োজন এবং অ্যালেন তা পূরণ করলেই সন্তুষ্ট হয়।

বাধা সত্ত্বেও আহতদের সঙ্গে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে দেখা করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ এপ্রিল ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়ে সোমবার বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। যদিও সেসবকে পাত্তা না দিয়েও ভিতরে চলে যান তিনি। কথা বলেন আহতদের সঙ্গে। রবিবার বিকেলের কয়েক মিনিটের ঝড় লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকা। মৃত ৫। জখম বহু। তাঁরা চিকিৎসাধীন জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে। রবিবার রাতেই আহতদের দেখতে উত্তরবঙ্গ ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে জলপাইগুড়ি যান শুভেন্দুবাবু। সকাল থেকে হাসপাতালে ভিড় ছিল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। এদিন সকালে শুভেন্দুবাবু হাসপাতালে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। সে সব এড়িয়ে ভেতরে গিয়ে দুর্যোগে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন বিরোধী দলনেতা। সকলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। আশ্বাস দেন পাশে থাকার। এর পর সেখান থেকে তিনি সোজা চলে যান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বার্নিশে। কথা বলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। ত্রাণ শিবিরেও যান শুভেন্দু।

'এতবড়' কারবার করছিলেন কেউ বোঝেওনি, জানাজানি হতেই মাথায় হাত প্রতিবেশীদের

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১ এপ্রিল ঃ কখনও ধার চেয়েছেন, কখনও চাকরি দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কখনও আবার চড়া সুদ দেওয়ার লোভও নাকি দেখিয়েছেন। তবে কোনওটাতেই কোনও কাজ হয়নি। পরে প্রতিবেশীরা বুঝে যান যে ক্রমাগত তাঁদের ঠকানো হচ্ছে। এরপরই অভিযুক্তদের বাড়ি ঘেরাও করলেন প্রতিবেশীরা। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের ঘটনা। কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ দম্পতির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের নাম সুমন দাস ও পুর্ণিমা দাস। তাঁরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম বিধানসভা এলাকার গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুল কুন্ডু গ্রামের ঘটনা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সুমন এবং পূর্ণিমা দাস এলাকায় বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। কাউকে বলেছেন বাড়িতে সমস্যা ধার হিসেবে, কাউকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে, আবার কারোর কাছ থেকে চড়া সুদ দেওয়ার লোভ করে, সব মিলিয়ে প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে বাড়ি ছেড়ে স্বামী- স্ত্রী দুজনেই পলাতক। ইতিমধ্যেই দম্পতির বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আজ সকালে বেশ কয়েকজন এলাকাবাসী টাকা ফেরতের দাবি জানান। শুধু তাই নয়, সুমন দাসের বাড়ির সামনে চলেও বিক্ষোভ। সত্তোরের উর্ধ্ব বয়স্কা দেবযানী দাস বলেন, আমার নাতিকে চাকরি দেবে বলে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা নিয়েছে সুমন দাস। নাতিকে চাকরি তো দিতে পারেনি উপরন্তু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। অপরদিকে সুমন দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মা ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। সুমন দাসের মা সুমিত্রা দাস বলেন,আমি এখন জানতে পারলাম যে আমার ছেলে এলাকার বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে। আগে জানলে তিনি এলাকার লোকজনদের সাবধান করতাম। ছেলে এবং বৌমা এখন বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে আমি জানি না। ওরা কোনও যোগাযোগ রাখে না।

ভোজশালায় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষায় বাধা দেওয়া যাবে না, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রদেশের ভোজশালায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-এর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় কোনওরকম বাধা দেওয়া যাবে না। সোমবার এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় পাল্টা হলফনামা দেওয়া যাবে ৪ সপ্তাহ পর। ততদিন পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। মুসলিম পক্ষের তরফে এ বিষয়ে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, সোমবার শীর্ষ আদালত তা খারিজ করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, বারাণসীর জ্ঞানবাপীর মতো ভোজশালাতেও এএসআই-এর 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'র আবেদন জানানো হয়েছিল হিন্দুপক্ষের তরফে। গত ১১ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সেই আবেদন মেনে রায় ঘোষণার পরে ভোজশালায় সমীক্ষার কাজও শুরু হয়। কিন্তু মুসলিমপক্ষ সেই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল। দুই বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা'য় ছাড়পত্র দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশের ধার শহরে প্রায় হাজার বছরের পুরনো ওই ধর্মস্থান রয়েছে এএসআই-এর তত্ত্বাবধানে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, সৌধটি আসলে রাজা ভোজের তৈরি প্রাচীন সরস্বতী মন্দির। আর মুসলমানরা মনে করেন, সেটি আসলে কামাল মওলানার দরগা এবং মসজিদ। ২০০৩ সালের সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি মঙ্গলবার সেখানে হিন্দুদের পুজো করতে দেওয়া হয়, আর শুক্রবারে মুসলিমদের নমাজ পড়তে দেওয়া হয়।

তৃষ্ণা অভয়ারণ্য থেকে লুপ্তপ্রায় বাইসন লোকালয়ে,আতঙ্ক কাঁঠালিয়া এলাকায়

ত্রিপুরা, ১ এপ্রিল ঃ জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে বন্যপ্রাণীর 'তাণ্ডব'। আতঙ্কিত মানুষের দৌড়ঝাঁপ। সপ্তাহ কালের উপরে চলা দিশাহীন এক বাইসনের আনাগোনার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ আতঙ্কে দৌড়ঝাঁপ করছেন। ঘটনা সোমবার সকালে ত্রিপুরার কাঁঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায়। জানা গেছে, কাঁঠালিয়া ব্লকের উত্তর এবং দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েত এলাকার কৃষি মাঠ ও গ্রামীণ রাস্তা, এলাকার কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন আইবিবি রোড, এমন-কি বাড়িতেও ঢুকে বাইসনটি দিশাহীন ভাবে ছোটাছুটি করছে। প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় মানুষের হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচিতে আরও উন্মত্ত হয়ে বাইসনটি এখনও জঙ্গলে ঢুকতে পারেনি। যদিও জয় চানপুরের বনদপ্তরের কর্মীরা এসে পেছনে পেছনে বাইক নিয়ে ধাওয়া করছেন তাকে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার জন্য যাত্রাপুর থানার উদ্যোগে মাইকিং করা হচ্ছে। তৃষ্ণা অভযারণ্যের দাযিত্বপ্রাপ্ত বন কর্মীদের খামখেয়ালিপনার কারণেই অভযারণ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে দিশাহীন হয়ে এসেছে বাইসনটি। শুধু এবারই নয় বিগত বছরগুলিতেও দেখা গেছে এক এক করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকেই দু-দুটি বাইসন দিশাহীন হয়ে লোকালয়ে আসার পরিপ্রেক্ষিতে বন্য শিকারিরা হত্যা করে মাংস বিক্রি করেছিল। শেষ পর্যন্ত বহু খোঁজাখুঁজির পর হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। যাত্রাপুর থানার পুলিশ আধিকারিক সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছেন, মানুষকে সতর্ক থাকার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। আধা সামরিক বাহিনীও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

লক্ষ টাকার হেরোইন সহ দুই কারবারি গ্রেফতার উদয়পুরের মাতাবাড়িতে

ত্রিপুরা, ১ এপ্রিল ঃ গোমতি জেলার উদয়পুরের মাতাবাড়ি এলাকায় বহু লক্ষ টাকার হেরোইন সহ দুই নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের উপল নমঃ দাশ ও রূপক সরকার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে রাধাকিশোরপুর থানায় এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন ধরে উদয়পুর মহকুমায় মাতারবাড়ি এলাকায় কিছু সমাজদ্রোহী যুবক নেশা সামগ্রী অবৈধভাবে বিক্রি করে যুবসমাজকে নেশায় আসক্ত করে তুলেছে। পুলিশ দীর্ঘ দিন ধরে নেশা বিক্রেতাদের জালে তোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। অবশেষে রবিবার রাধাকিশোরপুর থানায় পুলিশের কাছে খবর আসে মাতাবাড়ি কামারপুকুর পার এলাকায় দুই যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রি করার জন্য এলাকায় প্রবেশ করেছে। খবর পাওয়ামাত্র রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে রাতেই যায়। ঘটনাস্থল থেকে উৎপল নমঃ দাশ ও রূপক সরকারকে একটি নতুন গাড়ি সহ এদের থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, নেশা সামগ্রীগুলি হেরোইন। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিশ্বকাপের টিমে নেই লোকেশ রাহুল?

নতুন মুখ হচ্ছেন মহসিন খান!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এপ্রিলের মাঝেই বিশ্বকাপের টিম বেছে নিতে চাইছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএলের পারফরম্যান্স এ ক্ষেত্রে নিতে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু বিশ্বকাপের টিম বাছার আগে একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, বিরাট কোহলিকে বাদ দিয়েই বিশ্বকাপের টিম তৈরি হবে ভারতের? সে সম্ভাবনা নেই। আইপিএলে পর পর দুটো হাফসেঞ্চুরি করে বিরাট বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখতে পারবে না রোহিত শর্মার টিম। তা হলে কী হতে পারে বিশ্বকাপের ১৫ জনের টিম? উত্তরপ্রদেশের এক বাঁ হাতি পেসারের নাম ভাসছে। আইপিএল প্রতিবার জন্ম দেয় নতুন নায়কের। তাঁরা জায়গা করে নেন ভারতীয় টিমে। গতবার ঠিক এ ভাবেই উঠে এসেছেন রিঙ্কু সিং। গুজরাট টাইটান্সের বোলার যশ দয়ালের বিরুদ্ধে পর পর পাঁচটা ছয় মেরে হতবাক করে দিয়েছিলেন ক্রিকেট দুনিয়াকে। সেই রিঙ্কুকে আর থামানো যায়নি। দ্রুত জায়গা করে নিয়েছেন ভারতীয় টিমে। ফিনিশার হিসেবে একাদশে জায়গাও করে নিয়েছেন। বিশ্বকাপের টিমে তাঁর জায়গা

পাকা। আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে এ বার বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে। এই দুই দেশের কন্ডিশন ভারতেরই মতো। তাই রোহিতের টিমের বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা প্রবল। সেই কারণেই এমন টিম নির্বাচকরা বানাতে চাইছেন, যাঁদের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না। সেই মতোই টিম বানালেন ইরফান পাঠান। ইএসপিএন-ক্রিকইনফোর ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বেছেছেন ১৫ জনের টিম। সেই টিমেই জায়গা করে নিয়েছেন মহসিন খান। রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, রিঙ্কু সিংরা স্বাভাবিক ভাবেই জায়গা করে নিয়েছেন। সূর্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকছে। দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাডেজা। দুই কিপার হিসেবে লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থের সঙ্গে লড়াইয়ে থাকবেন জিতেশ শর্মাও। ইরফানের মনে হচ্ছে, দুই কিপার হিসেবে টিমে জায়গা পাওয়া উচিত পন্থ ও জিতেশের। এমনিতেও রাহুলের চোট নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। গত আইপিএল ম্যাচেই তিনি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলেছিলেন। রানও করতে পারেননি। ক্যাপ্টেন্সি করেছিলেন নিকোলাস পুরান। ফলে, এই সময়ের মধ্যে তিনি ফিট হবেন কিনা, তা নিয়ে থাকছে প্রশ্ন। দুই স্পিনার হিসেবে ইরফান টিমে রেখেছেন কুলদীপ যাদব ও রবি বিষ্ণোইকে। আর পেসার হিসেবে রাখছেন জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ। তৃতীয় পেসার হিসেবে, আরও ভালো করে বললে বাঁ হাতি পেসার হিসেবে অর্শদীপ সিং ও মহসিন খানের মধ্যে কাকে বাছতে চাইছেন ইরফান? মহসিন খানের পাল্লা ভারী। আইপিএলের প্রথম দুটো ম্যাচে মোট তিনটে উইকেট নিয়েছেন মহসিন। লখনউ সুপার জায়ান্টসের পেসার আবার উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেও ধারাবাহিক ছিলেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও তিনি সাফল্য পেতে পারেন।

‘একা হাঁটতে হল না’, প্রথম জয়ের পর কী বলছেন ঋষভ পন্থ?

বিশাখাপত্তনম, ১ এপ্রিলঃ মরসুমের প্রথম জয়। প্রত্যাবর্তনের পর টানা দুই ম্যাচে হারের স্বাদ। ঘুরে দাঁড়াতেই হত। গ্যালারিতে ঋষভ পন্থের জন্য পোস্টার। সেই বিখ্যাত গানের লাইন, যা লিভারপুল সমর্থকদের খুবই প্রিয়। ঋষভের জন্য, ‘ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন’ বার্তা। এ বারের আইপিএলের প্রথম জয়ে ঋষভকে একা হাঁটতে হয়নি। ব্যাটিংয়ে পৃথ্বী শ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং তিনি নিজে পারফর্ম করেছেন। তেমনই বোলিংয়ে খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার। টিম গেমে জয়। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের সেরা মুহূর্ত কোনটা? চোখের সামনে অনেকগুলো টুকরো মুহূর্ত ভেসে উঠবে। পৃথ্বী শর কামব্যাক, নতুন বলে খলিলের স্পেল, ঋষভ পন্থের ক্যাচ, ধোনির মতো ‘নো লুক’ রান আউটের চেষ্টা, পাথিরানার অনবদ্য একটা ক্যাচে মহেন্দ্র সিং ধোনির সাবাশি, ম্যাচ শেষে গুরু-শিষ্যর একসঙ্গে হেঁটে আসা, ঋষভ-মাহির এক হাতের ছয়-কত্ত মুহূর্ত। এর মধ্যে ঋষভের প্রাপ্তিও অনেক।

৪৬৫ দিন পর আইপিএলের মঞ্চে হাফসেঞ্চুরি। ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম হাফসেঞ্চুরি। প্রিয় মাহি ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে আবারও সময় কাটানো। জীবন-মৃত্যুর লড়াই শেষে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম ম্যাচে ছোট্ট একটা ক্যামিও ইনিংস খেলেছিলেন। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ৩২ বলে ৫২ রানের ইনিংস। এর নেপথ্যেও রয়েছে ধীর-স্থির একটা পরিস্থিতি। একটা সময় ২৩ বলে ২৩ রানে ছিলেন ঋষভ। পরবর্তী ৮ বলে ২৮ রান! নবম বলে আউট। প্রথম জয়ের পর ঋষভ পন্থ বলছেন, ‘‘একজন ক্রিকেটার হিসেবে এখন আর প্রত্যাবর্তন নিয়ে ভাবি না। শুধু এটুকু বুঝি, যখনই মাঠে নামব, একশো শতাংশ দিতে হবে। এই ম্যাচে শুরুতে কিছুটা সময় নিয়েছি। দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম। দেড় বছর কম সময় নয়।’’ টি-টোয়েন্টি গতির খেলা। দ্রুত রান তুলতে হয়। ২৩ বলে ২৩ রানের সময় ঝুঁকি ছিল দিল্লির। ঋষভ যোগ করলেন, ‘‘নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস ছিল, যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারি।’’ দেড় বছর ধরে এমন দিনেরই তো অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ কাজে লাগাতেই হবে, এই দায়িত্ব ভোলেননি ঋষভ।

সিটি-আর্সেনাল ড্র, প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে লিভারপুলই

ম্যানচেস্টার, ১ এপ্রিলঃ আর্সেনালের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যানচেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ আর্সেনাল। কিন্তু আজ ইতিহাদে অদৃশ্য উপস্থিতি ছিল আরেকটি পক্ষেরও। সেই পক্ষটি লিভারপুল। সিটি-আর্সেনালের প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হওয়াতে যে ‘জয়’ পেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দলই। আজই ব্রাইটনকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ওঠা লিভারপুল যে শীর্ষে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ পেল। ২৯ ম্যাচ শেষে লিভারপুলের পয়েন্ট ৬৭। সমান ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল, তিনে থাকা সিটির পয়েন্ট ৬৪। এই ম্যাচটা জিতলেই পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানটা ফিরে পেত আর্সেনাল। সিটির অবশ্য সেই সুযোগ ছিল না। জিতলে আর্সেনালকে সরিয়ে দুইয়ে উঠত গার্দিওলার দল। কিন্তু শিরোপা লড়াইয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াইয়ে আলাদা করা গেল না কাউকে। ফুটবল গোলই সব। সেই গোলের হিসাবে সমতা থাকলেও বলের দখলে আর্সেনালের চেয়ে যোজন ব্যবধানে এগিয়ে ছিল সিটি। ৭২ শতাংশ বলের দখল রাখাটা অবশ্য শুধু পরিসংখ্যানই হয়ে রইল। গোলের খেলায় গোলই যে পেল না সিটি। ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য গোলের কাছাকাছি গিয়েছিল আর্সেনাল। দলটির ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস দুবার গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু দুবার বাইরে মেরে সেই সুযোগ নষ্ট করেছেন। সুযোগ পেয়েছিল সিটিও। তবে নাথান আকে হারিয়েছেন সেই সুযোগ। দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের অর্ধেই বল ঘোরাঘুরি করেছে বেশি। তবে সিটি তেমন পরিষ্কার কোনও

সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। তবে রক্ষণে ‘বাস পার্ক’ করিয়ে রাখা গানাররা পাল্টা এক আক্রমণে গোল করার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ম্যাচের শেষ দিকে লিয়ান্দ্রো তোসার বাঁ পাশ থেকে শট নিয়েছিলেন সিটির গোলে। সিটি গোলরক্ষক স্টেফান ওর্তেগার সেটি ফেরাতে অবশ্য বেশি কষ্ট করতে হয়নি। ড্র করে শীর্ষে ফেরার সুযোগ হারালেও আর্সেনাল খুশি মনেই বাড়ি ফিরছে। যে আর্সেনাল এবার বিনোদনদায়ী ফুটবল খেলে গোলের পর গোল করেছে, সিটির মাঠে আজে সেই আর্সেনাল ছিল না। বরং মিকেল আরতেতা ‘গুরু’ গার্দিওলার দলের বিপক্ষে রক্ষণকেই প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের অর্ধে খেলাটিকে রেখেছেন। শক্তিশালী সিটির মাঠ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেই খুশি দলটি। ওই ১টি পয়েন্টই যে শিরোপা নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

এমবাপেকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে ‘একই কথা’য় বিরক্ত এনরিকে

প্যারিস, ১ এপ্রিলঃ পিএসজি-মার্শেই ম্যাচের ৬৫ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। ম্যাচে ১-০ গোলে এগিয়ে পিএসজি। ঠিক সে সময়ে কিলিয়ান এমবাপেকে তুলে নেন কোচ লুইস এনরিকে। তাঁর বদলি হিসেবে মাঠে নামানো হয় গনসালো রামোসকে। কোচের এই সিদ্ধান্ত যে মানতে পারেননি, তা এমবাপের অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট ধরা পড়ছিল। হতাশা নিয়েই মাঠ ছেড়ে যান ফরাসি তারকা। এই নিয়ে লিগে শেষ ৬ ম্যাচের ৫টিতেই পুরো ৯০ মিনিট খেলা হলো না এমবাপের। ‘লা ক্লাসিক’-এ মার্শেইকে ২-০ গোলে হারানোর পর বিষয়টি নিয়ে ফের কথা বলতে হয়েছে পিএসজি কোচ এনরিকেকে। তবে প্রতি সপ্তাহে এ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে গেছেন বলেও মন্তব্য করেন এ স্প্যানিশ কোচ। গতকাল রাতে মার্শেইয়ের মাঠে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয়েছে পিএসজিকে। ম্যাচের ৪০ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বেরালদো। তবে একজন কম নিয়ে খেলেও জয় পেতে বেগ পেতে হয়নি পিএসজিকে। ৫৩ মিনিটে ভিতিনিয়া ও ৮৫ মিনিটে এমবাপের বদলি হিসেবে নামা গনসালো রামোসের গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে পিএসজি। এই জয়ে ২৭ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে এনরিকের দল। দুই নম্বরে থাকা ব্রেস্তের চেয়ে ১২ পয়েন্টে এগিয়ে তারা। ম্যাচ শেষে অবশ্য দলের জয়ের চেয়ে এমবাপেকে বদলি করা নিয়েই বেশি কথা বলতে হয়েছে এনরিকেকে। প্রতি সপ্তাহে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কিছুটা বিরক্তই মনে হলো পিএসজি কোচকে। ম্যাচের পর প্রাইম ভিডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে

এনরিকে বলেছেন, ‘‘মানুষ আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়? তাতে আমার কিছু আসেযায় না। প্রতি সপ্তাহে একই কথা। সেই একই গান। এটা বিরক্তিকর।’’ পিএসজির ভালোর জন্য যা করতে হবে করবেন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেছেন, ‘‘আমি দলের কোচ, আমিই প্রতি সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। পিএসজির জন্য আমি নিজের সেরাটাই করব। প্যারিসে নিজের শেষ দিন পর্যন্ত আমি সেটা করব।’’ ম্যাচের আগে অবশ্য এমবাপেকে ধরে রাখা নিয়ে আশার কথাই শুনিয়েছিলেন এনরিকে। তিনি তখন বলেছিলেন, ‘‘আমি সব সময় আশাবাদী যে কিলিয়ান (এমবাপে) তার মন বদলাবে। এখন পর্যন্ত সে কিছুই বলেনি। সে তার মন বদলাতেও পারে। ভাবুন, যদি আমরা এই মরসুমে চারটা ট্রফি জিততে পারি এবং মরসুম শেষে সে সিদ্ধান্ত নিল যে প্যারিসে থেকে যাবে। এমনটা হতেও তো পারে, দেখা যাক।

ব্রাজিলের মতো স্পেন-ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলতে চান মার্টিনেজ

বুয়েনস আইরেস, ১ এপ্রিলঃ সদ্য শেষ হওয়া আন্তর্জাতিক বিরতিতে এল সালভাদর এবং কোস্টারিকার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা। একই সময়ে আর্জেন্টিনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে। সে সময় দুই দলের প্রতিপক্ষকে তুলনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ট্রলও হয়েছে। অনেকে খর্বশক্তি এল সালভদরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়ের চেয়ে স্পেনের মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে ব্রাজিলের ড্র করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন। পাশাপাশি বিশ্বকাপের পর থেকে আর্জেন্টিনার টানা র‍্যাঙ্কিংয়ের নিচের সারির দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলা নিয়েও কথা হয়েছে অনেক। আর্জেন্টিনার তথাকথিত ছোট দলের বিপক্ষে খেলা নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কটা যে একেবারে অমূলক ছিল না, সেই প্রমাণই এবার দিলেন খোদ আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এল সালভাদর-কোস্টারিকার মতো দলের বিপক্ষে খেলার চেয়ে ইংল্যান্ড বা স্পেনের মতো দলের

বিপক্ষে খেলাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্বকাপজয়ী এ গোলরক্ষক। বিশেষ করে কোপা আমেরিকার প্রস্তুতির জন্য বড় দলগুলোর বিপক্ষে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে পারলে, সেটিই তাঁর কাছে হতো আর্জেন্টিনার আদর্শ প্রস্তুতি। আন্তজার্তিক বিরতিতে ব্রাজিলের দুই প্রতিপক্ষের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এমনকি একই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার অন্য দেশগুলোর মধ্যে চিলি ফ্রান্সের বিপক্ষে, ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর ইতালি আর কলম্বিয়া খেলেছে স্পেনের মতো দলের বিপক্ষে। সে তুলনায় বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এ সালভাদর (৮১) এবং কোস্টারিকা (৫৪) তুলনামূলকভাবে র‍্যাঙ্কিংয়ে বেশ পিছিয়ে থাকা দল। এর আগে বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল পানামা, কুরাসাও, অস্ট্রেলিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে। প্রীতি ম্যাচে র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপরের দিকের দলগুলোর সঙ্গে খেলতে না পারার আক্ষেপের কথা জানিয়ে মার্টিনেজ বলেছেন, ‘‘এল সালভাদরকে ছোট না করেই বলছি, বিশ্বমানের দলগুলোর বিপক্ষে খেলতে পারলেই আমাদের বেশি ভালো লাগত। ইউরোপে আমাদের ইংল্যান্ড, স্পেন বা তেমন কোনও দলের সঙ্গে খেলা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের (এল সালভাদর ও কোস্টিরিকা) সঙ্গেও আমাদের নিজেদের সেরাটা দিয়েই খেলতে হয়েছে। এল সালভাদরের বিপক্ষে খেলাটা মারাকানায় ব্রাজিলের বিপক্ষে কিংবা লুসাইলে ফ্রান্সের বিপক্ষে খেলার মতোই। সব ম্যাচই আমাদের একইভাবে খেলতে হয়েছে।’’ কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে আর্জেন্টিনা নিজেদের পরবর্তী প্রীতি ম্যাচ খেলবে গুয়েতেমালার বিপক্ষে। আর ২১ জুন কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ কানাডা।

ধোনিকে আর ব্যাট হাতে দেখা যাবে না?

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের পর ছবি ভাইরাল হতেই বাড়ছে আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ধোনি কী ঝলক সবসে অলগ যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ধোনির ঝলক সকলের থেকে আলাদা। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ভালোবাসেন প্রচুর মানুষ। আট বছরের বাচ্চা থেকে শুরু করে বছর ৮০-র প্রৌঢ় সকলেই মাহিতে মুগ্ধ।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে এ বারের আইপিএলে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে ধোনিকে। তাঁর আপামর অনুরাগীরা যা দেখে মুগ্ধ। সিএসকের আগের ২টো ম্যাচে ধোনিকে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। তার জন্য একটু হলেও ধোনির অনুরাগীদের মন খারাপ ছিল। রবিবার সেই মন খারাপ বদলে গিয়েছে। কিন্তু ম্যাচের শেষে ধোনির এক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এবং সিএসকেও তাঁর এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছে। যা দেখে অনেকে আশঙ্কা করছেন, আর হয়তো এ বারের আইপিএলে ধোনিকে ব্যাট করতে দেখা যাবে না। গত বারের আইপিএলে হাঁটুর চোট নিয়ে খেলেছিলেন সিএসকের ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চেন্নাই সুপার কিংসকে পঞ্চম বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন বানানোর পর ধোনি হাঁটুর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন রিহ্যাবে ছিলেন। তারপর ফিট হয়ে ধোনি আইপিএলে ফিরেছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে সিএসকের ম্যাচের শেষে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে বাঁ পায়ে নি-ক্যাপ পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে। সেই সময় ধোনি দিল্লি ক্যাপিটালসের কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ধোনি যে এই অবস্থাতেও অনুরাগীদের বিনোদন দিতে, মন ভালো করতে ব্যাটিং করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সিএসকের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ ধোনির একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। এবং তাঁকে সম্ভবত ইনিংস নিয়ে কিছু বলেন সামনে থাকা কেউ। উত্তরে তিনি জানান, ভক্তদের উপহার দিয়েছেন।

নেতা বদলে চাপে পাক বোর্ড, আরও অশান্তির আশঙ্কা

ইসলামাবাদ, ১ এপ্রিলঃ পাকিস্তান ক্রিকেটে অশান্তি লেগেই রয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অধিনায়ক পরিবর্তন নিয়ে নতুন করে জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। এর মধ্যে শাহিন আফ্রিদির বিবৃতি প্রকাশ করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। প্রকাশিত বিবৃতি তাঁর নয় বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ আফ্রিদি। তাতে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পিসিবি কর্তারা কথা বলেছেন জোরে বোলারের সঙ্গে। পিসিবির এক কর্তা জানিয়েছেন, অধিনায়ক পরিবর্তন নিয়ে আফ্রিদিকে বিবৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়নি। তবু ওর নামে বিবৃতি প্রকাশিত হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর। আফ্রিদির বিবৃতি দাবি করে পিসিবি জানিয়েছিল, ‘‘আমাকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তা দারুণ উপভোগ করেছি। দারুণ কিছু স্মৃতিও আছে। দলের এক জন খেলোয়াড় হিসাবে এখন আমার দায়িত্ব অধিনায়ক বাবর আজমের পাশে থাকা। আগেও বাবরের নেতৃত্বে খেলেছি। ওর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। মাঠের ভিতরে এবং বাইরে সব সময় বাবরকে সাহায্য করব।’’ বিবৃতিটি প্রকাশিত হওয়ার পরই ক্ষুব্ধ আফ্রিদি জানান, ‘‘একটি শব্দও আমার নয়। বোর্ড অহেতুক পরিস্থিতি জটিল করছে। এই ধরনের ঘটনা পারস্পরিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে।’’ এর পরই সক্রিয় হয়ে ওঠেন পাক বোর্ডের কর্তারা। আফ্রিদির ক্ষোভ সামাল দিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়। সূত্রের খবর, আফ্রিদি সরাসরি কর্তাদের প্রশ্ন করেন নেতৃত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি কেন তাঁকে আগে জানানো হয়নি? তাঁকে কেন সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে হবে? পিসিবি কর্তারা তেমন জুতসই জবাব দিতে পারেননি। তাঁর নাম করে কেন অসত্য বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, তাও জানতে চেয়েছেন আফ্রিদি। বোর্ড কর্তাদের কোনও উত্তরেই সন্তুষ্ট হননি জোরে বোলার। তাই নেতৃত্ব বদল নিয়ে পাকিস্তানের ক্রিকেটে আরও অশান্তির আশঙ্কা করছেন ওয়াকিবহালেরা।

বাঙালির নতুন বছরে ইডেনে নেই কেকেআর? গম্ভীরের টিমকে নিয়ে হঠাৎই সংশয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ এপ্রিলঃ জোড়া ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবলের মগডালে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কেকেআরের পরবর্তী ম্যাচ বুধবার। ভাইজ্যাগে ঋষভ পন্থের দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলবেন রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেলরা। কেকেআরের পরবর্তী হোম ম্যাচ ১৪ এপ্রিল। তারপর রয়েছে ১৭ এপ্রিল ইডেনে নাইটদের ম্যাচ। ওই আইপিএলের ম্যাচ নিয়ে আচমকাই সংশয় তৈরি হয়েছে। শোনা যাচ্ছে বিসিসিআইকে এই ম্যাচের তারিখ বদলাতে হবে। আসলে ১৭ এপ্রিল রাম নবমী। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধুম ধাম করে রাম নবমী পালন করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় রাম নবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রাও বের হয়। আপাতত জানা গিয়েছে, ১৭ এপ্রিল রাম নবমীর জন্য ভোটের মুখে নিরাপত্তাজনিত কারণে ম্যাচ আয়োজনের ঝুঁকি নিতে নারাজ কলকাতা পুলিশ। সিএবিকে চিঠি দিয়ে তা জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ। ১৭ তারিখ ইডেনে কেকেআরের হোম ম্যাচ। ওই ম্যাচে নাইটদের প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। এখনও অবধি বোর্ডের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। যদিও ওই ম্যাচ হতে এখনও দেরি রয়েছে। অবশ্য এর মাঝে শোনা গিয়েছে, বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সিএবির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছে। এবং বোর্ডের পক্ষ থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালস এই দুই টিমকে বিষয়টির ব্যাপারে জানানো হয়েছে। যে তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সের জায়গায় অন্যত্র সরতে পারে। এর আগে যখন আইপিএলের পুরো সূচি ঘোষণা হয়নি, সেই সময় শোনা গিয়েছিল দেশে লোকসভা নির্বাচনের কারণে সরতে পারে বাকি টুর্নামেন্ট। কিন্তু কয়েকদিন আগে বোর্ডের পক্ষ থেকে আইপিএলের পুরো সূচি ঘোষণা হয়েছে। সেই অনুযায়ী দেশের মাটিতেই হচ্ছে সবক'টি ম্যাচ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com